১ম খণ্ড। ১ সং।

আষাঢ়। ১২৮১

বান্ধব

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়— পৃষ্ঠা—

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেস।

অগ্রিমবার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা। ডাকমাশুল ।৵। প্রতিখণ্ড ৵।

শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিণ্টার।

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা] [আষাঢ়। ১২৮১।

অবতরণিকা।

নাটকের সূত্রধারগণ, অভিনয়ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমেই যেমন প্রস্তাবনা-চ্ছলে উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করিয়া থাকেন; ইদানীন্তন লেখকগণও সেইরূপ, কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমেই ভূমিকা, কি পত্রসূচনা, কিংবা আর কোন একটা নাম দিয়া, পাঠকবর্গের নিকট আপনাদিগের উদ্দেশ্য, আশা এবং ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। এই প্রথা ভাল কি মন্দ, আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু ইহা নিঃশঙ্কভাবে বলিতে পারি, এবং বোধহয় সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে এইরূপ আত্মপরিচয় দেওয়া বড়ই কঠিন কর্ম্ম। লেখক, পাঠকবর্গের আগ্রহ এবং উৎসাহ বর্দ্ধনের অভিলাষে, অনেক কথা বলিলে,—অথবা ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সুন্দর একখানি ছবি আঁকিয়া তুলিলে, সকলে তাঁহাকে অন্তঃসারশূন্য অভিমানী বলিয়া উপেক্ষা করেন। পক্ষান্তরে, সে অতিবিনীত ভাব অবলম্বন করিয়া, আত্মদীনতা নিবেদন করিলে,—'আমি অকৃতী, অক্ষম, অভাজন, আমার দ্বারা কিছুই হইবেনা' পুনঃ পুনঃ এবংবিধ কাতরবাক্য প্রয়োগ করিলে, নির্দ্দয় পাঠক সমাজ, তাহার কথায়ই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, একবার ফিরিয়াও আর চান না। আমরা, এই উভয় শঙ্কট সমালোচনা করিয়া, বিজ্ঞাপন স্বরূপ কিছুই লিখিব না, স্থির করিয়াছিলাম। তবে, প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিলে, পাছে তাহাই আবার

ঔদ্ধত্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই শঙ্কায় আমাদিগকে এস্থলে সংক্ষেপে গুটিকত কথা বলিতে হইয়াছে।

এদেশে শারদীয় উৎসবের সময়, ধনী, নির্দ্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই গৃহে গৃহে দেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, তদীয় আরাধনায় কিরূপ বিহ্বল হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া জানাইতে হয় না। চিরদিনের উপেক্ষিতা মাতা বঙ্গভাষার আরাধনাতেও বঙ্গদেশ আজ সেইরূপ নৃত্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই এইক্ষণ এই মহোৎসবের মঙ্গল-ধ্বনি। কোথাও কবি, মৃদুনাদিনী বীণার সুমধুর নিক্কণে, দেবী বঙ্গভারতীর বিনোদন করিতেছেন;—কোথাও পণ্ডিতগণ, সমবেত হইয়া, শ্রবণমনোহর গম্ভীর স্বরে, তাঁহার স্তুতিগীত পাঠ করিতেছেন। যিনি ধনী, তিনি আপনার ভাণ্ডার হইতেই নানাবিধ রত্ন সামগ্রী বাহির করিতেছেন। যাঁহারা দরিদ্র, তাহারা ভিখারীর বেশে, দেশদেশান্তরের ভাগ্যবান্‌দিগের উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া, এখান হইতে একটা সুমিষ্ট ফল, ওখান হইতে দুটি সুগন্ধি ফুল সংকলন করিয়া আনিতেছেন। বাঙ্গালির হৃদয়যন্ত্র সর্ব্বত্রই যে এইক্ষণ এই উৎসবে বাজিতেছে, ছোট বড় সকলেই যে, এই আনন্দের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিতেছে, তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। আমাদিগের কথা সরল চিত্তে এই বলিতে পারি যে, আমরা কৃতী হই, আর অকৃতী হই, যথাসাধ্য বঙ্গভাষার আরাধনাই আমাদিগের মনের কামনা। যদি আমাদিগের ঘরে সামান্য কোন সামগ্রী থাকে, তাহাই আদর করিয়া উপহার দিব। যদি দেখিতে পাই যে, আমরা নিতান্ত নিঃস্ব, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিব।

মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধির সহিত দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন গ্রীশ ও রোম রাজ্যের পুরাতন রাজবৈভব, পুরাতন শৌর্য্য বীর্য্য কিছুই এইক্ষণ বর্ত্তমান নাই। কালের শাসনে সমস্তই একবারে ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রীশ ও রোমের ভাষার ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্যরত্ন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আজও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ঐ পুঞ্জীকৃত ভস্মরাশির মধ্য হইতে, সেই সকল রত্নের জ্যোতি উদ্গীর্ণ হইয়া দেশীয়দিগের নিবিড় অন্ধকারময় হৃদয়ে এমনই অপূর্ব্ব এক আলোক প্রদান করিতেছে যে, দেখিয়া নিরাশ মনেও আশার সঞ্চার হয়। বীরগণ সমাধিশয্যায় চিরনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন; বীরদিগের বাক্যাবলী, জাগ্রত থাকিয়া, লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে, এবং যে তেজ একবারে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, তাহাও পুনরায় উদ্দীপ্ত

করিয়া দিতেছে। পৃথিবীর আদি সভ্য আর্য্য জাতির কিছুই এইক্ষণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্য্যজাতির নাম লোপ হইয়াছে, প্রতাপসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্ত গিয়াছে, তাঁহাদিগের যাহা কিছু ছিল, সময়ের হিল্লোল সমস্ত ধুইয়া নিয়াছে। কিন্তু আর্য্যদিগের ভাষা, আর্য্যভূমির হিতসাধনে এখনও কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। ইংরেজ জাতির যে ইদানীং এত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি উহার এক প্রধান কারণ। জাতিগত উন্নতি যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি সাধন করে, ভাষাগত উন্নতিও ঠিক সেই পরিমাণে জাতীয় উন্নতির নিদান হয়। দেশে উন্নত লোক সকল জন্মগ্রহণ করিলে দেশীয় ভাষা পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হয়; এবং দেশীয় ভাষা, পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া, উচ্চ কল্পের ভাব চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেশের লোক আপনা হইতেই উন্নত হইয়া উঠে। এতদুভয়ের এই পরস্পর উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বঙ্গীয় কৃতবিদ্যসমাজ বুঝিয়াও এতদিন এই সমস্ত কথা বুঝেন নাই। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভাল বাঙ্গালা জানা বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে একটা কলঙ্কের কথা ছিল, এবং কেহ বাঙ্গালায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিলে, সকলে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট বিষয়ে বিরাগী বলিয়াই গণনা করিত। সত্য বটে, বাঙ্গালার ভাণ্ডারে তাঁহাদিগের পান ভোজন কি মনোরঞ্জনের উপযোগী বস্তু অদ্যাপি সঞ্চিত হয় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দিন সুধীজনসংসর্গে নানাবিধ উচ্চ বিষয়ের আলোচনায় কাল যাপন করিয়া, সন্ধ্যা সময়ে জননী কি গৃহিণীর গার্হস্থ্য আলাপে যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন না; অশেষজ্ঞানসম্পন্ন বিদেশীয় পণ্ডিতসমাজের গ্রন্থানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে বঙ্গীয় লেখকদিগের অকিঞ্চিৎকর কথায় কর্ণপাত করিতেও তাঁহাদিগের সেইরূপ প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার এই শোচনীয় দীনতার কারণ কি? বাঙ্গালা গ্রন্থালয় যে আজও দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, লোকচরিত, সাহিত্য, ও নীতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রসমুদ্ধৃত রত্নমালায় অলঙ্কৃত হয় নাই—বাঙ্গালা ভাষা আজ পর্য্যন্তও যে জগতে আদরের আসন লাভ করিতে পারে নাই, ইহা কি বাঙ্গালী, কৃতবিদ্যদিগেরই অপরাধ নহে? লোকে উপহাস করিয়া বলে, বাঙ্গালায় যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য বালক এবং অলসা কুলবধূ ব্যতীত আর কাহারও ভোগে আসে না। বাঙ্গালা গ্রন্থ বিলাসীর সরবৎ। উহা না চিন্তাশক্তির

উদ্বোধন করে, না হৃদয়েরই উদ্দীপক হয়। সংসারে যাঁহার আর কোন কাজ নাই, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশীয় কোন ভাষায় অধিকার নাই, তিনিই বাঙ্গালা গ্রন্থ লইয়া কাল যাপন করেন। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিতসম্প্রদায়, আলস্য এবং ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে রত না হইলে, বাঙ্গালার এই অপবাদ কি কখনও দূর হইবে? এক সময়ে ইংলণ্ডেও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা লাটিন ও গ্রীকের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই জীবন উৎসর্গ করিতেন, এবং মনের উচ্চ চিন্তা সকল এই দুই ভাষায় প্রকাশ করিতেই বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। তৎকালীন ইংরেজী, মলিনবসনা অনাথা বিধবার ন্যায়, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থকিত। কাহারও ভক্তি কি প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিত না। কেহই উহার পানে চাহিত না। যেই পণ্ডিতেরা উহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ইংরেজী মলিন বেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিল; উহার মলিন মুখে হাসি ফুটিল; উহার জ্যোতি ও প্রতাপ দেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িল। বঙ্গদেশে যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, এবং মনের চিন্তা ভাষায় পরিস্ফুট করিবার কৌশল অবগত হইয়াছেন, যদি তাঁহাদিগের প্রত্যেকে, মাতৃভাষার উন্নতির জন্য, নিজ নিজ অবসর সময়ের কিয়দংশও অর্পণ করেন, বাঙ্গালার মলিন মুখ কি অচিরেই প্রফুল্ল হয় না?

বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গের যে সকল সুসন্তান, বাঙ্গালার শোভা সম্পাদন এবং কলেবর বর্দ্ধনের জন্য, চিরদিন পরিশ্রম করিয়াছেন,—যাঁহারা নিপুণ কারুকরের ন্যায় নিয়ত যত্নপর থাকিয়া, নিত্য নূতন শব্দ সংকলন, এবং ভাব প্রকাশের নিত্য নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দি। বাঙ্গালার আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা, নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া, মাতৃভাষার চরণে অর্পণ করিয়াছেন, মনের সহিত তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। যাঁহারা এত দিন অকারণ উদাসীন রহিয়াছেন, আমরা ভরসা করি, অতঃপর তাঁহারাও উদ্যুক্ত হইয়া, নিজ নিজ ঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষিত সমাজের সহিত দেশের সকল শ্রেণীস্থ লোকের শিক্ষাগত যোগ স্থাপন নিমিত্ত যে সকল উপায় কল্পিত হইয়াছে, প্রবন্ধময় সাময়িক পত্র প্রচার তন্মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদিগের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল গৃহে গৃহে বিতরণ করে, সকলের সহিত তাঁহাদিগের কথোপ-

কথনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এবং মাতৃভাষার সেবারূপ মহৎকার্য্য সকলকেই অনুরক্ত করিয়া তুলে। ইহার আর এক প্রধান উপকারিতা এই, সাহিত্য-সমাজ বলিলে যাহা বুঝায়, এইরূপ বহু পত্র দ্বারাই তাহা গঠিত হইয়া থাকে। ইদানীং অনেকে, এই উপায় অবলম্বন করিয়া, বঙ্গদেশের সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। বান্ধবও ঐ পথের পথিক। বান্ধব, কৃতবিদ্যদিগের অনুকম্পায়, আর দশ ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে অতি সামান্য এক ভৃত্যের মত নিযুক্ত হইতে পাইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবে।

বাঙ্গালা লেখকেরা আজ কাল কিরূপ বিপন্ন অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। পৃথিবীতে কেহই সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয় না। ইহা অসাধ্যসাধন। বাঙ্গলা লেখকেরা সেই অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যেন বাধ্য হইয়াই, সকল শ্রেণীর পাঠকের চিত্তবিনোদনে যত্নশীল হন। সুতরাং কোন শ্রেণীস্থ পাঠকই আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করেন না। যাহা বালকের পাঠ্য, তাহা বৃদ্ধের অপাঠ্য। যাহা বৃদ্ধের সহজপাঠ্য, বালকের তাহাতে প্রবেশ পথও থাকে না। সম্প্রতি এদেশের কুলবধূরাও পাঠকসমাজের এক অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা আজ পর্য্যন্তও শিক্ষিত হন নাই, শিক্ষার জন্য পিপাসু হইয়াছেন। যাহা শিক্ষিত তরুণদিগের প্রমোদের জন্য লিখিত হয়, তাহা কখনই তাঁহাদিগের সুখবোধ্য হইতে পারে না। যাহা তাঁহারাও হেলায় পরিগ্রহ করিতে পারেন, তাদৃশ বিষয়ে অধীতী ব্যক্তিরা কখনই প্রীতির প্রত্যাশা করেন না। দুঃখ এই, চতুর্দ্দিকে এইরূপ প্রয়োজনবিরোধ বিদ্যমান স্বত্ত্বেও, লেখকেরা, সকল শ্রেণীর পাঠকের শিক্ষা ও চিন্তা শক্তির সমভূমিতে না নাবিয়া, পাঠককে আপনাদিগের শিক্ষা ও চিন্তা শক্তির সমভূমিতে উঠাইতে একটুকু যত্ন করিলে, অমনি অস্পৃশ্য বলিয়া উপেক্ষিত হন। প্রবহমান রুচির স্রোতে ভাসিতে না পারিলে, তাঁহাদিগের অপযশের আর সীমা থাকে না। তাঁহাদিগের লেখা পড়িবার সময়, ক্ষণকালও যদি কাহারও ভাবিতে হয়, লেখা এবং লেখক উভয়ই অগ্রাহ্য হন। চিন্তাশীল সুশিক্ষিতদিগের যত্ন বিনা, এই রোগের আর কোন ঔষধ নাই। আমরা বান্ধবের পক্ষে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বান্ধব কোনরূপ লোভে পড়িয়া, অথবা ঈদৃক্ কোন বিভীষিকায় ভয় প্রাপ্ত হইয়া, কখনই স্বকীয় ব্রত বিস্মৃত হইবে না।

বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগিদিগের অনুরাগের ভিখারী হইয়া রহিল। ইহার ভবিষ্যৎ ও ভরসা তাঁহা-

দিগের হস্তে। ইহা অবশ্যই, অনুগত সুহৃজ্জনের ন্যায় সতত সাবধান থাকিয়া, নানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পাঠকসমাজের মনোমোদনে যত্নশীল হইবে,—বাঙ্গালার প্রতি যাহাতে বাঙ্গালির অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে;—কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্দ্ধ পথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় কিনা, সন্দেহের বিষয়।

——ooOoo——

শক্তি।

তান্ত্রিকেরা যাঁহাদিগকে শক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলেন, এবং যাঁহাদিগের সেবা করা, স্বর্গ লাভের সোপান বলিয়া উপদেশ করেন; এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগের উল্লেখ হইতেছে না। আমরা যে শক্তির প্রসঙ্গ করিব, উহা নিরাকার হইয়াও সাকার, এবং সাকার হইয়াও নিরাকার। উহা এক, অথচ বহু। উহার চক্ষু নাই অথচ বিশ্বের সকল চক্ষুই উহার শাসনের অধীন। উহার হস্ত নাই, অথচ উহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জগতে একখানি হস্তও পরিচালিত হয় না। উহার চরণ নাই, অথচ তাড়িতবেগও উহার নিকট পরাজিত। কিন্তু আমরা কিরূপে এই নিত্য অনুভূত, অথচ অনির্ব্বচনীয় পদার্থের ব্যাখ্যা করিব? শব্দের অর্থ প্রকাশের জন্য দার্শনিকগণ যাদৃশী সংজ্ঞা প্রণালী অবলম্বন করেন, আমাদিগের নিকট এস্থলে তাহা ভাল বোধ হইতেছে না। সংজ্ঞা দ্বারা মনোগত ভাব পরিস্ফুট করা, বড়ই কঠিন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা কৃতী। আমরা, এই নিমিত্ত, 'শক্তি' এই শব্দটীর সংজ্ঞা করিতে যত্নবান্ না হইয়া, কতিপয় উদাহরণ দ্বারা উহার অর্থ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

মনে কর, কেহ তাপিত কলেবরে গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; আর সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোল, যেন ক্রীড়াচ্ছলে, স্পর্শে স্পর্শে, তাঁহার সেই তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছে। সেই সুখোপবিষ্ট ব্যক্তি, হয়ত এতক্ষণ, সমীরণের সুশীতল স্পর্শসুখই অনুভব করিতেছেন,—সমীরণ কিরূপ সসঙ্কোচ ভাবে উদ্যানের লতায় লতায় কুসুম চুম্বন করিয়া, বিচরণ করিতেছে,—কিরূপ আদরের সহিত সম্মুখস্থিত তরুরাজির নবোদ্গত পত্রাবলী ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত করিতেছে;—কিরূপ প্রণয়িজনোচিত যত্নের সহিত তাঁহার শরীরের

সৌদবিন্দুচয় অপনয়ন করিতেছে, তাহাই দেখিতেছেন ও ভাবিতেছেন। উহা যে জড় প্রকৃতির একটী অতি প্রধান শক্তি, তাহা তাঁহার মনে প্রতিভাত হইতেছে না। কিন্তু তিনি যখন আবার সেই মৃদুবাহি সমীরণকে ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতে অবলোকন করেন,—যখন দেখিতে পান যে, উহা আর তরুর পত্রে পত্রে এবং ফুলের দলে দলে খেলিতেছে না, কিন্তু ঘোর গভীর গর্জ্জনে বিশ্ব চমকিত করিয়া, মূলের সহিত তরু উৎপাটন করিতেছে, এবং তরুর সহিত লতার বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে; তখন তিনি, স্বভাবতঃই উহার শক্তিমত্তা অনুভব করিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। প্রকৃতির শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইলে, কে তাহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে পারে?

সুধু সমীরণ নহে, জড়জগতের সকল শক্তিই স্বতঃপ্রতীয়মান। উষার শিশিরবিন্দু দুর্ব্বাদলে মুক্তার হারের ন্যায় শোভা পায়;—প্রভাতের দীপশিখা নিভু নিভু জ্বলিতে থাকে, এবং কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। দেখিয়া, লোকের দেখিবার জন্য আরও ইচ্ছা হয়। তৎকালে, জল কিংবা অগ্নির শক্তি একবারও মনে সমুদিত হয় না। কিন্তু গিরিপ্রস্থ হইতে প্রলয়ধারার ন্যায় প্রপতিত জলধারা অবলোকন করিলে; অথবা পর্য্যটন ক্রমে, কোন সময়ে দাবদাহের ভয়ঙ্করমূর্ত্তির সম্মুখীন হইলে, সেই বিস্ময়জনক বেগ,—সেই ত্রাসের স্বরূপিণী লোলজিহ্বা, জল এবং অগ্নিকে সহজেই সৃষ্টির দুটি অতি প্রধান শক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। জড় জগতের যে সকল শক্তি নিয়ত আমাদিগের উপর কার্য্য করিতেছে, আমরা এইরূপে বিনা যত্নেই তাহাদের পরিচয় পাইতে পারি। দিবসে, যামিনীতে, জাগ্রত কি নিদ্রিত সকল অবস্থাতে, আমরা উহাদের অধীন। মৎস্য যেমন জল রাশির অভ্যন্তরে অবস্থান করে,—ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে সকল দিকেই জল, জলে ভাসে, জলেই ডুবিয়া যায়, জড় প্রকৃতির শক্তি নিচয় সম্বন্ধেও আমাদিগের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। জড়শক্তি, জলের ন্যায় রাশীভূত হইয়া, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমরা মৎস্যের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করিতেছি। অগাধ অনন্ত জড় শক্তিসাগরে আমরা প্রক্ষিপ্ত কুসুমের ন্যায় ক্ষণে ভাসিতেছি, ক্ষণে ডুবিতেছি; ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছি। আমরা ছাড়িলেও, উহা আমাদিগকে ছাড়ে না। আমরা, শৃঙ্খলচ্ছেদ করিয়া, দূরে পলায়ন করিতে চাহিলেও, উহা আমাদিগকে পলায়ন করিতে দেয় না।

কিন্তু আমরা এস্থলে জড়শক্তির স্ব-

র্দনা কি বন্দনাচ্ছলে আর কিছুই বলিতে চাইনা। উহার আরাধনায় আমাদিগের মন আপনা হইতে প্রধাবিত হয় না। উহা অন্ধ এবং অতীব নিষ্ঠুর। উহার কাল অকাল জ্ঞান নাই, পরের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। মাতা, স্নেহের বাহুবল্লী প্রসারণ করিয়া, সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে অগ্রসর হন; জড়শক্তি, উহার লৌহ হস্ত বাড়াইয়া, সেই সন্তান কাড়িয়া নেয়। যুবতী, প্রেমভরে কণ্টকিত কলেবরা হইয়া, অনিমেষনয়নে প্রিয়তমের নয়নপানে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, জড়শক্তি, ফুৎকার দিয়া, সেই নয়নালোক জন্মের মত নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে।

জড়শক্তির নিয়ত স্তুতিপাঠক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ শতমুখে উহার স্তুতি গীত গান করিতেছেন,—উহার উপাসনায় অহোরাত্র নিবিষ্ট থাকিয়া, পৃথিবীতে উহার পূজাপদ্ধতি প্রচার করিতে সর্ব্বতভাবে যত্নপর হইতেছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত গ্রন্থই জড়শক্তির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

জড়শক্তি সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা শুদ্ধ উদাহরণের অনুরোধে। মানব-লোক অথবা মনোজগতের অভ্যন্তরনিহিত যে সকল শক্তি জড়শক্তি নহে, অথচ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অনুভূত হইতেছে; যে শক্তিচয়কে সমীরণের ন্যায় স্পর্শন অথবা জল কিংবা অগ্নির ন্যায় দর্শন করা যায় না, অথচ আছে বলিয়া প্রতিক্ষণেই স্বীকার করিতে হয়, সেই অজড়শক্তি নিচয়ের পরিচয় প্রদানই আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।

কোন স্থানে বৃহৎ এক শিলাখণ্ড নিপতিত রহিয়াছে; কেহ, বাহুবলে তাহা উত্তোলন করিয়া, অবহেলায় শতপাদ দূরে ফেলিয়া দিল। এই কার্য্যে সকলেই উক্ত জড়শক্তির প্রয়োগ স্বীকার করিবে। ইহাতে মানুষী শক্তির সংস্রব আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র কারণনাই। আবার কল্পনা কর, কোন স্থানে, সহস্র লোক একত্র হইয়া প্রমত্তের ন্যায় কোলাহল করিতেছে। কে কাহার বক্ষোবিদারণ, কে কাহার শোণিত পান করিবে, এই চিন্তাতেই সকলে ব্যতিব্যস্ত। নিষ্কাশিত তরবারি চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতেছে, এবং রবির কিরণ স্পর্শে তৎসমুদায় আবার এমন ভয়ঙ্করভাবে ঝলসিতেছে যে, দর্শকবৃন্দ ভয়ে চিত্রিত পুত্তলের ন্যায় স্পন্দহীন। এমন সময়ে, এক প্রশান্তমূর্ত্তি পুরুষ নিরস্ত্র করে, নিঃশঙ্কমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও নিকটবর্ত্তী হইলেন না, কাহাকেও ছুঁইলেন না, এবং কাহারও হস্ত হইতে একখানি তরবারি কাড়িয়া লইলেন না। কিন্তু তাঁহার সেই প্রশান্ত চক্ষু হইতে সকলের উপর পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত হইতে লাগিল,

তাঁহার জিহ্বা হইতে গুটিকত ধ্বনি বিনিঃসৃত হইল, আর অমনি সমস্ত কোলাহল নিবৃত্ত। একখানি বাহুও আর নড়ে না; একখানি তরবারিও আর সঞ্চালিত হয় না। যেন কি এক মন্ত্র-প্রয়োগে, সেই মহাত্মা সকলকে একবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অথবা মনে কর, কোন স্থানে সৈনিকগণ, শত্রুসেনা সমাগতপ্রায় দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতেছে, কি করিবে, কোথায় যাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, আপনার অঙ্গে আপনি লুক্কায়িত হইতেছে, সম্মুখসংগ্রামে শত্রুর নিকটবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেছে। ঈদৃক্ বিপদের অবসরে, এক ন্যাপোলিয়ান, সহসা তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ধীরগম্ভীরস্বরে, গুটিকত কথা দ্রবীভূত লোহের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন,—স্বকীয় তাড়িতদৃষ্টির সঞ্চালন দ্বারা সকলের মানসক্ষেত্রে এক নূতন তেজ প্রেরণ করিলেন। আর, ভীরু বীরমদে গর্জ্জিয়া উঠিল। যে, ক্ষণপূর্ব্বে, শত্রুকে সিংহ মনে করিয়া, থরথর করিতেছিল, সেই এইক্ষণ তাহাকে তৃণজ্ঞানে আপনার প্রদীপ্ত ক্রোধহুতাশনে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রাগুক্ত উভয় উদাহরণই ইতিহাস হইতে সংকলিত। অনুসন্ধান করিলে ইতিহাসে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সহস্র সহস্র ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ ইতিহাসে অনুসন্ধান না করিয়াও, আমরা মনঃশক্তির অসংখ্য দৃষ্টান্তস্থল প্রাপ্ত হইতে পারি। এক শত লোক একত্র হইয়া কোন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; একজন তন্মধ্যে আপনা হইতে কর্ত্তা হইয়া বসে। সে কাহারও নিকট কর্তৃত্বের সনন্দ পায় নাই, কর্ত্তা বলিয়া কখনই অভিহিত হয় নাই; তথাপি সে আপনার বলে আপনিই কর্ত্তা। এক সময়ে যাহারা তাহার সঙ্গী ও সহচর ছিল, এইক্ষণ তাহারা তাহার অধীন। ইচ্ছা করিলেও অধীন, ইচ্ছা না করিলেও অধীন। তাহার দাসত্ব শৃঙ্খল সকলের গলদেশে আভরণের ন্যায় দুলিতে থাকে, এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব তাহার অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিয়া, নিজ নিজ মনুষ্যত্ব তাহার মনুষ্যত্বে মিশাইয়া ফেলিয়া, সকলে তাহারই চক্ষে দেখে তাহারই কর্ণে শ্রবণ করে।

এইরূপে উপলব্ধ হইবে যে, জড়শক্তিও যেমন বাস্তব পদার্থ, কাহারও কল্পনার কথা নহে; মনঃশক্তিও সেইরূপ প্রত্যক্ষপরিজ্ঞাত বাস্তব পদার্থ, শুদ্ধ একটা বাক্য নহে। জড়শক্তির নিকটও সমস্ত জগৎ যেমন আপনা হইতে শাক্ত, অজড় মনঃশক্তির নিকটও সেইরূপ। রাজা, প্রজা কেহই কোন সময়ে মনঃ-

শক্তির সেবা না করিয়া পারেন নাই। পুরাকালেও লোকে মনঃশক্তির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আজও সেইরূপ করিতেছে, এবং শক্তি ও শাক্তের এই নিকট সম্বন্ধ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মানুষীশক্তির কার্য্যক্ষেত্র দুই—জড়জগৎ এবং মনোজগৎ। জড়জগতের উপর উহা কিরূপে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। অনন্ত জড়জগতে মনুষ্য শুদ্ধ দুখানি হাত, দুখানি পা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। এইক্ষণ দেখ, মনুষ্যই জড়জগতের রাজা। জড়রাজ্যের সকল বিভাগ হইতেই তাহার রাজকর গৃহীত হইতেছে; তদীয় জয়বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ তাহার বার্ত্তাবহের কার্য্য করে, সাগর স্বকীয় ঊর্ম্মিবক্ষে তাহার দেশদেশান্তর যাতায়াতের পথ খুলিয়া দেয়; জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভূতশক্তি ভৃত্যের ন্যায় তাহার দ্বারে বদ্ধাঞ্জলি দণ্ডায়মান। যখন যাহার প্রতি যে আদেশ হইতেছে, মস্তক নত করিয়া, তৎক্ষণে সে তাহা প্রতিপালন করিতেছে। যে এক সময়ে শত্রু ছিল, সে এইক্ষণ মিত্র হইয়াছে। যে একসময়ে প্রভু ছিল, সে এইক্ষণে সেবকের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছে।

প্রসঙ্গের অতিক্রম হয় বলিয়া এবিষয়ে আমাদিগের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। মানুষীশক্তি মনোরাজ্যে কিরূপ কার্য্য করে, তাহাই আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয় যে, মনের খেলার জন্য মনোরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। মানুষীশক্তি মানবজগতে যেরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে, অন্য কুত্রাপি সেরূপ সম্ভবে না। জড়রাজ্যে উহার গতি অব্যাহত, সুতরাং শিথিল। কিন্তু মানবজগতে উহাকে সর্ব্বদাই প্রতিবন্ধকের সহিত সাক্ষাৎ সংগ্রাম করিতে হয়। মনুষ্যে মনুষ্যে নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। মুখে একের সহিত অন্যের বিরোধ না থাকুক, বাহিরের আচরণে বিরোধের কোন লক্ষণ লক্ষিত না হউক অথবা স্থূলদর্শীরা তাহাদিগকে পরস্পর প্রণয়বদ্ধ বলিয়াই বিশ্বাস করুক; তাহাদিগের অভ্যন্তরীণ শক্তিগত বিরোধ তথাপি চলিতে থাকিবে। জল যেমন স্বভাবতঃই নিম্ন দিকে প্রধাবিত হয়, মনুষ্যও তেমন স্বভাবতঃই স্বাধীনতা ভাল বাসিয়া থাকে। স্বাধীনতা তাহার প্রাণের প্রাণ। মনুষ্যের আত্মা, জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারে হউক, শ্মশানান্ত চিকিৎসা না করিয়া, স্বাধীনতা বিসর্জন করে না। জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থনিচয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করা যেমন সহজ,

মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করা, মানুষের পক্ষে সত্য সত্যই তেমন সহজ নহে। সম্বন্ধে যিনি যতদূর গৌরবান্বিত, ঘনিষ্ঠ, কিংবা প্রিয় হউন, মনুষ্যের মন, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া, কখনই সাধ করিয়া তাঁহার অধীন হইবে না। ইহা মানবজাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব। এইরূপে মনুষ্যে মনুষ্যে আঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে, পরিশেষে, যিনি পরীক্ষাতে অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া অনুভূত হন,তিনি প্রভুর পদলাভ করেন, এবং হীনশক্তি ব্যক্তি আপন হইতেই তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে শাক্ত অথবা সেবক বলিয়া দণ্ডায়মান হয়। অনেক মনুষ্যের বাহিরের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া, আপাততঃ এইরূপ সংস্কার হইতে পারে যে, তাহাদিগের প্রকৃতিতে শক্তির কণামাত্রও বর্ত্তমান নাই। তাহারা পরপ্রভুতার শৃঙ্খল এমন প্রিয়জ্ঞানে বহন করে যে, তাঁহাদিগকে অমানুষ বলিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। কিন্তু ইহা আমাদিগের দেখিবার ভ্রম। আমরা যে সকল পুরুষকে একবারে শক্তিহীন মনে করি, তাহারাও বস্তুতঃ শক্তিহীন নহে। তবে কথা এই, তাহাদিগের শক্তি অতি দুর্ব্বল। যেমন বর্ত্তিকার ক্ষীণ আলোক বায়ুর প্রতিকূলে বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, তাহাদিগের দুর্ব্বল শক্তিও প্রবলতর শক্তির সংঘাতে তেমন বহুক্ষণ তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় না।

কবি ও দার্শনিকগণ মানুষী-শক্তির গণনা করিতে হইলে, প্রধানতঃ বুদ্ধি, হৃদয়, সাহস, বিবেক এবং চারিত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের অনেক অবান্তর ভেদ কল্পিত হইতে পারে এবং ইহারা প্রত্যেকেই বহুমূর্ত্তিতে লোকলোচনের গোচর হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রয়োজনের জন্য এই বিভাগই সম্প্রতি প্রচুর। যে সকল কাব্যে, উপন্যাসে,কিংবা ইতিহাসে মানবচরিত্র সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার পত্রে পত্রে, পংক্তিতে পংক্তিতে, মনুষ্যপ্রকৃতির এই সকল শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনপ্রবাদও শতমুখে ইহাদিগের মহিমার সাক্ষ্যদান করিতেছে। অমুকে অমুকের বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়াছে, অমুকের হৃদয় শত্রুকেও মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, অমুকের সাহসের নিকট কেহই অগ্রসর হইতে পারে না, অমুকের চারিত্রগুণে সংসার বশীভূত, ইত্যাদি গভীর অর্থযুক্ত বাক্য লোকের মুখে মুখে ভ্রমণ করিতেছে।

মনুষ্যের এই শক্তি সমূহের নাম, উচ্চারণ সময়ে আমাদিগের হৃদয়কে কম্পিত করেনা, প্রয়োগ কালে পৃথিবীও ইহাদিগের ভরে বিচলিত হয়। মানবমন এবং মানবসমাজের গঠন, বিকাশ, স্থিতি, পরিবর্ত্ত, এবং ক্ষয়বৃদ্ধির উপর ইহারাই চিরকাল কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসি-

তেছে। ইহাদিগেরই শাসনে, কেহ সিংহাসনে উঠিতেছে, কাহারও সিংহাসন টলিতেছে; কোন নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইতেছে, কোন পুরাতন সাম্রাজ্য, পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদের ন্যায়, চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে; দেশে রুচির স্রোত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নীতি নিত্য নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; কোথাও সমাজ উৎপন্ন হইতেছে, কোথাও সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। ইতিহাস আর কিছুই নহে, মানুষী-শক্তি মানব-জগতে কিরূপে স্বাধিকার প্রসারণ করিয়াছে, তাহার এক দীর্ঘ কাহিনী মাত্র।

(ক্রমশঃ)

——ooOoo——

মনুষ্যের জীবনচরিত।

বড় বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য, সকলেই কৌতূহল প্রকাশ করে। যাঁহারা সংসারে আসিয়া, খাইয়া শুইয়াই কাল কর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনযাপন করিয়াছেন,—যাঁহারা তৃণের মত জোয়ার ভাটায় যাতায়ত না করিয়া, এই অনন্ত কাল-সমুদ্রের সৈকতভূমিতে আপনাদিগের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন;—যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা টলমল করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুল পড়িয়াছে, মানবজাতি হয় হাসিয়াছে, নয় কাদিয়াছে, তাদশ অনন্যসাধারণ ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে স্বভাবতঃই এক বিষম কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহারা যৌবন কালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবুডুবু খাইতেন; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া, সমাজের অভিনয়ভূমিতে কিরূপে কার্য্য করিতেন এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে!

নীতিবিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন, পৃথিবীর প্রধান পুরুষদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ কর; ক্রমেই মন, নীচভাব পরিত্যাগ করিয়া, মহদ্ভাবে আসক্ত হইবে। কবিসমাজ উপদেশ করেন, মহাত্মমনুষ্যদিগের ছবির প্রতি স্থিরনয়নে তাকাইয়া থাক,—তাঁহাদিগের চরিত চিন্তা কর, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, মহত্ত্বের দ্বার তোমার জন্যও উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের জীবনচরিত কোথায় পাইব?—পৃথিবীতে পোনে শোল আনা হইতেও অধিক লোক আসে আর যায়। তাহারা যে কোন সময়েও জীবিত ছিল, এমন বলিবার

কারণ নাই। যদি তাহারাও জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগের শয়নখট্টা এবং অবলম্ব-যষ্টিও জীবিত ছিল। যাঁহারা জীবিত ছিলেন বলিয়া জগতে পরিচিত, তাঁহাদিগের বিষয়ই বা কে কি জানিতে পারে? কোন মৃত মনুষ্যের কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ দর্শন করিয়া, কেহই তাহার মুখচ্ছবি ও রূপলাবণ্যের কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না। সে কিরূপে হাসিত, হাসির সময়ে তাহার অধরপল্লবে কি কি ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত,—তাহার ভ্রূ কোন্ সময়ে আকুঞ্চিত; কোন্ সময়ে সরলায়ত থাকিত, তাহার নয়নযুগল, মুখরভৃত্যের ন্যায়, মনের কি কি নিগূঢ় কথা লোকের নিকট কহিয়া ফেলিত, ইত্যাদি সহস্র বিষয় মাংসচর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একখানি করোটি এবং কয়েকখানি অস্থির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্যের জীবনচরিতও এইরূপ। মনুষ্য মনুষ্যের বহিঃস্থ ক্রিয়াকলাপই অবলোকন করে। প্রকৃত মনুষ্যজীবন কুসুমকোরকের অন্তঃস্থ কিঞ্জল্কের ন্যায়, পটলের পর পটলে আবৃত থাকে। কাহারও চক্ষু সেখানে প্রবেশপথ পায় না। মনুষ্য আপনাকেই আপনি জানে না। পরকে কিরূপে জানিবে? আপনার জীবন আপনিই পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে? যদিও প্রকৃতির কৃপাবলে, কেহ মানব-জীবনগ্রন্থের দুই চারি পংক্তি, কি দুই চারি পৃষ্ঠা, পাঠ করিতে সমর্থ হন; তিনিও আবার ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষীভাষা আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এবং বোধ হয় এই অপূর্ণতা কখনও ঘুচিবে না। প্রভাতে কি সন্ধ্যার সময়, অথবা ঝটিকার প্রাক্কালে, আকাশের জলদমালা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত শোভা ধারণ করে, কত পরিবর্ত্তনের অধীন হয়, তাহা নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে পারিলেই, মনুষ্যের বিস্তর প্রশংসা; ভাষায় আবার তাহা আঁকিয়া তুলিব, কেহই এমন আশা করে না। মনুষ্যের মন আকাশের জলদমালা হইতেও অধিক পরিবর্ত্তশীল। ভাগীরথীর লহরীলীলার বিরাম আছে। কিন্তু চিরচঞ্চল মনুষ্যমনের ভাবতরঙ্গে কখনও বিরাম নাই। কে তাহা গণনা করিবে? কে আবার তাহা বর্ণনা করিবে?

জীবনচরিতে পাঠ করা গেল, আলেকজেণ্ডার, সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া তদীয় প্রিয় ও পুরাতন সহচর ক্লিটস্‌কে স্বহস্তে সংহার করিলেন, এবং ক্যাসেণ্ডরের সাহসিক ভাষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় তাহাকে অপমান করিলেন। এই দুইটী—কার্য্য। ইহাদের কারণ কোথায়? আলেক্‌জেণ্ডার এক সময়ে 'পুরুষপদবাচ্য

বীরদিগের ললাটের তিলক ছিলেন। কেন অকস্মাৎ তিনি এবংবিধ কাপুরুষ পদবীতে পদনিক্ষেপ করিলেন?—একসময়ে তিনি শত্রুরও সম্মান করিতে জানিতেন,' কেন পরিশেষে তিনি মিত্রের মর্য্যাদাও ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার প্রকৃতির এত পরিবর্ত্ত কেন ঘটিল? এই শৃঙ্খলবদ্ধ-কারণ পরম্পরা, কে দেখিয়াছে এবং কে তাহা বুঝাইতে পারিবে? বোনাপার্টি, প্রসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে, মনুষ্যের জাতিসাধারণ অধিকার সমূহের একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন। অবশেষে, তাঁহার কিরূপ মতস্খলন হয়,—রক্ষক, দুদিন দশদিন যাইতে না যাইতেই, কিরূপ ভয়ঙ্কর ভক্ষকবেশ ধারণ করেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার বাহিরের জীবন অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে বটে। কিন্তু তাঁহার বাহিরের জীবন যে অভ্যন্তরীণ জীবনের সামান্য ছায়া মাত্র,—যে জীবনে 'কারণ' সকল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া, দৃষ্টজগতে কার্য্যফল প্রসব করিয়াছে, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। একথা সত্য যে, চরিতাখ্যায়কেরা এই উভয় মহাত্মার চারিত্রভ্রংশের বহু কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হেতুবাদে মনস্তুপ্তি হয়, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

অনেকে, এই সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া, মনুষ্যের স্বর চিতজীবনবৃত্ত পাঠেই, বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পরে যাহা লিখে, তাহা হয় অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, না হয় অনুচিত স্তুতি কি অনুচিত নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু মনুষ্য, পৃথীতল হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়া যায়, তাহাতে অসত্য, অত্যুক্তি, অথবা অজ্ঞতামুলক ভ্রম প্রমাদের কণিকাও থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে কেহ কোন দিন আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, এমন আমরা জানি না। বাবর এবং আরংজীবের কথা অবশ্য গণনার বাহিরে রাখিতে হইবে। কারণ, ইহাঁদিগকে ভারতবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে, আজও কাহারও মন সম্মতি দান করিবে না। ভারতবর্ষের নাম উচ্চারণ করিলে, যে অস্তমিত আর্য্যজাতির ভূতবৃত্তান্ত মনে সমুদিত হয়, তাঁহারা যদি স্বদেশের ইতিহাস এবং স্ব স্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইতেন তবে এই ধরাবলুণ্ঠিতা ভারতমাতা এখনও গায়ের ধুলি ঝাড়িয়া, আবার দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন। পুরাতন নাম এবং পিতৃপুরুষদিগের পুরাতন কাহিনী মৃত দেহেও জীবন সঞ্চারণে সমর্থ হয়। ফলকথা এই, মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া, কোন উপকারের প্রত্যাশা করিলে,

আমাদিগকে ইয়ুরোপ এবং আমেরিকাতেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বদেশে সে সুখের আশা নাই।

ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার অনেক মহাত্মাই আপনার জীবন আপনি গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ স্বকীয় জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আখ্যায়িকার প্রণালী ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন; কেহ, সে পথ অবলম্বন না করিয়া, প্রণয়িবন্ধু বান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট নিজ জীবনের প্রধান অপ্রধান ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা পত্র লিখিয়াছেন। বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিরা তদীয় পরলোক প্রাপ্তির পর, সেই সমস্ত পত্র যত্ন পূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া,—প্রসঙ্গের সঙ্গতির জন্য, মধ্যে মধ্যে, আবার আপনাদিগের উক্তি পূরিয়া দিয়া, মনোজ্ঞ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থালয়ে ঈদৃশ গ্রন্থের কিছুই অসদ্ভাব নাই। নাম করিতে ইচ্ছা হইলে, অনায়াসে বড় ছোট শত শত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করা আবশ্যক, কাহারও স্বরচিত জীবনচরিত পাঠে তাহা সম্যক্ সফল হয় কি না, বোধ হয় ইহা সংশয়ের বিষয়।

মনুষ্য ভীরু। মনুষ্য দুর্ব্বল। মনুষ্য পরের প্রশংসায় বাঁচে, পরের অপ্রশংসার শ্বাসমাত্র অঙ্গে লাগিলে ঢলিয়া পড়ে। সুতরাং, মনুষ্য আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা বলে, তাহা বেদবাক্য স্বরূপ মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে, দুইবার চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে মনুষ্য কোন নিভৃতস্থলে বসিয়া, মনের কবাট একবারে খুলিয়া দিয়া, জীবনের সমস্ত গূঢ়কথা যখন লিখিয়া যায়, তখন তাহাকে অবিশ্বাস করা একান্ত অসঙ্গত। কিন্তু, আমরা স্পষ্টতার অনুরোধে উল্লেখ করিতেছি, এস্থলে বিশেষ কোন মনুষ্যের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলেও, মানবজাতির প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাকে সম্যক্ বিশ্বাস না করিবার বহুকারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য একাকী উপবিষ্ট হইয়াই আপনার কথা লিখে বটে। কিন্তু, তাহার অবিরামপ্রসবিনী চিরসঙ্গিনী কল্পনা তাহাকে সেই নিগূঢ় নির্জ্জন স্থানেও অসংখ্য মনুষ্য চক্ষুতে পরিবেষ্টিত করে। সে যেই মনে করে যে, তাহার দিকে বর্ত্তমান ও ভাবিকালের লক্ষ চক্ষু তাকাইয়া রহিয়াছে; আর তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যাহা সাদা মনে লিখিয়া ফেলিবে স্থির করিয়াছিল, এইক্ষণ সে তাহা একটুকু সাবধান ভাবে লিখে, এবং লিখিয়া এখানহইতে একটী অনুস্বার তুলিয়া ফেলে, এবং ওখানে দুটী বিসর্গ ভরিয়া দেয়। তাহার হাতের কাগজখানিতেও তাহার সম্যক্ প্রত্যয়

থাকে না। এইরূপ সংশোধনের পর সংশোধনে, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে, লিখকের প্রকৃত ও লিখিত জীবনে ক্রমে ক্রমে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে, বিবেচনার সহিত দেখিলে, একটীকে অন্যটির প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন হয়। পৃথিবীর অনেক প্রধান পুরুষের স্বলিখিত জীবনবৃত্ত এই দোষে দূষিত।

অনেকে, অপেক্ষাকৃত সরল হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মবঞ্চক। তাঁহারা বস্তুতঃ যাহা নহেন, আপনাকে আপনার নিকট তাহা প্রমাণ করিবার অভিলাষে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়া, পরিশেষে এমন জটিল ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়েন যে, তাহা হইতে বাহির হওয়া আর তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অনেক স্মরণীয়নামা ব্যক্তি, আপনার কাহিনী আপনি কহিতে গিয়া, এইরূপে ঠকিয়াছেন। তাঁহারা, ক্রোধে অধীর হইয়া, পরপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মবৃত্তির স্ফুরণ বলিয়া মনের নিকট প্রবোধ দিয়াছেন, এবং লোককেও সুতরাং ঐরূপ বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সরলতার প্রতি অনেকের সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহারা সরল ভাবে নিজ নিজ মনের গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথার উপরও লোকের তেমন আস্থা নাই।

কেহ কেহ আবার, সরলতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, দম্ভের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা দম্ভভরে সংসারকে তৃণের সমানও জ্ঞান করেন নাই। লোকে হাসুক কি ভাল বাসুক, কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজ জীবনের লোকভয়ঙ্কর দোষ সমূহ কীর্ত্তন করিতেও তাঁহাদিগের অরুচি হয় নাই। তাঁহারা জগৎকে চমকিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃও জগৎ চমকিত হইয়াছে।

আধুনিক কবিসম্প্রদায়ের প্রিয় পুত্তল লর্ড বাইরণকে আমরা এই শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করি। বাইরণ আত্ম সম্বন্ধে অমান্ধ ছিলেন না; অভিমানে অন্ধীভূত ছিলেন। তিনি, অভিমানের উপর নির্ভর করিয়া, শব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার অভিধানে পরিণামদর্শিতার নাম ভাকতা এবং লোকের প্রতি শ্রদ্ধার নাম কাপুরুষতা। অনেক কথা তাঁহার লিখিতে লজ্জা হয় নাই; লোকের পড়িতে লজ্জা হয়। লজ্জার সঙ্গে দুঃখও হয়। অমন ব্যক্তিটা, কেন সাধ করিয়া, আপনার অঙ্গে আপনি এত দাগ দিল,—ছিল যা ছিল, কেন কালিকলমে আবার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল, ইহা মনে করিলে মন পোড়ে। তিনি, কবিবর মুর এবং অন্যান্য বন্ধুর নিকট পত্রলিখার ছলে, আপনার যে ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সমকালবর্ত্তিদিগের মধ্যে

অনেকেই তাহা তাঁহার ছবি বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি কবি,—তাই কল্পনার কুহকে পড়িয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতি যত না নিন্দিত, কি ভয়ানক দম্ভ! লোকের নিকট উহার তদপেক্ষাও নিন্দিত মূর্ত্তি প্রদান করিতে, যত্নশীল হইয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে অতিনিন্দা ও অতিস্তুতি উভয়ই সমান।

আত্মদোষকীর্ত্তনে রসিয়্য বাইরণকেও পরাভব করিয়াছেন। রসিয়্য বাইরণের ন্যায়, অভিমানে স্ফীত হইয়া লিখেন নাই। সংসার তাঁহাকে সরল বলিয়া ধন্য ধন্য করিবে, তিনি এই লোভবশতঃই; আপনার সম্বন্ধে মানবজিহ্বার অবক্তব্য, মানবকর্ণের অশ্রোতব্য নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর লোক এমনই ছলগ্রাহী, এত যে প্রকাশ করা হইয়াছে, তথাপি অনেকে বলে যে, রসিয়্য স্থানে স্থানে চন্দ্রবিন্দু চুরি করিতে ত্রুটি করেন নাই। ডাকাতি করিয়াছি, এমন কথা স্বীকার করিতে অনেকের সঙ্কোচ হয় না। স্বচরিত্রে চৌর্য্যদোষের সংস্পর্শ থাকিলে, সেটুকু যত্নের সহিত আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হয়। রসিয়্যর স্বলিখিত জীবনবৃত্তে অবিশ্বাসীরা এই দোষ আরোপণ করেন। তাঁহাদিগের এইসংস্কার যে, তিনি স্বকীয় চরিত্রের যে সকল দোষকে বিশেষ দোষ বিবেচনা করেন নাই, তৎসমুদয়ই অক্ষুন্নমনে বর্ণনা করিয়াছেন। যে গুলিকে তাঁহার নিজ মনেই একান্ত অপমানজনক বলিয়া বোধ ছিল, তাহার আবরণ যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

অল্পদিন হইল, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বরচিত জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনাতন অনেক লোকেই তাঁহাকে বুদ্ধিগত ক্ষমতা বিষয়ে অসাধারণমনুষ্য মনে করিয়া থাকেন। মিল আপনিও আপনাকে অসাধারণ মনে করিতেন, এইরূপ বিশ্বাস করিবার বিস্তর কারণ রহিয়াছে। তাঁহার চরিত্র যে, সর্ব্বাংশে না হউক, অনেক অংশে তদীয় বুদ্ধির অনুরূপ ছিল, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না। তথাপি বোধ হয়, আপনার কাহিনী আপনি বলিবার সময়, অন্যান্য ব্যক্তিরা যে দোষে নিপতিত হইয়াছেন, মিলও তাহা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। হিতবাদিসম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক জেরিমি বেন্থামের নিকট, মিলেরা পিতাপুত্রে অনেক বিষয়ে বিশেষরূপে ঋণী ছিলেন। মিল বেন্থামের প্রতি কোন অংশে অকৃতজ্ঞের ভাব প্রকাশ করেন নাই। অথচ, বেন্থামের ঋণ পরিশোধের জন্য, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া যে সকল কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত ছিল, বোধ হয় তাহার অনেক অনুল্লিখিত রহিয়াছে। বেন্থামের চরিতাখ্যায়ক মিল এবং মিলের পিতাকে ক্ষমতা ও চরিত্র বিষয়ে যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, মিল আপনাকে আ-

পনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিতা-কেও তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে তুলিতে যত্ন করিয়াছেন। বুদ্ধি অসাধারণ হইলেই যে স্বগুণপক্ষপাতিতা তিরোহিত হয়, এমন নহে। জীবিত মনুষ্য স্তুতির মোহনকণ্ঠে বিমোহিত হয়। মুমূর্ষু মনুষ্য এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় ইহা কে বলিবে?

আপনার জীবন আপনি লিখিলেই যদি এত দোষ ঘটে, উহা পরের লেখনীদ্বারা আলিখিত হইলে, কত অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনুষ্য আপনার চক্ষে এক, পরের চক্ষে আর। সে যতক্ষণ একাকী, ততক্ষণ সরল। যেই তাহার উপর পরের দৃষ্টি পড়িল, অমনি কপটতার সুদৃশ্য আবরণে তাহার তনু আবৃত হইল। ইহা মনুষ্যের স্বভাবের দোষ নহে, মানবসমাজের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনের ফল। সর্ব্বতোভাবে সরল ব্যক্তি মানব-সমাজে একদিনও তিষ্ঠিতে পারে কি না সন্দেহ। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শয়নঘরের সেবকের নিকট কোন মহাত্মাই দেবতা নহেন। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহাও বলিয়াছেন,—যদি কাহারও স্বভাবের অনুসন্ধান করিতে চাও, তাহার ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা কর। এইসমস্ত প্রচলিত উক্তির অর্থ বড়ই গভীর। লোকে, আপনা হইতে উচ্চ কিংবা আপনার সমানব্যক্তির সন্নিধানে গমন করিবার সময় যেমন ভাল বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, সেইরূপ স্বকীয় স্বভাবের উপরও ভাল এক খানি আবরণ দিয়া যায়। ঘরে যখন সে একাকী উপবিষ্ট থাকে, যখন সেবক ব্যতীত অন্য কেহ তাহার নিকট যাতায়াত করিতে পারে না, তখন বস্ত্রাদির উপরও তাহার মনোযোগ থাকে না; স্বভাবের বহিরাবরণ বিষয়েও সে তত সাবধান রহে না।

চরিতাখ্যায়কেরা প্রায়শঃই বহিঃস্থ ব্যক্তি। তাঁহারা, বাহির হইতে উকি মারিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পান, তাহার সঙ্গে কল্পনার কোটি কথা মিশাইয়া বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ উপকরণ দিয়া এক অদ্ভুত বস্তু সর্জ্জন করেন। কোন্ কথা বলিলে লোকের মনে বিস্ময়রসের সঞ্চার হইবে, কিসে সংসার মুগ্ধ এবং গ্রন্থের অধিকৃত ব্যক্তির প্রতি মানুষের চক্ষু আকৃষ্ট হইবে, এবিষয়ে যে পরিমাণে যত্ন থাকে, বোধ হয় অমিশ্র সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহাদিগের তেমন যত্ন হইয়া উঠেনা।

চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে অনেক ভক্ত। ভক্তের মন, মৃত মহাত্মার গুণরাশি স্মরণ করিয়া, ভক্তির তরঙ্গে নাচিতে থাকে; দোষভাগের প্রতি ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করে না। অনেকে—স্নেহানুরক্ত। স্নেহ মনুষ্যের চক্ষে কিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা কাহাকেও

বুঝাইতে হয় না। পুত্র কি কন্যা পরলোকগত পিতার জীবনবৃত্ত লিখিতে উপবিষ্ট হইলে, অথবা পত্নী সংসারের নিকট মৃত পতির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিলে, তাঁহাদিগের উদ্বেল হৃদয় কতদিগে প্রধাবিত হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কত ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা হৃদয়ালু ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। অনেকে, ভক্তি স্নেহের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেও, সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন অন্ধ হইয়া পড়েন। ক্রমওয়েলের জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন লেখক ক্রমওয়েলকে দেবতা হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ আবার দস্যুর সহিত তুলনা দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। লেখকদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির বৈষম্য নিবন্ধনও অনেক স্থলে একই ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনার বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। অনেকের জীবনচরিত হইতেই একথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা, তাহা না করিয়া, কাব্য হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি। শকুন্তলার নাম ও চরিত্রের সহিত পরিচয় না আছে, এদেশে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু, ব্যাসের শকুন্তলা এবং কালিদাসের শকুন্তলা একস্থলে দণ্ডায়মান হইলে, ইনিই যে উনি এইরূপ অবধারণ করা, অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়। ব্যাসের শকুন্তলা পুরুষাকরভাষিণী প্রগলভস্বভাবা তাপসী,—কথায় কথা কাটিতে সঙ্কোচ নাই; রাজা বলিয়া ভ্রূক্ষেপ নাই, লোকে কি কহিবে, কি না কহিবে, তৎপ্রতি অনুমাত্রও দৃষ্টি নাই। কবির মানসকাননের শকুন্তলা লতার ন্যায় কোমলা, নিঃশ্বাসের ভরও সয় না, আপনার তনুতে আপনি আবৃত। এইরূপ চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা ওজোগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের লেখনীর গুণে অনেক দীনসত্ত্ব ব্যক্তিও ওজস্বল বলিয়া প্রতিভাত হন, এবং সময়ে সময়ে যথার্থ বীরপুরুষেরাও, কাপুরুষের হাতে পড়িয়া কাপুরুষপংক্তিতে মিশিয়া যান।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের কোন মহাত্মাই আপনার জীবনচরিত আপনি লিখিয়া যান নাই। ভারতবর্ষবাসীরা পরের জীবনচরিত লিখিতেও জানিতেন না। তাঁহারা কবিতার কলকণ্ঠ শ্রবণেই মোহিত থাকিতেন। আর কোন দিগেই চিত্ত প্রেরণ করিতে অবসর পাইতেননা। শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতি কতিপয় সাধুপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত অংশতঃ সঙ্কলিত আছে। কিন্তু তাহাও ভক্তের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। পারসীকেরা, এবিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও, প্রতিবেশীর সংসর্গদোষে

হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। জীবনচরিত লেখার আড়ম্বর গ্রীশদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরোত্তর পশ্চিমে। সেদিকে, যত জনে অদ্যপর্য্যন্ত লোকের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে, পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদি সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে, বস্ওয়েলই বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। পণ্ডিতেরা বলেন; বস্ওয়েল চরিতাখ্যায়কদিগের রাজা। তিনি, জন্সনের সম্বন্ধে চরিত লেখকের কার্য্য করিতে গিয়া,চিত্রকারের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় সকলই উঠিয়াছে। আমরা যদিও বস্ওয়েলের চিত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকি, তথাপি মানবপ্রকৃতি স্মরণ করিয়া, ইহা না বলিয়া পারিনা যে,যথাযথ বর্ণনা বিষয়ে বস্ওয়েল সকল সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বস্ওয়েল, জন্সনের আত্মার ভারে একবারে অভিভূত ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও জন্সন বিনা আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। দুর্ব্বলস্বভাবা কুমারীরা যেরূপ ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ জন্সন কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া ছিলেন। এই গুণেই তিনি অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন ; অথচ এই গুণই আবার তাঁহার প্রধান দোষ। জন্সনের সহিত পরের তুলনা করিবার কালে, তাঁহার ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত না ; এবং তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য যেরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, তাহাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি, জন্সনের নিকটবর্ত্তী হইলেই, স্তম্ভিত হইত। ওদিগে জন্সন যতই সাধু হউন, তিনি বস্ওয়েলকে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিয়া জানিতেন। বস্ওয়েল, তাঁহার মুখের কথা, নয়নের ভঙ্গি, তাঁহার হাস্য, তাঁহার ক্রোধ, সমস্তই গ্রন্থবদ্ধ করিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগিত। মনে প্রতিক্ষণে এইরূপ ধারণা থাকিলে, কাহারও যথার্থ জীবন প্রকটিত হয় কি না, তৎসম্বন্ধে হাঁ কি না বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

জীবনচরিত পাঠের ফল সম্বন্ধে লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ বলেন, জীবনচরিত মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের শাখা বিশেষ। মানবপ্রকৃতির মর্ম্মার্থপরিগ্রহ মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জীবনগ্রন্থ সমালোচনা দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সংসিদ্ধ হয়। মানব-মন অঙ্কুরিত অবস্থায় কিরূপ থাকে, উহার বৃত্তি সমুদয় কুসুমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে কিরূপে বিকশিত হয়, মনুষ্য কি অভিলাষে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; এবং তাহার হৃদয়যন্ত্রের কোন্ অঙ্গ স্পর্শ করিলে কখন কি বাদ্য বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই তাঁহারা জীবনচরিত পাঠ করিয়া সঙ্কলন করিতে ইচ্ছা করেন। মনুষ্যের

যথার্থ জীবনবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এই উদ্দেশ্য কেন, ইহা হইতে মহত্তর উদ্দেশ্যও জীবনচরিত পাঠেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু, জগতে যে প্রণালীতে মনুষ্য মনুষ্যের জীবন পাঠ করে, এবং পাঠ করিয়া লিপিবদ্ধ করে, তদ্দ্বারা তাদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না, ইহা বস্তুতঃই চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক, স্বকীয় ব্রত বিস্মৃত হইয়া, কবির কল্পনা ও বীণা লইয়া উপবেশন করিলে, না বুদ্ধিই তোজ্য লাভ করে, না হৃদয়ই দ্রবীভূত হয়। যাহা হউক, এত অপূর্ণতা স্বত্ত্বেও আমরা মনুষ্যের জীবনচরিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। ইতিহাসশাস্ত্র এই দোষে দূষিত, তথাপি ইতিহাস জগতের মহদুপকার সংসাধন করিতেছে। জীবনচরিত শাস্ত্র, এই দোষে দূষিত হইলেও, তীক্ষ্ণ আলোচনা দ্বারা, যথা সম্ভব শোধিত হইয়া, জগতের মহদুপকার সংসাধন করিবে। ইতিহাস মানবজাতির জীবনচরিত ; জীবনচরিত মনুষ্যবিশেষের ইতিহাস। যেমন ইতিহাস প্রাচীন পিতামহের ন্যায়, জগতের ভূত কথার প্রস্তাব করিয়া, মানবজাতির নির্ব্বাণোন্মুখ আশার উদ্দীপন করে,—কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কি হেতু জলে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইল, তাহা কহিয়া নিয়ত শিক্ষা দেয় ; মনুষ্যের জীবনচরিতও মনুষ্যকে সেইরূপ উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করে। জাতির কাহিনী ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও, ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় ; সেই সুখ, সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম, সেই উত্থান ও পতন ; কেবল আধারের ভেদ।

—ooOoo—

(পরিব্রাজকের পত্র)

ফুলবধূ।

বঙ্গসুন্দরীরা শিরোনাম দেখিয়া মনে করিতে পারেন যে, লেখক কুলবধূ লিখিয়াছিল ;—মুদ্রাযন্ত্রের অপদেবতা পরিহাস করিবার অভিলাষে, কুলবধূরে ফুলবধূ করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তব তাহা নয়। যাঁহাদিগের কথা লিখিতে হইবে, তন্ত্রে ও পুরাণে তাঁহারা কুলবধূ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এস্থলেও সুতরাং তাঁহাদিগকে কুলবধূই বলা হইল। যেমন বাগানের ফুল,—কোটে, ফুটিয়া কিছুকাল রূপরাশি বিকাশ করে, আবার দেখিতে না দেখিতেই ঢলিয়া পড়ে, পৃথিবীর কোন কাজে আসে না, কুলবধূদিগের মধ্যে কুলবধূরাও

সেইরূপ। তাঁহারা কেন সংসারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং জন্মগ্রহণ করিয়া কি করেন, তাহা এক জানের তাঁহারা, আর জানেন যাঁহারা তাঁহাদের ভক্ত। তবে তন্ত্রশাস্ত্র সত্য হইলে, সে এক পৃথক্ কথা।

শুনিয়াছি বিলাসতন্ত্রের কর্ম্মনাশ নামক পঞ্চম পটলে লিখিত আছে, একদা গিরিরাজনন্দিনী গৌরীশিখর নামক মহাপ্রস্থে মহেশের সহিত যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে, গোরূপিণী বসুন্ধরা, তাঁহার চরণোপান্তে সমাগত হইয়া, অতি করুণকণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, 'দেবি! আমি ধরাতলবাসী বীরদিগের পদভরে একবারে রসাতলগামিনী হইলাম। ইহাদিগের সংখ্যা ইদানীং এত বাড়িয়া পড়িয়াছে যে, আমি কোন ক্রমেই আর সে ভার সহিতে পারি না। ইহাদিগের ভৈরবনাদে এবং অস্ত্রোল্লম্ফনের ভয়ঙ্কর শব্দে আমার দুই কর্ণ বধির হইয়াছে। ইহারা সমরমদে মত্ত হইয়া যে দিগ দিয়া চলিয়া যায়; আমার জ্ঞান হয় আমার পৃষ্ঠদেশ সেই দিগে শতহস্ত বসিয়া পড়ে। আপনি অভয়া, ভয়হারিণী। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সকলই আপনার মহিমা। যদি আপনি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপে আমায় উদ্ধার না করেন, আমি এই দণ্ডেই আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব'। দেবী শুনিয়া কাতর হইলেন, এবং কাতরনয়নে মহেশের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে নয়নভঙ্গিতেই ভোলানাথের মন বুঝিতে পাইয়া, পদ্মহস্তে আশ্বাস দিয়া মৃদু মোহন স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বসুন্ধরে! তুমি আর বিলাপ করিও না। তোমার বিলাপ ও পরিতাপে আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। আমি সত্বই তোমার ভার মোচনের ব্যবস্থা করিব। আমার পিতার অধিকারে অরবিন্দ নগরে পঞ্চলক্ষ বিদ্যাধরী বসতি করিতেছে। ত্রিলোকে উহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। উহাদের কুহকে যোগীর যোগভঙ্গ হয়, মুনি মৌনব্রত পরিত্যাগ করে, পাষাণ প্রমত্তের ন্যায় নাচিয়া উঠে। মর্ত্তালোকের বীর কোন্ ছার। আমি উহাদিগকে মানুষের মূর্ত্তি দিয়া সংসারে প্রেরণ করিব। উহারাই তোমার সকল যন্ত্রণা দূর করিবে। বৎসে! তুমি যাহাদিগকে বীরপুরুষ বল, যাহাদের গর্জ্জনে তোমার কর্ণ ব্যথা পায়, পদন্যাসে পৃষ্ঠদেশ পীড়িত হয়, উহাদের নিকট দুদিনও তাহারা ঠিক থাকিতে পারিবে না। এমনই অদ্ভুত মায়া, উহাদের গায়ের বাতাস লাগামাত্র, তাহারা মেষের ন্যায় বশ হইবে, পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় পোষ লইবে, সাধ করিয়া গলায় শিকল পরিবে, রণক্ষেত্রের হুঙ্কার ছাড়িয়া মৃদুতানে গান গাইবে, ধনুক ও তরবারি

ভাজিয়া বাঁশী ও মন্দিরা বাজাইবে, র-ক্তাক্ত কলেবর ধুইয়া দিয়া চন্দন, চুয়া ও আতর মাখিবে, এবং প্রতিবেশী চ-রণে আঘাত করিলে, ক্রোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ভক্তির সহিত সেই চরণ লেহন করিবে। তুমি যা আশা না কর, উহাদের দ্বারা তাহাও সম্পন্ন হইবে। তুমি ঊর্দ্ধরেতা তাপসদিগের কথা ক-হিয়া, আমার কাছে অনেক সময় দুঃখ করিয়াছ। তপস্যার নাম পৃথিবী হ-ইতে উঠিয়া যাইবে। মনুষ্যের চিন্তানল তোমায় আর দগ্ধ করিতে পারিবে না। একবার উহাদিগের দৃষ্টি পড়ুক, চি-ন্তাশীল ছাত্র অধ্যয়নচিন্তা পরিত্যাগ করিবে, চিন্তাশীল বিষয়ী বিষয়চিন্তায় জলাঞ্জলি দিবে, চিন্তাশীল যোদ্ধা যু-দ্ধের জয়পরাজয়চিন্তা পরিহার করিয়া, উহাদের চরণচিন্তাই সার করিবে। ভীরু! তুমি এইক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে স্ব-স্থানে গমন কর।'

যে তন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আরও লেখা আছে যে, ব-সুন্ধরার তিরোধানের পর, অরবিন্দ ন-গরে বিদ্যাধরসুন্দরীরা, জয়া ও বিজয়ার মুখে ভবানীর দারুণ বাণী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার চরণে পড়িয়া বি-স্তর রোদন করিয়াছিল। ভক্তবৎসলা প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন 'দেখ! তোমরা কোন অপরাধ কর নাই, সুতরাং আমি যাহা আদেশ করিয়াছি, তাহা অভিসম্পাত নহে। তোমরা মর্ত্ত্য-লোকের ভার মোচনের জন্য যাইতেছ, অতি শীঘ্রই সেই ভার মোচন করিয়া ফিরিতে পারিবে। তোমরা যে দেশে কি যে নগরে বাস করিবে, দেখিতে দেখিতেই সেই দেশ ও নগর উচ্ছিন্ন যা-ইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের কখনও কালবিলম্ব হইবে না। পৃথিবীতে না জানি কতই কষ্ট পাও, এই ভাবিয়া তোমরা আকুল হইয়াছ। কষ্ট পাওয়া দূরে থাকুক, পৃথিবীতে কেহ কোন দিন যে সুখ ও সম্মান স্বপ্নেও দেখে নাই, আমার বরে তোমরা সেই সুখ ও সেই সম্মান উপভোগ করিবে। রাজা মুকুটসমেত তোমাদের পায় লুটাইয়া পড়িবে, পণ্ডিতেরা করপুটে তোমাদের বন্দনা করিবে, তোমাদিগেকে কেহ কিছু কহিলে, বীরেরা একে অন্যের গলায় ছুরি বসাইয়া দিবে। যে গায়ক তোমাদিগের গুণগান করিবে না, আমি কহিতেছি, পৃথিবীতে তাহার গান কেহ শুনিবে না। যে কবি সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, অহর্নিশ তোমাদের মধুমাখা কথা কীর্ত্তন করিবে না, যদি আমার মহামায়া নাম সত্য হয়, তাহার কথায় কেহই কর্ণ দিবে না। তোমরা কোন শ্রম করিও না। পৃথিবীর অবলারা, গৃহকার্য্য ও সন্তান-পালনের জন্য, যে সকল দুর্ভোগ ভোগ করে, তোমরা তাহার ত্রিসীমায়ও যাই-ও না। পায়ে আলতা মাখিয়া, নানা ফুঁ-

লের মোহন মালায় অঙ্গ মণ্ডন করিয়া, পালঙ্কের উপর বসিয়া থাকিও, তাহাতেই দেবকার্য্য সাধিত হইবে। তোমাদের চক্ষের দৃষ্টি, তোমাদের দেহের সৌরভ, তোমাদের শ্বাস প্রশ্বাসেই বসুন্ধরার দুঃখভার দূর হইবে। তোমাদিগকে এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে এককালে এবং একদেশে অবতীর্ণ হইওনা। এত কমল একসঙ্গে ফুটিলে, সৃষ্টিরক্ষা কমলাপতির কঠিন হইয়া উঠিবে।'

সংসারে যাঁহারা কুলবধূ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা অরবিন্দবাসিনী মায়াবিনীদিগের অবতার কিনা, ঠিক বলা যায় না। লক্ষণে অনেকটা মিল আছে, এইরূপ কেহ কেহ, অনুমান করেন। কিন্তু অনুমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা অনুচিত।

কুলবধূরা সকল দেশে এক নামে অভিহিত নহেন, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও সকল দেশে একরূপ নহে। তাঁহাদিগকে বিলাতে কয় বেল, ইরানে কয় নাজ্‌নী, তার একটুকু পূর্ব্বে কয় ফুল বিবি; বাঙ্গালায় তাঁহাদিগের অনেক নাম। বাঙ্গালিদিগের ঘরে কোন কোন মুখরা প্রাচীনা তাঁহাদিগকে পোসাকি বৌ বলিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত দুষ্টতা। যদি মানুষের উদরের চিন্তা না থাকিত, বিষয়ের চিন্তা না থাকিত, সংসারের নানা ভাবনা ভাবিতে না হইত, লেখাপড়া এবং কাজ কর্ম্মের কুৎসিত প্রথা একবারে লোপ হইয়া যাইত, তাহা হইলে, সোনা দিয়া গড়িলেও কুলবধূদিগের অপেক্ষা জীবনের ভাল সঙ্গিনী যুটিত না। একখানি পট, কি একখানি হাল্‌কা গোছের নাটক লইয়া, তাঁহাদিগের নিকটে বসিয়া, মৃদু মৃদু কথায় কাল যাপন করা যাইত। পৃথিবী আছে কি নাই, কোন তত্ত্বই কর্ণে আসিত না, জীবনজলধির একটি তরঙ্গও গায়ে আসিয়া ঠেকিত না। ঐ সকল ভবযন্ত্রণা আছে বলিয়াই বিষয়ার্ণবমগ্ন পাষাণহৃদয় পুরুষ সকলসময়ে তাঁহাদিগের সমান আদর করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ইতি পরিব্রাজক শ্রীকল্যান ভট্ট শর্ম্মণঃ।

বাদল।

(সুরট মল্লার। কওয়ালী।)

আজি দেখ কামিনী সাজিল বাদল।
মেঘরাশি ঘন চিকুর বিলাসে,
চপলা চমকে হাসে রে।
ঝুমু ঝুমু রোলে, ঝুম্মুর বোলে,
ঝমকে কঙ্কন করকারে।
সুরচিত বাসে, ভূষণ প্রকাশে
শিখিকুলে যেন উপহাসে রে।
প্রণয় পিপাসে, মৃদু মৃদু ভাসে,
ধীরে ধীরে চাতক বোলেরে।
অঞ্চল পবনে, মন্থর গমনে,
বিরহী আঁখিপথে বরষেরে।

(প্রবাসী)

REGISTERED NO 32

বিজ্ঞাপন।

—ooOoo—

বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

বিদেশের জন্য ডাকমাশুলসহ ১।৵০।

যাঁহারা এই প্রবন্ধ প্রাপ্তির ২ মাস মধ্যে মূল্য না পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে ডাকমাঁশুল ছাড়া বার্ষিক ১৷৷০ টাকা দিতে হইবে।

বান্ধবের মূল্য বাবদ এই মাসে যাহা আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে তাহা আগামিসংখ্যায় স্বীকৃত হইবে।

—○()○—

১ম খণ্ড। ৪র্থ।৫ম সংখ্যা। আশ্বিন,কার্ত্তিক ১২৮১।

বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়— পৃষ্ঠা

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

শ্রীমওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আট আনা।

মানবজীবন।

"বৈজ্ঞানিকের পাঠ্য অনন্ত জড়জগৎ; কবি, দার্শনিক, চরিতাখ্যায়ক, এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতির পাঠ্য অনন্ত মানবজীবন। মানবজীবনরূপ মহান্ গ্রন্থ সম্মুখে পড়িয়া আছে; কেহ গ্রন্থকীটের ন্যায় একবারে উহাতে লাগিয়া রহিয়াছেন, কেহ দূর হইতে উকি মারিয়া একটুকু একটুকু দেখিতেছেন; কেহ বা তাহা হইতেও দূরে, করে কল্পনারূপ দূরবীক্ষণ লইয়া, দণ্ডায়মান আছেন; কেহ কেহ আবার কিছুই না দেখিয়া, এবং কিছুই না শিখিয়া, আপনা হইতে অনভিজ্ঞের নিকট, অধ্যাপক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন।

মানবজাতি কোথায় কিরূপে উন্নত হইল, কোথায় কিরূপে অধঃপাতে গেল, অথবা মনুষ্যমনের কোন্ বৃত্তি কোন্ পথে কি ভাবে কার্য্য করে, ইত্যাদি জটিল তত্ত্ব কবির মধুলুব্ধ চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কবি ভ্রমরসদৃশ। ভ্রমর যেমন মন্দমারুতহিল্লোলে ঈষৎ সন্দোলিত হইয়া ফুলে ফুলে সঞ্চরণ করে, সৌন্দর্য্যসুধালিপ্সু কবিও, সেইরূপ কল্পনাসমীরে সঞ্চালিত হইয়া, মানবজীবনরূপ রমণীয় উদ্যানে যথেচ্ছ বিচরণ করেন, আর মধু সঞ্চয় করেন। ভুবনবাসী সকলে তাহা নিরবধি পান করিয়া কৃতার্থ হয়। দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, বিরহিণীর অশ্রুকণা, যোগীর ঊর্দ্ধনেত্র, বিয়োগীর বৈরাগ্য উদারচেতা দয়াশীলের নিঃস্বার্থ করুণা, বীরপুরুষের মর্ম্মবিদারক ভৈরবনাদ, এই সমস্ত বস্তুই মানবজীবনবিহারী সুকবির ভাণ্ডারে সকল সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার কাছে এ সকল নাই, কেবল কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাকে কবি না বলিয়া কবিকুঞ্জের দ্বারস্থ কাক বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

মানবজীবন সম্বন্ধে কবির সহিত ডুবারুর ও সুন্দর উপমা হইতে পারে। নিপুণ ডুবারু যেরূপ রত্নলোভে রত্নাকর গর্ভে প্রবেশ করে, নিপুণ কবিও সেই

রূপ মানবজীবনরূপ সুগভীর সমুদ্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে কখনও একটি মনোহর মুক্তা, কখনও বা একটি চারুদর্শন রত্ন উপরে তুলিয়া রূপ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া যান এবং রূপদেখাইয়া আর দশজনকে ভুলাইতে যত্নপর হন। যদি বিধিবিড়ম্বনায় মণি মুক্তার পরিবর্ত্তে কোন অস্পৃশ্য অপবিত্র বস্তু হাতে উঠে, তবে দুঃখের গীত গাইয়া গাইয়া হৃদয়কে শান্তি দেন, এবং দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া ভাবুকের দ্বারে সহানুভূতির ভিখারী হন।

দার্শনিক কঠোরচিত্ত চিকিৎসকের ন্যায়। তিনি কবির মত রূপের জন্য মরেন না, এবং মানবপ্রকৃতি সুন্দরই হউক, আর কুৎসিতই হউক তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। মানবজীবনসম্পর্কিত যথার্থতত্ত্বসংকলন ও রুগ্ন মানবপ্রকৃতির প্রতিকারসাধনই তাঁহার কার্য্য, এবং ঐ দুই কার্য্য সফল হইলেই তিনি চরিতার্থ হইলেন। মনুষ্যের শরীরের সহিত শারীরসংস্থানবিদ্যার যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের মনের সহিত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ, এবং যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র তেমন নীতিবিজ্ঞান। দর্শনতত্ত্বের অনেক অবান্তর ভেদ, অনেক শাখা প্রশাখা আছে। কিন্তু উহার আদি, অন্ত, মধ্য, সমস্তেরই অবলম্ব মানবপ্রকৃতি এবং মানবজীবন।

ঐতিহাসিক মানবজীবনসম্বন্ধে অংশতঃ কবি, অংশতঃ দার্শনিক; অথচ কবি ও দার্শনিক উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য কি কোন একটি বিশেষ সত্য তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না। কিন্তু মানবজীবনের যে সৌন্দর্য্য ও যে সত্য, স্রোতের ন্যায়, ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি তাহাতেই সমধিক আকৃষ্ট হন। তিনি সমুৎসুক পরিব্রাজকের ন্যায় কোন উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মানবজাতির অবিরামবাহি-জীবনস্রোতের প্রবাহ ও লহরীলীলা সন্দর্শন করেন।

পৃথ্বীরাজ একদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত কুসুমকাননে উপবেশন করিয়া ভারতবর্ষের তৎকালীন দুর্দ্দশা ভাবিতে ভাবিতে বাষ্পবারি বিমোচন করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এই কথাটি ইতিহাসের বিষয় হইতে পারে না। ইহা কবির কথা এবং

এইরূপ বহুকথা আছে বলিয়াই, হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক চাঁদভট্টকে লোকে চাঁদকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ভারতবর্ষ্য,সেই আর্য্যমহিমার কাল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে উত্থান করিয়া, সহসা কিরূপে যবনাম্বুধিতে ডুবিয়া গেল, সেই পরাক্রান্ত আর্য্য জাতির প্রতাপস্রোতে ক্রমে ক্রমে কিরূপে ভাটা লাগিল, ইহা যিনি ক্রমানুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবেন. তাঁহাকে ঐতিহাসিক বলিব।

তবে,কবি,দার্শনিক,অথবা ঐতিহাসিক প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণিস্থ লোক বিনা আর কেহ মানবজীবন পাঠ করেনা,কি পাঠ করিতে সমর্থ নহে, ইহা মনে করা ভ্রম। পৃথিবীতে সকলেই কিছু সেক্সপীয়র কি ভাবরি, অথবা বেস্থাম কি গীবন হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। বিধাতা যাহাকে চক্ষু দিয়াছেন,সেই এই গ্রন্থের দুচারি পৃষ্ঠা কি দুচারি পংক্তি পাঠ করিয়াছে,যে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, সংসারের গতি বিধি সম্বন্ধে সেই কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ লোক বলে, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ কর; দেখিবে, তাঁহারা কবি, দার্শনিক অথবা ঐতিহাসিক, ইহার কিছুই নহেন, অথচ মানবজাতির প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতি বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঠেকিয়াছেন, তাই শিখিয়াছেন, কেহ কেহ বা দেখিয়াছেন,তাই জানিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মনের কথা নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইলেই কাব্যের এক স্তবক কিংবা দর্শনশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ সংকলিত হয়।

যাঁহারা মানবজীবন অধ্যয়ন করিয়া মানবজাতি বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা স্তাবক, আর এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা নিন্দুক। যৌবনের প্রথমোল্লাস সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই মানবজাতির স্তাবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পরে, যৌবনস্রোতের তরঙ্গচাঞ্চল্য তিরোহিত হইলে, শরীরের উত্তপ্ত শোণিত একটুকু একটুকু করিয়া শীতল হইয়া আসিলে, বুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে পরিপক্বতা লাভ করিলে, সেই ভ্রম অথবা সেই সংস্কার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক

কেই, আবার মানবজাতির নিন্দুক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়া উঠে। এরূপও দেখা যায়, যাঁহারা এক সময়ে ঘোরতর স্তাবক ছিলেন, তাঁহারাই সময়ান্তরে ঘোরতর নিন্দুক হইয়া দাঁড়ান; অথবা যাঁহারা পূর্ব্বে মানবজীবনকে দুর্ব্বিষহ নরকভোগ বলিয়া অদৃষ্টের নিন্দা করিতেন, তাঁহারাই ফিরিয়া উহাকে স্বর্গের পূর্ব্বস্বাদ বলিয়া আহ্লাদে উছ্‌লিয়া পড়েন।

স্তাবকপক্ষ প্রেমিক; নিন্দুকপক্ষ হয় হিতাভিলাষী বন্ধু, নাহয় বিরক্ত সন্ন্যাসী। প্রেমিকের চক্ষু অমৃতাঞ্জনে বিভূষিত। উহার কাছে সকলই ভাল দেখায়, দোষরাশিও গুণরাশি রূপে প্রতিভাত হয়, এবং নিতান্ত অপ্রীতিকর দৃশ্যও শারদীয় পূর্ণিমার ঢল ঢল লাবণ্যের ন্যায় সুধাময়ী জোৎস্না বিকীরণ করে। দোষদর্শী বন্ধু অথবা বিরাগীর চক্ষু স্নেহরসশূন্য। উহাতে ভালটিও অনেক সময়ে মন্দ বোধ হয়। স্তাবকেরা মনুষ্যজীবনের সকলই সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্যের হাস্য মাধুর্য্যপূর্ণ, প্রীতি কোতুকপূর্ণ এবং পবিত্র, বন্ধুতা আন্তরিক, চিত্ত কলঙ্কশূন্য এবং আচার ব্যবহার সমস্তই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তাঁহারা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিতে দেবকণ্ঠ শ্রবণ করেন, এবং মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হন। মানবজাতি তাঁহাদিগের নিকট নন্দনভ্রষ্ট পারিজাত। যদি কেহ দুঃসাহস করিয়া মানবজীবনের কলঙ্কনিচয় দেখাইয়া দেয়, তাঁহাকে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কলুষিতমতি বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখেন এবং তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নহে, এই এক সাধারণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন।

নিন্দুকদিগের সংস্কার আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের নিকট মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্করাশি এবং মনুষ্যের মস্তকের কেশ হইতে পদনখপর্য্যন্ত সমস্তই অপবিত্র ও অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যের আত্মা নরকের সজীব প্রতিকৃতি; হৃদয় গরলের অক্ষয় প্রস্রবণ; দৃষ্টি, হাস্য, রসনা, সমুদয়ই গরলোদ্গারী এবং মানবজাতি চিরখলতাময় ব্যালজাতির অবতার বিশেষ। তাঁহাদিগের অভিধানে ভদ্রতা, পবিত্রতা এবং সারল্য প্রভৃতি শব্দ আকাশ

কুসুম কি শশবিষাণের ন্যায় অর্থশূন্য। স্তাবক পক্ষ যেরূপ রাজার নাম করিতে হইলে, রামচন্দ্র, এল্‌ফ্রেড, কি পিটার দি গ্রেট প্রভৃতি মহাত্মার উল্লেখ করেন; নারীকুলে জানকী, জেন, দময়ন্তী ও নাইটিংগেলকে দেখাইয়া দেন, এবং মন্ত্রণার প্রসঙ্গ হইলে বশিষ্ট, সলী, অথবা ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ হইলে শাক্যসিংহ কি মিলেংথন প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করেন, নিন্দুক পক্ষও সেইরূপ অবিচলিতভাবে নিরো; কেলিগুলা, টাইবিরিয়াস কি অষ্টম হেনরী প্রভৃতি রাজা, ফ্রান্সের কেথেরিন কি রোমের এগৃপিনা প্রভৃতি রাজমহিষী, কণিক কি মেকিয়াভেল প্রভৃতি মন্ত্রদাতা, ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডর প্রভৃতি পোপনামধারী ধর্ম্মযাজক এবং জেফ্রী প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকরণস্থিত বিচারপতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মানবজীবনের দুঃখাবহ পঙ্কিল প্রবাহ প্রদর্শন করেন। উভয় পক্ষে প্রতি কথাতেই এইরূপ মত ভেদ।

ইয়ুরোপীয়দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থ মানব জীবনের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। বাইবল যাঁহাদিগের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের কেহই মানবজাতির গুণে প্রেমিকের ন্যায় মুগ্ধ ছিলেননা। কোরাণকে আমরা এ বিষয়ে গণনার মধ্যে আনিতে চাই না। কারণ,কোরান স্পষ্টতঃই বাইবলের অনুকৃতি এবং একজনের মস্তিষ্কসম্ভূত। ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীনকালের সরলহৃদয় ঋষিরা মানবজীবনে বিরক্ত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

বেদসংহিতার যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনুষ্যের কলঙ্কের কথা অধিক নাই, সমস্তই কুসুমসমাকীর্ণ মাধবীয় উপবন, অথবা অমল কৌমুদীময় শারদীয় যামিনীর ন্যায় পবিত্র ও প্রীতিকর। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র এবং কবিতাকাননের চিরজীবী কল্পপাদপ মহাকবি বাল্মীকিকেও মানবজীবনের নিন্দুক বলিনা! বাল্মীকি মনুষ্যপ্রকৃতির যে সকল ছবি চিত্র করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া মনুষ্যের দগ্ধনয়ন চিরদিন শীতল হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্মীকির পর হইতে, এদেশের প্রধান ও অপ্রধান সকলের লেখাতেই মানবজীবনের প্রতি স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

এদেশের পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বর্ত্তমান কালের যে মূর্ত্তি লিখিত রহিয়াছে, যদি তাহা সত্য হয়, তবে মানবজীবনকে প্রেতজীবন বলিলেও অসংগত হয় না। ইয়ুরোপীয় ভাবুকেরাও এবিষয়ে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একপক্ষ আনন্দে ডগমগ বুলবুলের ন্যায় নিয়তই প্রিয়গীত গান করিতেছেন; আর এক পক্ষ, গম্ভীরস্বভাব উলুকের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে দুঃখধ্বনি উত্তোলন করিয়া, সকলের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করাইয়া দিতেছেন।

আমরা মানবজীবনে অনুরক্ত কি বিরক্ত, এবং মানবপ্রকৃতির স্তাবক কি নিন্দুক, তাহা এইক্ষণ বলিতে চাই না। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভাবুকেরা মানবজীবনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেরূপ অবলোকন করিয়াছেন, তাহাই অদ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রায়

কেহ কেহ বলেন, মানবজীবন এক বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র, এবং মনুষ্যজাতির সকলেই বণিক্। দেও আর নেও, অথবা নেও আর দেও, ইহাই এখানকার প্রধান কথা এবং সকল নীতির বীজসূত্র। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সামাজিকনীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিশাস্ত্রই বাণিজ্য শাস্ত্রের এক এক পরিচ্ছেদ মাত্র, এবং পতি পত্নীতে, রাজায় প্রজায়, প্রভুভৃত্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং সাধারণতঃ মনুষ্যে মনুষ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে কি কল্পিত হইতে পারে, সমস্তই বাণিজ্য ব্যবসায়ের সম্বন্ধ বিশেষ! যে দেয় না কি দিতে পারে না, সে এই হাটে কিছুই পায় না। এস্থলে যাহা কিছু চাও, সমস্তই মূল্য দ্বারা ক্রীত ও বিক্রীত হয়। যদি মূল্য দিতে পার, তবে সকলই মিলিবে। যদি মূল্য দিতে অসমর্থ হও, তবে তুমিও কাহারও নও, এবং কেহই তোমার নহে। মান, মর্য্যাদা, যশ, প্রেম, সমুদয়ই বিনিময়ের সামগ্রী। বিনা বিনিময়ে ইহার কিছুই লাভ করা যায় না। যাহাকে তুমি ভালবাস, অথবা ভাল বাস বলিয়া জানাও, কিংবা যাহার সম্বন্ধে প্রকারান্তরে প্রিয়কার্য্য কর, সেই তোমাকে ভাল বাসে, যাহাকে তুমি ভাল বাস না, কিংবা যাহার প্রয়োজন সাধনে সতত অগ্রসর হও না, তুমি যত কেন ভাল না হও সে তোমার পানে ফিরিয়াও চায় না।

যাহাকে তুমি প্রশংসা কর, সে তোমার প্রশংসা করে এবং যাহাকে তুমি নিন্দা কর, সে তোমার নিন্দা করে। স্তুতির বিনিময়ে স্তুতি, নিন্দার বিনিময়ে নিন্দা! যদি নিতান্ত নিন্দনীয় কোন ব্যক্তিকেও তুমি স্তুতি করিতে অসমর্থ হও, তুমি যার পর নাই স্তবনীয়স্বভাব হইলেও তাহার জিহ্বা হইতে তোমার স্তুতিবাদ বহির্গত হইবে না।

পৃথিবীর বন্ধুতাও এইরূপ। যে তোমাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলে, অথবা লোকের নিকট আপনাকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলে, সম্মান কি সুখবোধ করে, সে তোমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে; এবং তুমিও যেখানে সুখ কি সম্মানের প্রত্যাশা কর, তাদৃশ স্থলেই বন্ধুতা প্রদর্শন করিয়া থাক। যেখানে কাহারও সুখসম্মানলাভের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে কেহই বন্ধুতা দেখায় না। কুটুম্ব ও স্বজনদিগের মধ্যেও, লোকে, যাহাকে কুটুম্ব কিংবা স্বজন বলিলে লোকসমাজে উচ্চ আসন লাভ করিতে পায়, তাহাকেই উচ্চৈঃস্বরে কুটুম্ব কিংবা স্বজন বলিয়া পরিচয় দেয়, যাহাকে স্বসম্পর্কিত বলিলে লোকের নিকট মানগ্লানি, কি গৌরবহানির সম্ভাবনা থাকে, সে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেও তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়। কেহ কেহ স্বকীয়, ক্ষমতাবলে নূতন সম্মান লাভ করিয়া, দীন দশাপন্ন পুরাতন পিতাকেও পিতা বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তিনবার চিন্তা করে। অবস্থার পরিবর্ত্ত ঘটিলে ঐ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুতাদি প্রিয়সম্বন্ধের দৃঢ়বন্ধন ও সে শিথিল হইয়া যায়, উল্লিখিত শ্রেণীর ভাবুকদিগের বিবেচনায় মানবজাতির এই বণিক্স্বভাবসুলভ লাভপরতাই তাহার প্রধান কারণ। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব জটাচীরধারী বনচারী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "অবস্থা পূজ্যতে রাজন্! ন শরীরী কদাচন।" ইহাঁরা আক্ষেপ করিয়া ইহাও বলেন যে, ভ্রাতা, পিতা, পতি কি পুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনের বিয়োগ হইলে, লোকে যে হৃদয়বিদারি করুণ কণ্ঠে বিলাপ করে, তাহাতেও বাণিজ্যের গন্ধ থাকে। কারণ, ঐ প্রিয়জনের অভাবনিবন্ধন নিজের কি কি বিষয় কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহাই তখন

প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হয়। আমার কি হইবে এই বলিয়াই সকলে রোদন করে; যে গেল, তাহার কি হইবে, ইহা কেহই মনে করে না।

আর এক পক্ষ বলেন, মানবজীবন এক রমণীয় রঙ্গভূমি এবং মনুষ্যমাত্রই অভিনয়নিপুণ নট। কেহ দাতা, কেহ গৃহীতা,কেহ যাজক, কেহ যজমান, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ প্রেমিক, কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী। কোন ব্যক্তি স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজলীলা অভিনয় করিতেছেন, কেহ বা তদীয় সন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনুজীবীর দুরবস্থা ও নীচজীবন প্রদর্শন করিতেছেন। অভিনয়ভূমিতে শৈলূষগণ যে রূপ মিথ্যা হাসি হাসে, মিথ্যা কান্না কান্দে, মৃগের ন্যায় ভীতিবিহ্বল ব্যক্তি মৃগেন্দ্রের ন্যায় ভৈরব গর্জ্জন করিয়া ভীষ্মের অনুকরন করে, ঘোরতর পাষণ্ড দুরাত্মা সহসা শুকদেব সাজিয়া তত্ত্বশাস্ত্রের উপদেশ দেয়, চটুলনয়না পণ্যবিলাসিনী পবিত্রহৃদয়া দেসদিমোনার পরিচ্ছদ পরে, সাইলকসদৃশ রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর শিবিরাজা কি জীমূতবাহনের অংশ গ্রহণ করিয়া বিপন্নের দুঃখে দ্রবীভূত হয়, এখানেও সকলেই সেইরূপ, যাহা নয় তাহা দেখাইয়া, নটনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে এবং কে কিরূপ পটু পরস্পর তাহা দেখিতেছে। পুনশ্চ, অভিনয়গৃহের পৃষ্ঠভাগে যেমন একটি নেপথ্যগৃহ থাকে এবং সেখানে প্রবেশ করিয়া সকলে পুরাতন বেশ পরিত্যাগ এবং নূতন বেশ ধারণ করে, মনুষ্য সমাজেরও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেই রূপ একটি নেপথ্য আছে। অন্য কাহারও সেখানে যাতায়াতের অধিকার থাকেনা এবং সেই দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে কেহই দৃষ্টিপ্রসরণ করিতে সমর্থ হয়না।

ঐযে অদূরে মৃদুহাসিনী, মৃদু মৃদু হাসিয়া, অতি মৃদুল স্বরে তোমার সহিত আলাপ করিতেছেন, আর দণ্ডে দশবার প্রিয়সম্বোধন করিয়া তোমার তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছেন, উনি মৈথিলী জনকবালা, না বৈসরী ক্লিওপেতরা, তাহা কিরূপে জানিবে, বল। উঁহাকে জনিতে চাও ত একবার নেপথ্যে প্রবেশ কর। ঐযে ধ্যানস্তিমিতলোচন মোহনমূর্ত্তি যুবা, সাক্ষাৎ বৌদ্ধদেবের ন্যায় নিস্তব্ধ উপবিষ্ট

রহিয়াছেন, আঁর ক্ষণে ক্ষণে নয়ন উন্মীলন করিয়া, তোমাকে ইহলোক, পরলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বসকল শ্রবণ করাইতেছেন, উঁহার স্বকীয় হৃদয় এই অবসরে কোন্ লোকে বিচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা কর। ঐ যে গূঢ়ার্থদর্শী দেশহিতৈষী মহাত্মা, উন্নতমঞ্চে উত্থিত হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ করিতেছেন, আর সকলকে দেশের জন্য বিষয়, বৈভব, প্রাণ, মান এবং হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া দিতে বলিতেছেন, উনি কাহারও জন্য চক্ষের এক ফোটা জলও কখন দিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা কর। আর দশ জনেও যেমন দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে, ইহাঁরাও তেমনই অভিনয় করিতেছেন। নির্ব্বোধেরা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে এবং ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; চক্ষুষ্মান্ সুবোধ ব্যক্তি দেখিতেছেন, আর হাসিতেছেন।

তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের মতে মানবজীবন এক ভয়ানক সংগ্রামস্থান, এবং মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণপর্য্যন্ত সমস্ত জীবন এক সুদীর্ঘ যুদ্ধকাহিনী। কখনও ইহার সঙ্গে, কখনও উহার সঙ্গে আঘাতপ্রতিঘাতেই মনুষ্যের বিভক্তিপরিমিত আয়ুঃকাল ব্যয়িত হয়, এবং অবশেষে কেহ ক্ষতবিক্ষতকলেবরে ধরাশয়নে শয়ান হন; কেহ কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া দিয়া জয়শ্রীতে দিগন্ত আলোকিত করেন। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ; ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু, এবং ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সকলেই মনুষ্যের শত্রু। সকলকে বলে কৌশলে পরাভব করিয়া, প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কার্য্য।

যেমন তরুশাখা হইতে একটি ফল ভূতলে স্খলিত হইলে, শত শত কাক ভয়ানক কোলাহল করিয়া উহার জন্য উড়িয়া যায়, অথবা যেমন একখণ্ড মাংস দূরে ফেলিয়া দিলে, উহাকে কবলিত করিবার জন্য শত শত শৃগাল, কুক্কুর পরস্পরবিরোধে প্রমত্ত হয়, মনুষ্যমণ্ডলীতেও গ্রাসাচ্ছাদন, সম্পদ, সম্মান, যশ, প্রতাপ ও তিষ্ঠিবার স্থান লাভের জন্য সেইরূপ নিয়ত বিরোধ। এই বিরোধ মনুষ্যে মনুষ্যে, এই বিরোধ পরিবারে পরিবারে, এবং এই বিরোধ

জাতিতে জাতিতে। যে মনুষ্য, যে পরিবার, অথবা যে জাতি, এই বিরোধ-বাত্যায় বিকম্পিত না হইয়া, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই মনুষ্য, সেই পরিবার এবং সেই জাতিই টিঁকিয়াছে; অন্যেরা একবারে বিচূর্ণিত হইয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, এই বিরোধের ভাবই তাহার নিদান। ইহা হইতেই শিক্ষা, ইহা হইতেই সভ্যতা এবং ইহা হইতেই মানবীয় শক্তির বিকাশ। এই বিরোধের ভাব তিরোহিত হউক, বসুন্ধরা এই শিল্পাম্বরবিভূষিত মার্জ্জিতবেশ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় বন্যজীবের আলয় হইবে।

এই মতাবলম্বীরা, ন্যায়কে শক্তির ভিত্তি না বলিয়া, শক্তিকেই ন্যায়ের ভিত্তি বলেন, এবং যে, ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া, পরিণামে কৃতকার্য্য হয়, তাহাকেই কৃতী ও সার্থকজন্মা বলিয়া পূজা করেন। রুসিয়া যে পোলণ্ডকে গ্রাস করিয়াছে, ইয়ুরোপীয় শক্তিসম্পন্ন সুসভ্য জাতিসমূহ যে আমেরিকার আদিমনিবাসিদিগকে লোকালয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছে অথবা একবারে বিনাশ করিয়াছে, অধুনাতন আমেরিকেরা যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগকে বনের পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে, ইংলণ্ডীয়েরা যে আইরিশদিগকে গলায় শিঁকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে, এবং জর্ম্মণেরা যে আলসেস ও লোরেণনিবাসীদিগের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও ফ্রান্সের বক্ষঃস্থল হইতে আলসেস ও লোরেণ কাড়িয়া নিয়াছে, তাহা ইহঁাদিগের বুদ্ধিতে অন্যায় নহে। কারণ, এই সমস্ত কার্য্য শক্তিকৃত।

খ্রীষ্টীয় যাজকসম্প্রদায়ের অধিকাংশের মতানুসারে মানবজীবন এক মহতী পরীক্ষা। বৌদ্ধদিগের বিবেচনায় ইহা পূর্ব্বার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফলভোগ, জীবনজ্যোতিঃ একবারে নিভিয়া গেলেই মনুষ্যের আশা চরিতার্থ হয়। ইপিকিয়ুরিয়াণেরা বলেন, স্বর্গ আর কিছুই নহে, এই যে বর্ত্তমান মানবজীবন, ইহাই সাক্ষাৎ স্বর্গ। আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে কে ইহাকে কিভাবে অবলোকন করেন তাহা, নিজ নিজ হৃদয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন।

বাঙ্গালার বর্ষা।

আসিল বরিষা কাল,
নীল রঙ্ মেঘ জাল,
ঢাকিল আকাশ যেন,
দিনে রাতি করিয়া।

সুগভীর গরজনে,
ঝিরি ঝিরি বরিষণে,
নদ নদী খাল বিল,
জলে দিল ভরিয়া॥

ক্ষেত খোলা তলে তলে,
ঢাকিল নূতন জলে,
মন সুখে ডাকে কোড়া,
ধান বনে বসিয়া।

পুকুরের ধারে ধারে,
ডাকে বেঙ্ উচুতারে,
ডাহুক ডাহুকী ডাকে,
জল রসে রসিয়া॥

লতা পাতা গাছ ঘাসে,
ঢাকে ধরা কুশ কাশে,
সকলি সরস রসে,
মেঘরস পাইয়া।

ভিজা বাস ভিজা গা,
ভিজা ঘর আঙ্গিনা,
ছাট মাঠ সব্ ভিজা,
পথ ঘাট লইয়া॥

কোন মাঝি নৌকা খুলে,
বাতাসেতে পাল তুলে,
ভিজিছে বাবুই যেন,
পাল দড়ি ধরিয়া।

কেহবা লাগায়ে কুলে,
আকাশেতে স্বর তুলে,
ছৈয়ের ভিতরে দিছে,
বার মাসি জুড়িয়া॥

কেহবা নৌকায় চড়ে,
জীবনের আশা ছেড়ে,
চলেছে চাকুরি দায়ে,
তাড়া তাড়ি করিয়া।

নদীর তুফান দেখি,
ভয়েতে মুদিয়া আঁখি,
ডাকিছে মাঝিরে ঘন,
গাজি গাজি স্মরিয়া॥

—

ধন সুখে সুখী যারা,
আজি দেখ ঘরে তারা,
চপলা চমক দেখে,
বারিন্দায় বসিয়া।

কাঁটালের বিচি ভাজা,
তায় মুড়ি তাজা তাজা,
লবণ মরিচ তেল,
খায় কেহ বসিয়া॥

—

সুরস ইলিস মাছে,
কোল গাদা বেছে বেছে,
রাঁধে কুলবধূ ঝোল
সরিসপ বাটিয়া।

বাতাসে বহিয়া গন্ধ,
পথিকে করিছে অন্ধ,
জিহ্বায় ছুটিছে জল
নদী নালা কাটিয়া॥

—

কেহবা করঞ্জ কাটি,
চর চরি পরিপাটি,
রাঁধিছে মনের সাধে,
বাটী বাটী ভরিয়া।

শ্বশুর শাশুরী ঘরে,
ভয়েতে না কথা সরে,
কাঁদিছে কোণেতে কেহ
প্রবাসীরে স্মরিয়া॥

—

আজি দেখ ঘরে ঘরে,
উঠে ধুঁয়া চূড়া ফেড়ে,
দিনে দিনে রাঁধা সারে,
বরিষারে ডরিয়া।

ঘরেতে বিছানা পাতি,
দিবসে রচিয়া বাতি
পান মুখে হুকাধরি
আছে কেহ পড়িয়া॥

—

বধূরা গিন্নির ডরে,
কাদার সাগরে পড়ে
আজি দেখ হাবু ডুবু
খেলিতেছে মরিয়া।

কেহ কাজ কর্ম্ম সেরে
পা ধুয়ে বসিয়া ঘরে
মাখিছে অঙ্গুলে তেল
চুনে তপ্ত করিয়া॥

রসিক পুরুষ যারা,
আজি কোন খানে তারা,
বসে আছে রস ভরে
ঢুলু ঢুলু হইয়া।

পায়ের উপরে পা,
বাবুদের মোছে তা,
ঘরেতে পোয়াতি কাঁদে
কাঁথা কানি লইয়া॥ **

সমাজবিপ্লব।

১২৭১ সনে কলিকাতাপ্রদেশে বড় ঝড় হইয়াছিল; ঐ ঝড়ে দুই চারিটি আঁবের গাছ মাথা হেলাইয়া দক্ষিণ দিকে পড়িয়াছিল। আবার ১২৭৩ সনের ঝড় সেই গাছগুলিকে উঠাইয়া বায়ুকোণে আনয়ন করে। ঐরূপ যখন যখন সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু সমাজের মূলপ্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটে না।

লোকে কথায় বলে "বাপকি বেটা, সীপাহিকা ঘোড়া"। তাহার কারণ এই, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণশীল। অনুকরণই সমস্ত শিক্ষার মূল। সুতরাং শৈশবাবস্থায় পিতা মাতার নিয়তনৈকট্যহেতু তাঁহাদিগের অনুকরণে মনের প্রকৃতি গঠিত হইতে থাকে ও পরিণামে পিতা পুত্রের স্বভাবে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই হেতুতে একবংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র কিয়দংশে এক প্রকার হইয়া

** যে রসিকলেখক আমাদিগকে এই সরস কবিতাটি উপহার পাঠাইয়াছেন, বাঙ্গলার বর্ষা দ্বাদশবৎসরের মধ্যেও তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই। বোধ হয় এবার কালিন্দীর জলোচ্ছ্বাস দেখিয়াই, স্বদেশের পুরাণ কথা মনে পড়িয়াছে। কবিতাটি একমাস পূর্ব্বে আসিলে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অধিক প্রীতিকর হইত। (সম্পাদক।)

থাকে। একজাতিরও তদ্রূপ। পরম্পরা পুরুষানুক্রমে এক জাতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি যুলিয়শ কাইসরের সমসাময়িক আরণ্য ব্রিটন জাতি, ও এক্ষণকার বহুগুণসম্পন্ন সুসভ্য ইংরাজজাতি আন্তরিক অনেক বিষয়ে অদ্যাপি সমান, এবং সপ্তসিন্ধুতীরস্থ গম্ভীরপ্রকৃতি আর্য্য মহাত্মাদিগের সহিত, তদ্বংশজ আধুনিক হিন্দুদিগের অদ্যাপি অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে উভয়ই সমাজের বিপ্লবহেতু আর এক প্রকার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

রাজবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব সকল দেশেই একসময়ে ঘটে। যেখানে শাসনকার্য্যে প্রজাদিগের ক্ষমতা থাকে, সেখানে সমাজবিপ্লব ঘটিয়া রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। আর যেখানে রাজার একাধিপত্য, সেখানে রাজবিপ্লব অগ্রে হইয়া পরে সমাজে বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। এখানে আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা কহিব না। কিন্তু এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমাজবিপ্লব ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ভূমি খনন করিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইলে, আর সেই মৃত্তিকায় কুলায় না, নূতন মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়। সেইপ্রকার একবার সমাজকে বিপ্লুত করিয়া, পুনরায় সংস্থাপন করিতে হইলে, নূতন লোক না হইলে চলে না। খ্রীঃ ১৬৪০ অব্দে ইংলণ্ডে সমাজ বিপ্লব ও রাজবিপ্লব একসঙ্গে ঘটিয়াছিল; তদ্দ্বারা কুলীনসমাজে ভয়ানক ব্যতিক্রম হওয়ায় অনেক নূতন লোক সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাণী এলিজেবেথের সময় ইংরেজ সমাজের গ্রন্থি অনেকাংশে শিথিল হইয়া আইসে, ঐ সময় অনেকগুলি নব্য, ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া, দেশাচারের পরিবর্ত্তনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক কারলাইল একস্থলে কহিয়াছেন যে, নব্য ও প্রাচীন মতের সর্ব্বদাই বৈরভাব। তদ্ধেতু যেস্থলে উভয়ের একত্র সংঘটন হয়, সেইখানেই যুদ্ধ, বিগ্রহ ও বিপ্লব। ফলতঃ চিরদিনই এই দুই মতের অবস্থিতি আছে, ও সর্ব্বত্রই এই কারণে মনুষ্যের বিবাদ ও সমাজিক বিশৃঙ্খলতা। নব্যমতপরিপোষকদল পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন

করিতে নিরত যত্নবান্। পুরাতন দলও সকল প্রকার পরিবর্ত্তনেই অনিচ্ছুক। কিন্তু যেমন জড় প্রকৃতিতে শক্তির সমতা রক্ষার্থে সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্য চালিত হইতেছে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও দুইটী বিপরীত তেজ একত্র হইলে, কোন একটীর খর্ব্বতা অথবা বিনাশ দ্বারা শক্তিসাম্য ঘটিয়া থাকে। যখন প্রবল বাত্যাযোগে মহাসাগরে ভীষণ তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, তখন আবার মাধ্যাকর্ষণবলে ক্রমে ক্রমে সাগর স্থৈর্য্য ভাব অবলম্বন করে। তদ্রূপ নূতন ও প্রাচীনমত একত্র সংঘটিত হইলে পরে ক্রমে একটী নূতন প্রণালী দ্বারা সমাজের স্থৈর্য্য হয়। অতএব ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় সমাজবিপ্লবে যে দুই মতের অনৈক্য ছিল, সেই দুই মত হইতে ক্রমশঃ ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী ও সমাজগঠন ঘটিয়া শান্তি স্থাপন হইয়াছে। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিদিগের মধ্যে সমাজের আলোড়ন হইয়াছিল, ও তৎসূত্রে ভয়ানক রাজবিদ্রোহ উত্থিত হইয়া সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যকে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। যে দুই মতের বৈষম্য হেতু সেই বিপ্লব হয়, তাহাদের অদ্যাপি সাম্য হয় নাই। ফলতঃ ফরাসি সমাজবিপ্লবে যে দুই দলের অনৈক্য ছিল, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক বল অত্যন্ত অধিক, ও তজ্জন্য যে তুমুল সামাজিক আন্দোলন ও বিগ্রহ হইয়াছিল তাহাতে সাম্য অনেক বিলম্বে লাভ হইবে। ফরাসিরা গর্ত্ত কাটিয়া একবার ইংরাজি মৃত্তিকা ও একবার জর্ম্মান মৃত্তিকা দিয়াছে, কিন্তু এখনও পূরণ হয় নাই।

যে দেশে পূর্ব্বতন ও নূতন মতের বেগ তুল্য, সেখানে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয় না, ক্রমে ক্রমে দুই মতের তেজ খর্ব্ব হইয়া দুই চারিটি সামাজিক পদ্ধতির ব্যতিক্রমে পরিণত হয়। যে দেশে পূর্ব্ব মত বলবৎ, সেখানে নব্যমতাবলম্বীরা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব মতের বাহ্যিক কিছু বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিয়া ক্ষান্ত হয়; কিন্তু যে দেশে নব্য মত প্রবল সেখানে অল্পকাল মধ্যেই বিপ্লব ঘটে। যেখানে রাজবিপ্লব পূর্ব্বে ঘটে, সেখানে একটি অতিরিক্ত তেজ ঐ দুই মতের অন্যতরের আশ্রয় হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে। কিন্তু এমত স্থলে অল্পদিনেই বিপ্লব উপস্থিত হয়।

বস্তুতঃ ত্বরায় যে বিপ্লব হয়, তাহাই বিপ্লব; কালযোগে যে পরিবর্ত্তন তাহা অনেক অংশে স্বাভাবিক বোধ হয়, ও তাহাতে বাস্তবিকও কোন গোলযোগ ঘটে না। অতএব যেখানে নব্যসম্প্রদায় কালের সহায়তা অবলম্বন করিয়া সহজে মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী, সেখানে সমাজবিপ্লবের তাদৃশ আশঙ্কা নাই, বরং ফলের স্থিরতা অধিক। সকল কার্য্যেই স্থিরতা চরম ফল। যতক্ষণ আন্দোলন হয় ততক্ষণ লাভালাভ কিছুই হয় না, কেবল কষ্ট মাত্র। সমাজ আলোড়িত হইলে জাতি সাধারণের লাভ তত সহজ হয় না; কিন্তু উদ্ধতস্বভাব মনুষ্যেরা মনে করেন যে, অতিরিক্তবলপ্রয়োগে অথবা ব্যগ্রতা দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফল শীঘ্রই লাভ হয়। এই ভ্রান্তিবশতঃ ফল লাভ দূরে থাকুক, আপাততঃ সমাজ বিচ্ছৃঙ্খল হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করে। কালের প্রতি নির্ভর করিয়া যে ফল ইংরেজেরা অল্প দিনে লাভ করিয়াছিলেন, অধৈর্য্য ফরাসিদিগের তজ্জন্য কত রক্ত ক্ষয় করিতে হইতেছে। আবার সভ্য ইটালী সেইকাল মধ্যে আশাতীত ফল ভোগ করিতেছেন। তথাচ ইটালিতে গর্ত্ত পুরণে ইটালীয়দিগকে ফরাসি মৃত্তিকা আনিতে হইয়াছে।

অনেকে মনে করিবেন, আমরা রাজবিপ্লবের বিষয় কহিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই দুই বিপ্লব এককালে ঘটিয়া থাকে, আর ইহাদিগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধর্ম্মবিপ্লব। ইতিহাসলেখকেরা রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের বিষয় যেরূপ পরিচয় দেন, সমাজবিপ্লবসম্বন্ধে তত লিখিবার উপায় পান না ও লেখেন না। উত্তর আমেরিকায় স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় কিয়ৎপরিমানে সমাজবিপ্লব হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, তাহা আর একটী সুমহৎ সামাজিক আন্দোলনের ফল। দাসত্বমোচনকামনা এই সামাজিক আন্দোলনের হেতু। তবে ইহাতেও কিছু ভিন্ন মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমেরিকেরা নব্যজাতি; ইহারদিগের মধ্যে আবার যাহারা প্রাচীনমতের, তাহারদিগের বহুকালের সহায়তায় যে বল জন্মে তাহা নাই; সুতরাং অচিরকাল মধ্যে সামাজিকবিপ্লব ঘটিয়া শক্তিসাম্য

প্রাপ্ত হইয়াছে। জর্ম্মণিতে একবার সমাজবিপ্লব ঘটিবায় হাপসবর্গ রাজবংশীয়দিগের প্রভুত্বলোপ হইয়াছে ; কিন্তু অদ্যাপি শক্তিসাম্য হয় নাই। মন্ত্রিবর বিস্মার্ক রাজনীতির পরিবর্ত্তন করিয়া এবং প্রুসিয়াধিপকে জর্ম্মণির সম্রাট্ করিয়া জর্ম্মণ জাতির কি উপকার করিতেছেন বলিতে পারি না। এক্ষণকার নব্য ইংরেজেরা নব্য জর্ম্মণদিগের চূড়ামণি বিসমার্কের যে প্রশংসা করেন, করুন। আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে পরকীয়বল ব্যতীত ঐ দেশে সামাজিক স্থৈর্য্য ঘটিবেনা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে দেশীয় ইতিহাসলেখক নাই। যাঁহারা বিদেশী, তাঁহারা আমাদিগের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা অবগত নহেন। আবার সাধারণতঃ সকল পুরাবৃত্তবেত্তারা সন্ধি, বিগ্রহ ও রাজবংশ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, সমাজের প্রতি দৃষ্টি করেন না। তবে মধ্যে মধ্যে, তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুতালোকের মত, এক এক বার যুদ্ধাদির বর্ণনার মধ্যে সমাজঘটিত দুই একটি কথা বাহির হইয়া পড়ে। প্রাচীনভারতের ইতিহাস নাই ; যাহা কিছু আছে, তাহা রূপকালঙ্কারপ্রভৃতি কবিকল্পনাসম্ভূত ইন্দ্রজালে আবৃত। তবে, যদি মহাত্মা বেকনের 'প্রাচীনদিগের জ্ঞানপরিচয়ের' ন্যায় কোন সারবৎ গ্রন্থ কেহ কখন রচনা করেন, তাহা হইলে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সারোদ্ধার হইয়া প্রাচীনভারতবাসী আর্য্যগণের সমাজঘটিত কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যেমন টাইগ্রিস-নদী-তীরস্থ বালুকারাশির গর্ভে নিনাভা নগরের রাজপ্রাসাদনিচয় নিহিত ছিল, প্রাচীনতত্ত্ববিৎ প্রধান পণ্ডিতেরা তাহার আবিষ্কার করিতেছেন ; যেমন বিসুবিয়সের অনলোৎপাতে হারকুলেনিয়ম ও পম্পো নগর ভূগর্ভে লুক্কায়িত ছিল, এক্ষণে মৃত্তিকাখননহেতু আবার নগরদ্বয়ের সমৃদ্ধি নয়নগোচর হইতেছে ; সেইরূপ, পৌরাণিককল্পনাপরিপ্লুত ও মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে সমাচ্ছাদিত ভারতবর্ষীয় প্রাচীনপুরাবৃত্তের পুনরান্দোলন দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সমাজ কি প্রকার আশ্চর্য্যরূপে বিন্যস্ত ছিল, তাহা নব্যেরা যথার্থ অবগত হইতে পারেন। এতাদৃশ বহুকালব্যাপী ইতিহাসে অবশ্যই দুইএকটি

সমাজবিপ্লবসংক্রান্ত কথা থাকিতে পারে। কিন্তু, এদেশে প্রাচীনমতপোষকের বলই চিরকাল অধিক। সুতরাং সমাজবিপ্লব অত্যল্প সম্ভব। তথাচ,যেমন অমানিশার নক্ষত্রালোকে কিছু কিছু দেখা যায়, তদ্রূপ এই ঐতিহাসিক অন্ধকারেও অল্প একটুকু দেখা যাইতে পারে।

ইহা অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধমতপ্রচারের সময় একবার সমাজবিপ্লব হইয়াছিল। রাজ্যবিপ্লবও ইহার এক অব্যবহিতপরবর্ত্তিঘটনা। এই সমাজবিপ্লবে যে শক্তিবৈষম্য ঘটে, তাহার নিরাকরণার্থ অনেক দিন লাগিয়াছিল। প্রায় তিনশতবৎসরকাল আর্য্যাবর্ত্তে শক্তিসাম্য হয় নাই। তৎকালীন নব্যেরা বলবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশে প্রাচীনমতপোষকেরাই প্রবল ছিলেন, কাজে কাজে শক্তিসাম্য হইয়া পূর্ব্বমতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল মাত্র; আবার গর্ত্ত পুরাইতে যাবনিক মৃত্তিকার আবশ্যক হইয়াছিল।

মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা হিন্দুদিগের সমাজের বিষয় কিছু লেখেননা, এজন্য মহম্মদীয় রাজ্যবিস্তৃতির সময় যে ইহাতে বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই, অথচ সমাজবিপ্লবই তাহার মূল। ইহা নিঃসন্দেহ যে, কান্যকুব্জাধিপ জয়চন্দ্র ও দিল্লীশ্বর মহারথী পৃথ্বীরাজ,উভয়ে দুই মতের পোষক ছিলেন,এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল রাজকীয়বৈর নয়,সামাজিকবিচ্ছেদও প্রবল ছিল। সেইসূত্রেই ঘোরীরাজ সাহাবুদ্দীনের আগমন। আবার অন্যস্থান হইতে মৃত্তিকা আনিতে হইল। মোগল পাঠানর যুদ্ধের সময়েও বাঙ্গালায় সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল।

সাধারণতঃ বিদেশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে আমাদিগের সমাজবিপ্লব ঘটে না। কেননা এদেশের রাজারা প্রজাদিগের সহিত মিলিত হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালার পাঠানেরা বাস করিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে দেশীয় নীচ হিন্দু ও কখন কখন উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধবিধানদ্বারা অনেক মিলিয়াছিল। তথাচ হিন্দুসমাজের পার্থক্য ছিল,সন্দেহ নাই। কিন্তু নিকটস্থ কোন স্থানে আঘাত হইলে, যেমন তাহার ঝাঁজ আসিয়া লাগে, তদ্রূপ

পাঠানরাজবিপ্লবে হিন্দুসমাজেও বাঁজ লাগিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই তাৎকালিক নব্যেরা উৎসাহিত হইতেছিলেন ও কিঞ্চিৎ ফল লাভ ও করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজবিপ্লবের সহিত সমাজবিপ্লব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এই বিপ্লবকে বৌদ্ধমতের পুনরুত্থান বলিলেও বলা যায়। যাহা-হউক তৎকর্ত্তৃক যে শক্তিবৈষম্য ঘটিয়াছিল তাহা অচিরস্থায়ি। নৈসর্গিকবলে হিন্দুসমাজ শীঘ্রই স্থৈর্য্য লাভ করিল।

আজকাল আবার সমাজবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার সূত্র পলাশীর যুদ্ধ। এবারকার বিপ্লবে অনেক ইংরেজী মাটী লাগিতেছে কিন্তু অদ্যাপি সাম্যভাব হয় নাই। নব্যমতের বল কি প্রাচীনমতকে একবারে পরাভূত করিবে? করিলেও, প্রকৃতিগত বড় একটা অধিক বৈলক্ষণ্য ঘটে, এমন বোধ হয়না; আর করিতেও বহুকাল। ব্যগ্রতাসহকারে আন্দোলন করিলে শুদ্ধ সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে এমত নহে; শেষটা অনিষ্ট ঘটিতে পারে; আর ফলও অল্প হইবে। আমাদিগের বিবেচনায়, যেমন বৌদ্ধদিগের সময় প্রাচীন আর্য্য তরু একটুকু হেলিয়াছিল এবং চৈতন্যর সময়ে নড়িয়া চড়িয়া সেইদিকেই রহিল, এবারও দুই চারিটি শাখা ভাঙ্গিয়া বা সেই রূপ থাকে।

ব্যুৎপত্তিবাদ।

(নূতন অভিধান।)

ইদানীং এদেশে নিত্য নূতন এতই গ্রন্থ প্রচার হইতেছে যে, কেহ গণিয়াও শেষ করিতে পারে না। বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা, গ্রন্থের ভারে, স্বর্ণরজত-কাংসপিত্তলাদিনির্ম্মিত-গুরুভারযুক্ত-বহুবিধভূষণাক্রান্ত তৈলিকবধূর ন্যায়, অথবা মৃদ্ভারপূর্ণা কুম্ভকারতরণীর ন্যায় নিয়ত দক্ষিণে ও বামে দুলিতেছেন; কোন সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়েন, অনুমান করা যায় না। এদেশে যত না লোক, ভরসা হইতেছে কালবশে গ্রন্থকারের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া

পড়িবে। কিন্তু ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় যে, কোন মহাত্মাই একখানি ভাল অভিধান প্রকাশ করিয়া ভাষার সহজবোধ্যতা সাধন করিতেছেন না। দিন দিন নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে,পুরাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, নানা ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতেছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট একখানি অভিধানের অভাবে শিক্ষার্থিদিগের ব্যুৎপত্তিলাভ ও ভাব পরিগ্রহ হইতেছে না।

আমরা এই অভাবটি দূর করিবার অভিলাষে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অদ্বিতীয় শাব্দিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি, শুদ্ধ অনুরোধ রক্ষার্থ,ব্যুৎপত্তিবাদ নামক একখানি নূতন অভিধান সংকলন করিয়া,সাহিত্য সমাজের দৃষ্টির জন্য আমাদিগের নিকট কিয়দংশ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা উহা হইতে কএকটি শব্দ অর্থ সমেত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যদি বঙ্গভাষানুরাগী বিজ্ঞ পাঠকবর্গের ভাল বোধ হয়, তাহা হইলে সরস্বতী মহাশয়কে সমস্ত অভিধানখানি ক্রমে২ প্রকাশ করিতে বলিব।

নাটক—নট নর্ত্তনে, হিংসায়াঞ্চ। ণিচ্। নাটয়তি—চিত্তং ভ্রাময়তি; বৃদ্ধান্ তরুণান্,বালকাংশ্চ প্রমত্তবৎ নর্ত্তয়তি; যোবা পঠনপাঠনাদিকং ছাত্রধর্ম্মং, লজ্জানম্রতাদিকং কৌমারগুণং পূতাচারপ্রমুখং শূরসেব্যসদ্ভাবসমূহঞ্চ হিনস্তীতি নাটকঃ। হিংসার্থে চৌরাদিকোঽয়ংধাতুঃ।

তাৎপর্য্য—যাহাতে চিত্তকে নাটিত করে অর্থাৎ ঘুরায়; বৃদ্ধ, যুবা ও বালককে পাগলের মত নাচায়; অথবা,পঠন পাঠনাদি ছাত্রধর্ম্ম, লজ্জা ও নম্রতাদি কৌমার গুণ, এবং পবিত্র আচার প্রভৃতি সজ্জনসেবনীয়সদ্ভাবসমূহকে হনন করে, তাহার নাম নাটক।

এই ধাতু হইতে সংস্কৃত নট, নটী এবং বাঙ্গালা নাটাই, নাটুয়া ও নাটিম প্রভৃতি বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর বলেন; ইংরাজী ন্যটী শব্দও এই ধাতুজাত। আধুনিকেরা বলেন, নাটকশব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা এইক্ষণকার বাঙ্গালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ না টক, না মিষ্ট। সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত

কতকগুলি নাটক এই সংজ্ঞার বিষয় নহে। বাঙ্গালার প্রায় সকল নাটকই নাটক অর্থাৎ এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

বক্তা—বক অপভাষণে, প্রলাপকথনেচ। বকাবকি, বকুয়া, বকনি প্রভৃতি বহু শব্দ এই ধাতুমূলক। অন্ত্য ককারের স্থানে খকার আদেশ করিলে, বখা বখাটিয়া প্রভৃতি শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। শব্দকৌস্তুভকার বলেন, বহ, সহ এই দুই ধাতুর অকার স্থানে ওকার আদেশ করিয়া যেমন বোঢ়া ও সোঢ়া এই দুই পদ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বক ধাতুর অকারস্থানে ওকার করিয়া বোকা হয়। কোন কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ বলেন, বর্করাদি কতিপয় শব্দও এই ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শিষ্টপ্রয়োগবিরহে ইহা স্বীকার করা যায় না।

স্ত্রী—স্তু স্তবনে, ড্রট্ প্রত্যয়ঃ, স্ত্রীত্বাৎ ঈপ্। অর্থ—স্তবনীয়া, গুরু কিংবা ইষ্ট দেবতার ন্যায় পূজনীয়া।

শব্দটির এই অর্থ নিবন্ধনই ইদানীন্তন মহানুভাবগণ, মাতা, পিতা, ভাই ভগিনী, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লেখা পড়া প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় নবনীতনিন্দি স্ত্রীপদারবিন্দে কুসমাঞ্জলির ন্যায় সমর্পণ করিয়া, নিয়তদাসের ন্যায় তাঁহার স্তুতি করেন, অথবা গৃহপোষ্য মেষের ন্যায় তদীয় মুখাপেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। কুলাচারপরায়ণ তান্ত্রিকেরা এবং প্রত্যক্ষবাদপ্রচারক অগস্ত্যাকোমতপ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে, স্ত্রীর উপাসনাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও ইহাই নিদান, এবং এই হেতুবশতঃই বর্ত্তমান সময়ের অনেক সুরসিক গ্রন্থকার যুগধর্ম্মের উপদেশ দিবার নিমিত্ত (পরিহাসচ্ছলে) গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীর বন্দনা করেন।

ডাকুর—। ডক ছেদনে, ভেদনে, কুন্তনে, বিলুণ্ঠনেচ। তরণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধার অকার স্থানে আকার। ডাক, ডাকাডাকি, ডাকাতি, ডাকাবুকা, ডাকিনী প্রভৃতি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

সভা—। ভা দীপ্তৌ প্রজল্পনেচ।

সহ ভাস্তি, কালহরণার্থং প্রজল্প-স্তি বা যত্র। যেখানে সকলে যুটিয়া নিজ নিজ তেজ দেখায়, অথবা সময় হরণের জন্য প্রলাপ বলে, তাহার নাম সভা।

হাকিম—। হক ভর্জ্জনে, গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে, লোকপীড়নেচ। ইমণ্ প্র-ত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার। হাঁক ও হাঁকাহাঁকি প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দ এবং হুকার প্র-ভৃতি ম্লেচ্ছশব্দও এই ধাতুমূলক। যাঁহার তর্জ্জন নাই, গর্জ্জন নাই, ভ্রূকুটি নাই ও লোকপীড়নের মতি নাই, তিনি হাকিম নহেন।

সাধু।—সাধ সিদ্ধৌ, ঔণাদিক উঃ প্রত্যয়ঃ। সাধ্নোতি স্বকার্য্যং কৌশলেন বলেন বা ইতি সাধুঃ। যিনি বলে, ছলে, কিংবা কোন অচিন্তনীয় কৌশলে স্বকার্য্য সাধন করেন তিনি সাধু। প্রবঞ্চনাপর বনিকদিগকে এই নিমিত্ত সাধু বলে, এবং যাহারা ‘সব ছোড়কে আপনা বাচানা’ এই নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সতত তৎপর থাকেন, তাঁহারাও এই নিমিত্তই সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত হন।

ফেরঙ্গী—ফে ইত্যব্যক্তং রৌতীতি ফেরুঃ শৃগালঃ। তংগচ্ছতি, ফেরুত্বং প্রাপ্নোতীতি ফেরঙ্গী। ধূর্ত্তে, হিংস্রে, রাক্ষসেচ।—ফে ফে করিয়া যাহারা রব করে, তাহাদিগকে ফেরু বা ফেরব অর্থাৎ শৃগাল বলে। যাহারা সেই ফেরুর আচার অনুকরণ করে, অর্থাৎ ফেরুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ফেরঙ্গী। অতএব, ফেরঙ্গী বুদ্ধিতে শৃগাল, ভোজনে রা-ক্ষস, লৌকিক আচারে ধূর্ত্ত অথবা হিংস্রপ্রকৃতি। যাবনিক ফেরেব শব্দও এইরূপে সাধিত।

ভক্ত—ভজ সেবায়াং পরচরণলেহ-নেচ। যাহারা পরকীয় পদসেবায় জীবন উৎসর্গ করে, এবং তদর্থ বিধিদত্ত বুদ্ধি বৃত্তিকে বলি দেয়, তাহারা ভক্ত। স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে, ভক্ত স্থানে ভাক্ত হয়। অতএব যে যে স্থলে ভক্ত শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্থলে ভাক্ত শব্দ ব্যবহার করিলে, ব্যাকরণ কি অ-ভিধান অনুসারে কোন দোষ ঘটেনা।

বাবু—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে, ধৃষ্টব্যবহারেচ। ঔণাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়,উ থাকে,অকারের বৃদ্ধি।—যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগণস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণ রত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমরসদৃশ,চিন্তাশক্তি কিছুতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না; অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জ্জে কিন্তু বর্ষে না; অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে, কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না; পরদেশীয় ছন্দানুবর্ত্তনে সর্ব্বথা নিগারদিগের সমান, একবার আসবাব ও পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং ধৃষ্টতায় প্রুসিয়ানদিগেরও প্রপিতামহ, কথায় বোধ হয়, এক লম্ফে সপ্তসাগর উল্লঙ্ঘন করাও বিচিত্র নহে।

পিতা—পত অধোগমনে। নিপাতনে ইকার আদেশ। পূর্ব্বতন বৈয়াকরণদিগের মতে পিতৃশব্দ পা-ধাতু-মূলক এবং উহার অর্থ পাতা, রক্ষা কর্ত্তা। অধুনাতন শাব্দিকদিগের মতে পিতৃশব্দ পত-ধাতুমূলক,অর্থ পতনশীলপাপী। এই হেতু, দুধের গন্ধ যায় নাই, ঈদৃশ অষ্টমবর্ষবয়স্ক বালকও, পিতা ও পিতৃপুরুষদিগকে অধোগামী নারকী বলিয়া,তাঁহাদিগের পাপ সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে। যে পিতাকে অদ্যাপি পাতা বলে, তাহার ব্যাকরণ ও অভিধানে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

সমালোচক ও সমালোচনা।

(প্রাপ্ত)

লেখক শিক্ষক, সমালোচক ছাত্র। অথবা লেখক বিচারক, তিনি বিচার্য্য বিষয়ের উপযোগী প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া বিচার করিবেন; সমালোচক কেরাণী, সেই বিচার লিখিয়া লওয়া তাঁহার কার্য্য। লেখক ও সমালোচক দিগের মধ্যে প্রাথমিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। সমালোচক লেখক দিগের গ্রন্থ

পাঠকরিয়া কাহাকে কি বলে, কি উৎকৃষ্ট- কি অপকৃষ্ট, কি সুন্দর কি কদর্য্য, কি অনুকরণীয়, কি পরিহার্য্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিবেন ; তাঁহার সহিত লেখকের প্রথম বন্দোবস্থ এইরূপ।

দ্বিতীয় বন্দোবস্থ এইযে, যেমন কেরাণীরা প্রথমে মোকদ্দমার নম্বর, তৎপর বাদী প্রতিবাদীর নাম, তদনন্তর মোকদ্দমার হেতু ইত্যাদি যথাস্থানে লিখেন, সমালোচকগণ ও তদ্রূপ দোষ, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে যাহা কিছু দেখিবেন, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শন করিবেন। কিছুদিন পরে লেখক দেখিতে পাইলেন, ছাত্র তদীয় উপদেশ কণ্ঠস্থ করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছাত্রের উপর শিক্ষকের অত্যন্ত স্নেহ, বিশেষত তাঁহাকে চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিশ্বাস ছিল; সুতরাং শিক্ষক তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 'আদুরে ছেলে বাপের ঘাড়ে চড়ে।' সমালোচক আশ্রয় পাইয়া, সংপ্রতি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বিচারও করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্ত অধিকার প্রদান করিতেও লেখক আপত্তি করিলেন না। সুতরাং পুনঃ পুনঃ প্রশ্রয় পাইয়া, ছাত্রের 'গুরুমারা' বিদ্যা হইল। এইক্ষণ কতিপয় ছাত্র সমবেত হইয়া, একটী ব্যবস্থাসভা সংস্থাপন করিলেন; একজন হইলেন সভাপতি অপরেরা সদস্য। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা সভার ন্যায় তখন আইন কানুনের ছড়া ছড়ি হইতে লাগিল। কেম্বল সাহেব যেমন গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগে কোন না কোন নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন ; আমাদিগের সমালোচক সভা তদ্রূপ সাহিত্য রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে অভিনব নিয়ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ কাব্যসভা নিয়ম করিলেন, কাব্যে নয়টী রস থাকিবে। তন্মধ্যে কোন কাব্যে সমস্ত, কোন কাব্যে কএকটী থাকিলেই যথেষ্ট ; ইত্যাদি এবং রসাত্মক না হইলে কোন রচনাই কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু কিছু দিন পরে সদস্যেরা দেখিতে পাইলেন, কোন কোন রচনায় পূর্ব্বোক্ত কোন রসের সমাবেশ নাই, অথচ তাহা অত্যন্ত

সুন্দর, মধুর ও কাব্যনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং পূর্ব্বতন আইনের সংশোধন করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সঞ্চারিভাব ব্যভিচারিভাব, স্বভাব, অভাব, ভাবাভাব, কত কিছুরই আবির্ভাব হইল। তখন শিক্ষকের আর সহ্য হইল না, তিনি তৎসমুদয় নিয়ম গ্রাহ্য করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমি রচনা করিব,তাহাতে নিয়ম রক্ষা হয় ভাল, না হয় আমি যা লিখিব তাহাই নিয়ম। ছাত্র, অপ্রস্তুত হইয়া, পূর্ব্বনিয়মের পুনরায় কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন আইনে কতকগুলি 'বর্জ্জিত বিধি' করিলেন। ইহাদের নাম 'কবিপ্রসিদ্ধি' 'আর্ষপ্রয়োগ' প্রভৃতি। কিন্তু সুচতুর সদস্যেরা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের মত বুদ্ধিমান্ লেখক ভিন্ন, কেহই এ সকল গ্রাহ্য করিবে না। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা কালে এই সংশোধনের সংশোধনও তৃণ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়তঃ,—দৃশ্যকাব্যসম্বন্ধেও নানা নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। কেহ কহিলেন, নাটক শোকান্ত হইবে না;—কেহ কহিলেন, কেবল পাঁচটি অঙ্ক থাকিবে, ইহার অধিক বা অল্প হইবে না;—কেহ কহিলেন সময়, স্থান, ও কার্য্যের একত্ব রক্ষা আবশ্যক,ইত্যাদি। এইরূপে রূপক, উপন্যাসপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রচনারই কিছু না কিছু নিয়ম করা হইল। কিন্তু লেখকেরা, একে একে সকল নিয়মই, কোন না কোন অংশে, ভঙ্গ করিয়া নূতননিয়ম স্থাপন করিলেন। সমালোচকেরা যদিও বিচারকের পদ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি, গুরু বলিয়া সম্মান করিয়াই হউক, কি শেষ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ার ভয়েই হউক, কিংবা নূতন চুক্তি ভঙ্গ-আইন জারি হয় নাই বলিয়াই হউক, নিয়মভঙ্গের জন্য উক্ত লেখকদিগের দণ্ডবিধান করিতে সাহসী হইলেন না। বরং অপরাধীর আনুকূল্যে নূতন ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপরে যে সকল বিচারকের ও অর্থিপ্রত্যর্থীর কথা হইল,তাঁহারা উভয়েই ক্ষমতাবান্,সুতরাং উভয়েই স্ব স্ব পদ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ইহাঁদের দৃষ্টান্তে নিতান্ত শোচনীয় ফল ফলিতে লাগিল। কতকগুলি লোকে ভাবিল,রচ-

মায় কোন নিয়ম রক্ষা না করা, অর্থাৎ কোন নিয়মের অধীন হইয়া না চলাই প্রতিভার লক্ষণ। এবং তাহারা ‘খণ্ড-রীতত্ত্ব’, ‘কি ঘোরকলিকাব্য’, ‘হায় কি মজার শনিবার’, ‘মাসীর মার কান্না’ প্রভৃতি গদ্য, পদ্য, সদ্য, মদ্য রচনা করিয়া হৃদ্ প্রতিভা প্রকাশ করিল। আবার কতকগুলি লোকে মনে করিল, সমালোচনাব্যবসায়টি বেশ সহজ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমালোচক-দিগের ‘অলঙ্কার’ গ্রন্থ মুখস্থ করা, আর লেখকমাত্রকে গালি দেওয়া হইলেই, মম্মটভট্টের আসন সহজলভ্য হয়। এই শেষোক্তশ্রেণীর মহাত্মারা বাঙ্গালাসংবাদপত্রাদির সম্পাদক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই সকল সমালোচনা নানাভাগে বিভক্ত। আপনি ইদানীং সম্পাদ-কতা কার্য্যে ব্রতী, সুতরাং বোধ হয়, আপনার উপদেশার্থে কএকটি নিয়ম প্রদান করিলে, আপনি আমাকে ধন্য-বাদ না করিয়া পারিবেন না। যার তার নিকট উপদেশগ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কুস্থান হইতেও রত্ন গ্রহণ করিবে। বি-শেষতঃ আমি একজন শিক্ষক, উপদেশ দেওয়া আমার ব্যবসায়। সুতরাং আপ-নার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

১ম। মার্কিন সমালোচনা, ই-হাকে সাধরণতঃ ‘কাটা ছেঁড়া’ কহে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ এই, মার্কিন দেশে ‘তাম্রকূটসংশো-ধিনী’ নামে একটি সভা ছিল। জাহাজে তামাক আসিয়া বোষ্টন বন্দরে উপস্থিত হইলেই সদস্যেরা তাহা পরীক্ষা করিতে যাইতেন, এবং অপকৃষ্ট হইলে বস্তা সমেত সমুদয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করি-তেন। কিছু দিন এইরূপ করিলে, লোকে উৎকৃষ্ট তাম্রকূট প্রস্তুত করিতে যত্নশীল হইল। অধুনা মার্কিনের তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি স-ম্পাদক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বা-ঙ্গালা সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ সমালোচনায় প্রথমে গ্রন্থের আগা গোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লেখকের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে হয়। লেখকের জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতাকে ভৎর্সনা করিতে পারিলে, আরও সরস হয়। সংক্ষেপে একটি নমুনা দিতেছি।

“ চিত্রপ্রভা কাব্য—ইহার রচনা অতি কদর্য্য, ভাষা কর্কশ, কবিতার

স্থানে স্থানে ছন্দঃপতন, ও মিলের দোষ; ভাব পুরাতন। এই গ্রন্থ লিখিতে, আমরা জানি না, লেখকের পিতৃশ্রাদ্ধ না মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল? গ্রন্থকারের শিক্ষাকার্য্য যে কত সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থেই প্রকাশ।"

২ য়। আইরিশ সমালোচনা।—ইহাকে সামান্যতঃ 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে।' গ্রন্থকারের ভাষা এত দুরূহ, ভাব এত গভীর এবং রচনা এত গূঢ় যে, সমালোচক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না, ক্রোধে গ্রন্থকারকে গালি দেন। কিন্তু আয়র্ল-গুস্থ বিষহীন ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায়, তাহাতে লেখকের অঙ্গে আঁচড়টিও লাগে না। নমুনা যথা—

'ইন্দ্রজিতনাশ কাব্য।—এই গ্রন্থখানি বীররসপ্রধানকাব্য, কিন্তু ইহাতে প্রসাদগুণের অত্যন্ত অভাব। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সারল্য, কবি কখনও অভ্যাস করেন নাই। ক্রোধ ব্যতীত (বুঝিতে নাপারিয়া এ ক্রোধ) আমাদের অন্তঃকরণে করুণরসের লেশমাত্রও উদয় হইল না, চক্ষে একবিন্দু জলও আসিল না। সুতরাং এ কাব্যখানি যারপর নাই কদর্য্য, অশ্লীল, গ্রাম্যতাপূর্ণ, ইত্যাদি।'

৩ য়। কাকতালীয় সমালোচনা।—উক্ত নামযুক্ত ন্যায় সকলেই জানেন, সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। এরূপ সমালোচনায় গ্রন্থের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাকেনা; শিরঃস্থানে বা টীকায় গ্রন্থের নামমাত্র ধৃত হইয়া সমালোচনাতে সমালোচকের যত কিছু বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, তাহার সমুদয়ই খরচ করিতে হয়। এরূপ সমালোচনার আবিষ্কর্ত্তা লর্ড মেকলে।

৪ র্থ। গ্রন্থাবরণস্পর্শি, বা 'ছালুনচাকা'! এইরূপ সমালোনার মত সহজ আর কিছুই নাই। ইহাকে তৃতীয়শ্রেণীস্থ সমালোচনার শাখা বলিলেও ক্ষতি নাই। গ্রন্থের টাইটল পেজ, বড় জোর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়াই, এরূপ সমালোচনা করা যায়। নমুনা দেখুন।—

'ষড়্‌দর্শনসংগ্রহ।—এখানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ। তিমিরবিকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, ইহার অবয়ব রয়েল আটপেজি ফরমার ২০৪ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকারের নাম

নাই, প্রকাশক শ্রীবেচারাম দত্ত। মূল্য ১॥০, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা অনবকাশবশতঃ সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারি নাই; কিন্তু পুস্তকখানি মন্দ নহে। মুদ্রাঙ্কণ সুচারুরূপে হইয়াছে।'

৫ম। মাক্ষিক সমালোচন।—মক্ষিকাগণ যেরূপ কেবল ক্ষত স্থানেরই অন্বেষণ করে, এরূপ সমালোচনাতেও তদ্রূপ দোষের স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে হয়। ইহার নমুনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন একখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, তখন ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, আপনি আদর্শ না দিলেও এরূপ সমালোচনা করিতে সক্ষম হইবেন।

টীকা—একনেত্র সমালোচন, ইহার একাঙ্গ। ইহাতে স্বসম্পর্কীয় হইলে,কেবল গুণ; অপরের পক্ষে কেবল দোষ, দেখাইতে হয়।

৬ষ্ঠ। মুরব্বি গরি। সমালোচক খড়্গহস্ত না হইয়া মৃদুভাবে গ্রন্থকারকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করেন, এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থকার তাদৃশ দোষ না করেন, এজন্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন। নমুনা যথা—

'বীরবিজয় নাটক।—এখানি বীররসাত্মক ঐতিহাসিকগ্রন্থ। স্থানে স্থানে বীররসোদ্দীপক বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার আগা গোড়া বীররসের ছড়া ছড়ি করিয়াছেন। এটি তাঁহার বিশেষ দোষ, হাস্যরস, কি করুণরসের নাম গন্ধও নাই। ইহাও তথাচ মার্জ্জনা করা যাইতে পারে, কিন্তু আদিরসের অভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। এবার যে রৌদ্ররসের প্রখরতা, তাহাতে অন্ততঃ "আনারস" দিলেও কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হওয়া যাইত। যাহাহউক, শান্তশীলের প্রণয়িনীর 'প্রণয়রস' পান করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকারের বিলক্ষণ রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি আছে। অতএব আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে নাটক লিখিবার সময়, প্রাগুক্ত উপদেশগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।' (শ্রীজ্ঞ)

—এই প্রস্তাবের লেখক একজন কৃতী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। আমরা সেই হেতু প্রস্তাবটি আদর সহকারে গ্রহণ

করিয়াছি, কিন্তু ইহার অনেক কথার সহিতই আমাদিগের মতের একতা নাই।

আমরা দেখিয়াছি, গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই, যশোলালসার অসহ্য কণ্ডূয়নে অস্থির হইয়া, অগ্রে সমালোচকদিগের চিত্তবিনোদনে যত্নপর থাকেন; পরে যখন দেখিতে পান যে, সমালোচকেরা তাঁহাদিগের আশানুরূপ যশঃকীর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না, তখন ফিরিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। লর্ড বাইরণ, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, 'আলস্যের অবসর' নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেন। এডিনবর্গ রিভিয়ুর তৎকালীনসম্পাদক, ঐ কবিতাগুলির সমালোচনাপ্রসঙ্গে বিলক্ষণ পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন। সে রসিকতাকে মর্ম্মচ্ছেদিনী বলিলেও অসংগত হয় না। বাইরণের তাহা সহ্য হইল না। তিনি অমনি 'ইংলণ্ডের কবি ও স্কটলণ্ডের সমালোচক' ইত্যভিধেয় একখানি খণ্ড কাব্য প্রণয়ন করিয়া মনের সমুদয় বিষ উদগীরণ করিলেন।

প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক বুলওয়ার লিটন, স্বপ্রণীত পলক্লিফর্ড নামক কাব্যে মেকগ্রলার নামে একটি সমালোচককে দণ্ডায়মান করিয়া, তাহার কিরূপ বিড়ম্বনা করিয়াছেন, এবং কত প্রকার সমালোচনপদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পাঠকবর্গের মনে হইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখক ও, বোধ হয়, দয়াপরবশ হইয়াই, উক্ত মহাত্মাদিগের অনুকরণে বঙ্গীয় গ্রন্থকারবর্গের সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারদিগের সহিত সমালোচকদিগের বিরোধ কিসে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারেরাও জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যরাজ্যের সীমাবিস্তার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিতে অভিলাষ করেন, সমালোচকদিগেরও ইহাই আন্তরিক অভিলাষ. তবে প্রভেদ এই, গ্রন্থকারেরা প্রায়শঃই আপনার যশের জন্য লালায়িত থাকেন। যশোলাভে অধিকার থাকুক আর না থাকুক, আহ্লাদের শিশু যেমন আকাশের চাঁদ ধরিবার জন্য আবদার করে, তাঁহারাও সেইরূপ যশোলাভের জন্য

আকুল হন। সমালোচকেরা, আপনা- দিগকে ব্যক্তিবিশেষের যশ কি অপ- যশের সহিত সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া, সাধারণ সাহিত্যসমাজের যশোরক্ষা- র্থই সতত সাবধান থাকেন। ইহাতে যদি কাহারও বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আ- ঘাত করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। কারণ, তাহা হইলে ব্রতরক্ষা কঠিন হইয়া উঠে।

আজ কাল অনেকেই বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সমালোচকদিগকে নি- ষ্ঠুর বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু যে সকল গ্রন্থকার বিকাশোন্মুখ বঙ্গভা- ষাকে অধঃপাতের দিকে লইয়া যাইবার জন্য, কালি, কলম, কাগজ, শরীরের বল, সময় ও অর্থের অপচয় করেন, তাঁহারাই প্রকৃত নিষ্ঠুর, না সমালো- চকেরা নিষ্ঠুর, ইহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা উচিত। বাঙ্গালার যন্ত্রমুখ হইতে বিগত মাসত্রয়ে দুই শতের অধিক পু- স্তক উদ্গীরিত হইয়াছে। এই দুই শতের মধ্যে এক মহন্ত ও এলোকেশীর প্রসঙ্গেই চৌদ্দখানা নাটক। যন্ত্রালয় সমূহের, এই উৎপাতজনক সজীবতা, এই অনিৰ্ব্বাৰ্য্য চাঞ্চল্যকে সমাজের উপকারক বলিব, না অপকারক ব- লিব ?

আমরা, প্রস্তাবলেখকের মতে সায় দিয়া, গ্রন্থকারদিগকে শিক্ষক ও সমালোচকদিগকে ছাত্র বলি না। সেই- রূপ গ্রন্থকার এখন অল্পই জন্মে, এবং তাদৃশ ব্যক্তিরা গ্রন্থ প্রকটন করিলে, লোকে আপনা হইতেই 'স্বাগতং' বলিয়া, আদর করিয়া, মাথায় তুলিয়া নেয়। এইক্ষণ যেরূপ অবস্থা দাঁড়াই- য়াছে, তাহাতে একটা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগের বিবেচনায় গ্রন্থকারেরা গ্রাম্য ব্যাপারী, আর সমা- লোচকবৃন্দ আড়তদার। গ্রন্থকারেরা সাহিত্যের হাটে মাল পহুঁচান, স- মালোচকেরা দেখিয়া শুনিয়া, পরীক্ষা করিয়া, মাল চালান করেন। গ্রন্থকা- রেরা তাহা আবার আনিবার সময় আপনা হইতেই বিশেষ সাবধান হইয়া থাকেন। অথবা গ্রন্থকারেরা কু লীন, সমালোচকেরা তাঁহাদের কুলা চার্য্য। কে কুলীন, কে অকুলীন, কার কুল গেল, কার কুল বাড়িল, তাঁহারা তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

(সম্পাদক)

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

(সাতশতী।)

বল দেখি,৯৯৯ শকে * যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিলেন,তাঁহাদিগের সন্তানপরম্পরায় বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়াগেল; কিন্তু কি চমৎকার কথা, যাঁহারা সাতশত ঘর ছিলেন, আজি তাঁহাদিগের বংশাবলীর নামগোত্রও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহাদিগের বংশ এককালে লোপ পাইবার সম্ভব নহে। লোপ হইয়াছে বলিলেই কে বিশ্বাস করে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে,তাঁহাদিগের নাম গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জাগতব্রাহ্মণগণের আগমনে একেবারে হেয় ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনবংশ্যেরা সমাজমধ্যে আপনাদিগকে সাতশতীরূপ ঘৃণিত উপাধিতে পরিচয়দানে লজ্জিত হইতে লাগিলেন; এবং কান্যকুব্জসন্তানগণের কৃপায় তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তর্ভাব হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মিশ্রিত হইবার মত গুণসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও কালক্রমে নবাগত বৈদিক ও বিভিন্ন সম্প্র

* আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতী-
শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস।
(কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র।)

ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহথ
ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ
সমাগতাঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ
কবিঃ।
দক্ষোহথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠো-
হথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোহথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি
স্মৃতঃ।
(কুলদীপিকা।)

দাক্ষিকব্রাহ্মণগণমধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে, অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকারপূর্ব্বক বর্ণ ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী, কোথাও বা গ্রহাচার্য্য, স্থলবিশেষে বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন।

যাহাই হউক, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে, এক্ষণেও যাহারা সাতশতী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে স্পষ্টতঃ সাতশতী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে চাহেন না; তাহাতে লজ্জিত হন। কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, কালের কি কুটিলগতি, সমাজগৌরবের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা, দেখ, সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাঁচ জনের সন্তানমধ্যে গৌরবান্বিত হইব বলিয়া, তদীয় দলে ক্রমে লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাঁহারা উড্ডীন হইয়া আসিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সর্ব্বে সর্ব্বা; যাঁহারা এখানকার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা এককালে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছেন; রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক, ইহারাই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের গাঁই গোত্র সংখ্যা করা আছে, সুতরাং সহজে মিসিবার সুযোগ নাই। বৈদিকদিগের গোত্র আছে, গাঁই নাই। সাতশতীদিগের গাঁই গোত্র উভয়ই আছে, অতএব বৈদিককুল বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে হয়। ইহাঁদিগের এক্ষণে উভয় সঙ্কট ঘটিয়াছে।

সাতশতীদিগের মধ্যে, অদ্যাপি মিশিতে পারেন নাই, অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। যথা—পিথুরি, বালথবি, নানকসাই, জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী, কাটনীগাঁই, আরথ ইত্যাদি।

সাতশতীগণ পঞ্চগোত্রাতিরিক্ত গোত্রভাগী, সুতরাং ইঁহাদিগকে ধরিতে পারা যায়। যেহেতু এই সকল গাঁই পঞ্চগোত্রমধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং ইঁহারা সাতশতীব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ নহেন। মুলুকজুরী প্রভৃতি কএকটি গাঁই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে মুলুকজুরী নামে

একটি দোষ আছে। যাঁহারা ঐ দোষে লিপ্ত হন, প্রথমে তাঁহাদিগের কুল যায় যায় হইয়াছিল। পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ, তাঁহারা পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্ত হন। বুড়োল পরগণাঞ্চলে কাটরাগাঁই, সিংলের কোন অঞ্চলে যবগ্রামী গৌতম গোত্র, বর্দ্ধমানপ্রদেশের লাড়ুগ্রামের রায়েরা সাতশতী আছেন। ইহাঁরা সাতশতী বলিয়া পরিচয় দেন।

যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে অল্পসংখ্যক সাতশতী আছেন, তাঁহারাও কিছু দিন পরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী, ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া যাইবেন।

মধ্যশ্রেণী।

মেদিনীপুর ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তি পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে দুই শ্রেণীর লোক অনেক। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইঁহারা মধ্যশ্রেণী,—অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্র, উৎকলে, ও সাতশতী দাক্ষিণাত্যে। বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে, এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণিবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজমধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া চলিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইঁহাদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্ব্বেদী নিতান্ত বিরলপ্রচার।

ইঁহাদিগের গোত্র আছে, সকলের গাঁই নাই। পুরুষের প্রকৃতি ধরিয়া ইঁহাদিগের গাঁই ধরা যায়। ইঁহাদিগের প্রথমসংমিশ্রণকালে পুরুষের যে গাঁই ছিল, তাঁহার সন্ততিরা সেই গাঁই বলিয়া পরিচয় দেন। যেস্থলে পুরুষের গাঁই ছিলনা, অর্থাৎ বৈদিকপুরুষে অথবা পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ়ীয়া বরেন্দ্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগের সন্ততিরা গাঁই পান নাই।

ইঁহারা আপনাদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্য রাখেন নাই। সদাচার ও সৎক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিই কৌলীন্যগৌরব প্রদান করিয়া থাকেন।

তথাপি, প্রথম পঞ্চ গোত্রের সন্তানের প্রতি ইঁহাদিগেরও আস্থা ও পূজা অধিক দেখা যায়। সুতরাং শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চজনেরই সন্মান অধিক।

ইঁহারা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীদিগের একপ্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণিবন্ধনশৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিকব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। তৎকালে যাঁহারা শ্রেণি বন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান্, তেজস্বী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরমমান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এদেশে মহারাষ্ট্রিয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল। বিবাহভঙ্গরূপ তদীয় কীর্ত্তিকোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীরই শোভা অধিক হইত। তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইঁহারাই কি এখানকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ।

এদেশে যাঁহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশেও সমান ঘরে, সমান বরে, আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং এদেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়। ইঁহারা প্রায় দোভাষী, এবং বাঙ্গালিপরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানি পরিচ্ছদের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার দোরোকা পরিচ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইঁহারা আপনাদিগের জ্ঞাতি, কুটুম্ব; স্ত্রী পরিজনদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে হিন্দী কথা কহেন, এবং বাঙ্গালিদিগের সঙ্গে বিষয় কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদা বাঙ্গালা কথা কহেন। ইঁহারা যথায় বাঙ্গালি পুরোহিত ও গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় এদেশীয়দিগের আচার, ব্যবহার অনুসারে চলেন।

তথায় ইঁহাদিগের আচারব্যবহারের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকাদির আচার ব্যবহারের বিশেষ অনৈক্য দেখা যায় না। যে স্থলে ইঁহাদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য্য গুরু পশ্চিমা, তথায় তথায় ইঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণসন্ততির ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারের বিস্তর অনৈক দেখা যায়। ইঁহারা বৈদিক কার্য্যে নিতান্ত অনুরক্ত, তান্ত্রিক কার্য্যে তাদৃশ যত্নবান্ বলিয়া প্রতীত হন না।

স্থলবিশেষে, তান্ত্রিক গুরুর কথা দূরে থাকুক, বৈদিকমন্ত্রে উপাসনার পর তান্ত্রিকমন্ত্রের আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। ইঁহাদিগের মতে গায়ত্রী-উপদেষ্টা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। উহাই ব্রহ্মমন্ত্র। যাঁহাদিগের সাবিত্রীগ্রহণে অধিকার নাই অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি, এই কথা কহেন। তদনুসারে অনেক পুরুষের একমাত্র আচার্য্যই গুরু বলিয়া গণ্য। তবে স্থলবিশেষে, কোন আচার্য্য তান্ত্রিক কার্য্যে পটু নাহওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রগ্রহণজন্য কোন কোন পরিবারকে এদেশীয় তান্ত্রিক ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যের সন্তানে সৌহার্দ্দসূত্রে, পুরুষগণমধ্যে তান্ত্রিকমন্ত্রের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তথায়ও আচার্য্যের মান খর্ব্ব হয় নাই। উপনিবেশিকমধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, পাঞ্জাবী, শৌরসেনী মৈথিল, সকলদিপী প্রভৃতি অধিক। কোন কোন স্থলে দ্রাবিড়ী,মাগধী,মাথুরী,কামরূপী ও উড়িয়াও দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইঁহাদেরমধ্যে দোবে,চোবে,তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্রী,ত্রিপাঠী,ত্রিবেদী,সবর্পাথী শুক্ল, রাজপেয়ী,অগ্নিহোত্রী, দশাশ্বমেধী প্রভৃতি উপাধি আছে।

ইঁহারা কখন আসিয়া উপনিবেশ গ্রহণ করিলেন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তথাচ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা শাস্ত্রীয়চর্চ্চা বা বৈদিকক্রিয়া, কলাপের অনুষ্ঠান প্রচার জন্য এদেশে আইসেন নাই। ইঁহারা বিষয়কার্য্য ব্যপদেশে এদেশে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তদুপলক্ষে শ্রীমন্ত হইলেন, অন্ন সংস্থান হইল, লোকের

সঙ্গে সম্ভাব হইল, অর্থের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা মায়া বাড়িল। বঙ্গীয় সুস্বাদু অন্ন পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন। তখন মায়াজালে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে লাগিল। কালক্রমে সন্তানসন্ততির বসতি হইয়া গেল। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালি ভাবাপন্ন হইলেন। তখন ইঁহাদিগকে আর কে তদ্দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে? ইঁহারা বাঙ্গালিমধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে তাদৃশসম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, ইঁহারা সমাজমধ্যে প্রাধান্যসংস্থাপন করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। নতুবা ইঁহারা দশজনের মধ্যে একজন হইতেন।

এই সকল ব্রাহ্মণগণমধ্যে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্র আছে। এই বিয়াল্লিশটি গোত্র ব্যতীত ব্রাহ্মণাদির মধ্যে আর গোত্র নাই। যে গোত্রের সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধ নিম্নলিখিত গোত্র ও প্রবরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়। (শ্রীলালঃ)

(ক্রমশঃ।)
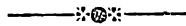
আমরা কিরূপ সভ্যতা অবলম্বন করিব।

সভ্যতা বা সামাজিক উন্নতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ও ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একসময়ে একদেশে যেরূপ আচারব্যবহার, রীতিনীতি, রাজধর্ম্ম ও প্রজাব্যবহার উৎকৃষ্ট ও উন্নত বলিয়া পরিগণিত হয়, অন্যসময়ে সেই দেশে কিংবা অন্যদেশে, সেইপ্রকার আচার ব্যবহার ইত্যাদি তদ্রূপ গণ্য হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরুদ্ধ আচারব্যবহার ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে, এবং তৎসমুদয় জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা পায়।

মনুষ্যেরমন কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা ও তৎসমুদয়ের তৃপ্তিসাধনোপযোগি শক্তি ও তেজের আধার। সঙ্গীত, সাহিত্য বা সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি, ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা, এবং সেই সম্ভোগলাভোপযোগিনী চেষ্টার প্রনোদকপ্রবৃত্তি, মনুষ্য মনের একটি প্রধান অঙ্গ। সংখ্যা ও ব্যাপ্তিবিষয়ক তত্ত্ব

এবং ভৌতিকপদার্থের প্রকৃতি ও শৃ-ঙ্খলা, গুণ ও কার্য্যের নিয়ম, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা; তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের স্পৃহা; এবং সেই জ্ঞান লাভ দ্বারা ভৌতিক জ-গতের উপর কর্ত্তৃত্বস্থাপন করিবার প্রবৃত্তি, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধীয় আর একটি প্রধান অঙ্গ। আত্মসুখ সাধন ও সংসারিক উন্নতির বাসনা; পরিবার, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসি জনগণের মঙ্গলসাধনস্পৃহা; এবং এই সমুদয় প্রবৃত্তি সম্ভূত জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করিবার উপযোগী উদ্যম ও বীর্য্য, মনুষ্যমনের আর এক অঙ্গ। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বগণের সংসর্গলি-প্সা, তাঁহাদিগকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন পূর্ব্বক তজ্জনিত শান্তিরসাশ্রিত-সুখভোগপ্রবৃত্তি; তদু-পযোগিকোমলতা, মৃদুতা, মমতা ও হিতৈষণাপ্রভৃতি গুণ; এবং কল্পনার ক্রীড়াভূমিস্বরূপ ধর্ম্মনীতি ও দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা স্বপ্নোপমচিন্তাসুখ-ভোগ-বাসনা, ই-ত্যাদি মনুষ্যমনের আর একটি প্রধান অঙ্গ।

মনুষ্যমনের এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও গুণের সহিত বাহ্যজগতের অতি নি-কট সম্বন্ধ। আকাশ, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রা-ন্তর বা নদীর শোভা, উষ্ণত্ব ও শীত-পরিমাণ, ভূমির উৎপাদিকাশক্তি, ই-ত্যাদি বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়। রাজনিয়ম, সমাজবন্ধনপ্রণালী, ব্যবসায় ও বাণিজ্য ইত্যাদির তারতম্যবশতঃ লোকসমা-জের মনোবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন দিকে অধিকতর বেগের সহিত চালিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মযাজক, নীতিকার ও পণ্ডিতমণ্ডলীও, লোকের শিক্ষার ও আলোচনার স্রোত ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালিত করিয়া, সভ্যতার স্রোত অনেক অংশে সেই সেই দিকে প্রেরণ করিতে পারেন।

প্রাচীন আর্য্যজাতির সভ্যতা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। সেই জাতির সমকালীন কালডীয়, ফিনীসীয়, আসীরীয় ও ইহুদীজাতির এবং মিশর ও চীন দেশের, প্রাচীনসভ্যতাবিষয়ে ইতিহাস অনেক অংশে নিস্তব্ধ। সুতরাং আর্য্যজাতির সভ্যতার সহিত ঐ সমু-দয় দেশের সভ্যতা তুলনা করিবার

বিশেষ উপকরণ নাই। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের সভ্যতা অনেক অংশে প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্ভূত সভ্যতার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। যে প্রকার অবস্থায় এই কর জাতির সভ্যতা উদ্রিক্ত হয়, তাহা অনেক অংশে একরূপ ছিল বলিয়াই. তাহাদিগের সভ্যতার প্রকৃতিও প্রায় একরূপ।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার উত্তরাংশ অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত শৈত্যোষ্ণতাসম্বন্ধে মধ্যাবস্থ। এ দেশ স্বভাবতঃ অত্যন্ত উর্ব্বর। অন্নপূর্ণা বসুন্ধরা অশেষবিধ সুখাদ্য ফল মূল সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যৎসামান্য যত্ন করিলেই, প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার্য্য, কৃষিজাত ও খনিজ পদার্থ আহরণ করা যায়। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি স্রোতস্বতী প্রশস্ত ক্রোড় প্রসারণ পূর্ব্বক গতাযাতের যৎপরোনাস্তি সুবিধা করিয়াছে। অসামান্য শোভাসম্পন্ন পর্ব্বত, সমভূমি, অরণ্য, সুবিমল অথবা বিচিত্রবর্ণমেঘবিশিষ্ট আকাশ সর্ব্বদাই মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতি এরূপ দেশে বসতি স্থাপন করিলে পর, অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক সামগ্রীর প্রাপ্তিনিবন্ধন, চতুষ্পার্শ্বস্থ অসামান্য শোভা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের স্ফূর্ত্তিযুক্ত মন, কবিতারসপানে অধিকতর আগ্রহের সহিত লিপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃতি স্বকীয় গর্ভনিহিত ঐশ্বর্য্যনিচয় মনুষ্যের আবশ্যক হওয়ামাত্র সহজেই প্রশস্ত হস্তে দান করিয়াছেন বলিয়া, প্রকৃতির সমুদয় অংশ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ভৌতিক জগতের উপর মনুষ্যসমাজের কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিবার আবশ্যকতা তখন বিশেষরূপে উপস্থিত হয় নাই। সমাজের সমুদয় লোকই তৃপ্তস্পৃহ ও সন্তোষপরিপূর্ণ ছিলেন বলিয়া,কোন ব্যবহার্য্য সামগ্রী লইয়া পরস্পরের সহিত বিসংবাদ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। অভাবপূর্ণ দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি, স্ব স্ব জীবনধারণোপযোগী সামগ্রী আহরণ করিতে গিয়া, পরস্পরের সহিত যে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আর্য্যজাতির ঐ অবস্থাতে সেই জীবন-সংগ্রাম প্রচুররূপে উপস্থিত হইতে পারে নাই। সমাজের প্রত্যেকব্যক্তির সকলপ্রকার সাংসারিক অভাব

যখন সহজেই পরিপূর্ণ হয়, তখন মনে সাংসারিক উন্নতির স্পৃহা ভালরূপে উত্তেজিত হয় না। সেই অবস্থার লোকের মনে স্বার্থসম্বন্ধে উদ্বেগ ছিল না বলিয়া,তাঁহারা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও সদ্ব্যবহারে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া, মিষ্টালাপও শিষ্টাচারের শান্তিরসামৃত-ভোগে কালযাপন করিতেন।

অনায়াসলব্ধ বস্তু সহজেই পরিত্যাগ করা যায়। এইহেতু প্রাচীন আর্য্যদিগের মনে কিঞ্চিন্মাত্র সাংসারিক যন্ত্রণা বা উদ্বেগের সঞ্চার হইলেই, ত্যাগের ভাব ও বৈরাগ্য অমনি উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মণেরা সংসারের সমুদয় সম্পদ ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ ও শাস্ত্রালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। ক্ষত্রিয় রাজপুরুষেরা, রাজভোগলালসায় নহে, কিন্তু রাজনীতিপ্রতিপালন ও ক্ষত্রিয়ের জাতীয়ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই, রাজ্যশাসন, শিষ্টপালন ও যুদ্ধ করিয়া আততায়ী নিবারণ করিতেন। তাঁহারা, এই সমুদয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের শাসনাধীনে আনিয়া, এমন আশ্চর্য্য রাজনীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কুত্রাপি তদ্রূপ ভাব দৃষ্ট হয় না।

বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণির লোকেই, স্ব স্ব বংশের বা পরিবারের অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসরণ পূর্ব্বক, ধর্ম্মোপাসনার ন্যায় তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন,এবং অল্প পরিশ্রম-দ্বারা নিজের ও পরিবারের সমুদয় অভাব নিরাকরণপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে সুখ ও স্বচ্ছন্দতাতে জীবনাতিপাত করিতেন।

স্বার্থশূন্যতা, বৈরাগ্য ও পরিতৃপ্তি এই সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ ছিল। এই দৃঢ় ও বলবিধায়ক ভিত্তির উপর মূল স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহীরূহ উত্থিত হইয়াছিল। এই সভ্যতার চরমউদ্দেশ্য ও শেষ ফল শান্তি।

(শ্রীদীঃ)—

(ক্রমশঃ)

——০০০——

বাঙ্গালির সুখ।

১

বাজিছে মুরলী সুমধুর তানে,
বীণার মাধুরী প্রবেশিছে কানে,
গুঞ্জরিছে অলি বঙ্গীয় উদ্যানে,
আহা কি মধুর মধুর রবে।
বসন্তের পিক কুহরিছে ধীরে,
ধীরে ধীরে বহি দক্ষিণ সমীরে,
নব জলধর ধ্বনিছে গম্ভীরে,
মরি কি মধুর মধুর রবে॥

২

আহা কি সুখের কুসুমের বাস,
শ্যামল আকাশে সুধাংশু বিলাস,
সুখের সকলি সুখের আবাস,
সুখ অপ্রবাস, পুরাণ বাণি।
সুখের শ্যামল বিটপি সকল,
সুখদ সুস্বাদু সুধাসম ফল,
নদ নদী বহে নিরমল জল,
সুখের সামগ্রী দিতেছে আনি॥

৩

আহা মরি মরি কি মধুর রবে,
হোতেছে সঙ্গীত শুনিতেছে সবে,
আর কি বাঙ্গালি কাঙ্গাল রহিবে,
দাও করতালি সঘনে জাও।
রাজার আদেশ বাজাও ভেরি
বাজাও দুন্দুভি দশদিক পুরি
ওই দেখ বঙ্গে সুখের লহরি,
আবার বলিছে ভেরি বাজাও॥

৪

বঙ্গ হৃদি মাঝে সুখের লহরি,
উঠিছে খেলিছে কতলীলা করি,
সুখের হিল্লোলে ভাসাইযা তরি,
হের বঙ্গবাসি হল মগন,
সুখ যারে বলি এই সেই সুখ,
সুখে সকলের টল টল মুখ,
নিরখিবে যদি স্বচক্ষে এ সুখ,
ছাড় চিন্তা ছাড়, মেল নয়ন॥

৫

আবার সঙ্গীত মিষ্ট তান লয়ে,
দেখিবে কি ? এস ধনীর নিলয়ে,
ঝুলিছে পিঞ্জর স্ফটিক বলয়ে,
আবরি সুন্দর শ্যামার দেহ।
দেখ দেখ ওই ঢুলিছে বীজন,

জ্বলিতেছে ঝাড়　　ঝলসি নয়ন,
দেশীয় আলোক　　আলোহীন হয়ে,
অনাদর ভয়ে ত্যজেছে গেহ ॥

৬

বিলাতি আসন　　বিলাতীয় যান,
বিলাতি পোষাক　　বিলাতি নিশান,
দেশে যাহা ছিল　　কোথা তাহে মান,
বৃটন সকল　　সুখের হেতু।
ধন্য ধন্য জয়　　জয় বৃটনিয়া,
আশাতীত সুখ　　দিতেছে আনিয়া,
ধর রে বাঙ্গালি　　গরব মানিয়া,
উড়াও বঙ্গেতে সুখের কেতু ॥

৭

বাঙ্গালি অসুখী　　একথাটি ভুল,
কিছুর ই ত নাহি　　দেখি অপ্রতুল,
দীপের শলাকা　　খেলার পুতুল,
যোগায় বৃটন যা তুমি চাও।
দেশে যাহা ছিল　　দাও দূরে ফেলে,
দেশের মমতা　　ফেল পায়ে ঠেলে,
বিলাতীয় সুখ　　স্বদেশে কি মেলে,
জয় বৃটনিয়া জয় জয় গাও ॥

৮

বাঙ্গালির দেহে　　বাড়াইতে বল,
লঙ্ঘি নদ নদী　　সাগর অচল,
শরীরের রক্ত　　শ্রমে করি জল,
যোগায় বৃটন　　মদিরারাশি ॥
স্ফাটিক গেলাসে　'ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল'
দুখের যামিনী　　রবে কতকাল,
'ঢাল ঢাল ব্রাণ্ডি　　আর বার ঢাল'
সুখের তরঙ্গে　　যাইবে ভাসি ॥

৯

অমর বাঞ্ছিত　　এই সুধারাশি,
সুখে পানকর　　বঙ্গ-অধিবাসী,
ধর রে গেলাস　　মৃদু মৃদু হাসি,
ধর, নিভে যাবে দুখ দারুণ।
সুখ যারে বলে　　এই সেই সুখ,
সুখে সকলের　　ঢল ঢল মুখ,
নিরখিবে যদি　　স্বচক্ষে এ সুখ,
ছাড় চিন্তা ছাড়　　মেল নয়ন ॥

১০

আবার সঙ্গীত　　হইল নিভৃতে,
ভেদিয়া পশিল　　চিন্তা-রত-চিতে,
চিরদুখী আর　　কে আছে মহীতে,
বাঙ্গালির মত হায় হায় হায়!
বাঙ্গালির মান　　বৃথা অভিমান,
সুখের অমৃত　　গরল সমান,
সকলি আঁধার　　সকলি শ্মশান,
মরমের দুখ　　বলিব কায় ॥

(প্রতিধ্বনি।)

তুমি কার ?

প্রাচীনাদিগের মুখে, ছোটবেলায়, উপকথায় শুনিতাম, কোন এক রাজকুমার, কি কোন এক মন্ত্রিকুমার, মনের সুখে স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করিতে করিতে, রাজপথপ্রান্তে দৈবাৎ একটি অপূর্ব্বদৃশ্য অঙ্গুরীয় দর্শন করিতে পাইলেন। বড় আদর করিয়া,হাতে তুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অঙ্গুরীয় ! তুমি কার ? সেকালে তরু, লতা, গিরি, নদী, বনের ফুল, অঙ্গের আভরণ, সকলেই কথা কহিতে পারিত। অঙ্গুরীয় মৃদুমধুস্বরে উত্তরকরিল,—পূর্ব্বে ছিলাম রাজনন্দিনীর, এক্ষণ তোমার।

পাঠক ! যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কার ? তুমি একথায় সরলহৃদয়ে কি উত্তর দিবে, বল। তুমি কি যখন যার হাতে থাক, তখন তার ? ছি ! ছি ! এমন কথা মুখেও আনিও না। তাহা হইলে, ঐ যে অচেতন অঙ্গুরীয়, উহার অপেক্ষায় তোমাকে সচেতন বলিব কেন ? তবে কি তুমি, অভিমানভরে মোহনগ্রীবায় মোহনতর ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া, নয়ন বাঁকাইয়া বলিবে, ' আমি আমার '।

আমি একথায় প্রত্যয় করি না। তুমি যে তোমার, তাহার নিদর্শন কোথায় ? তোমার শরীর ক্ষণে ক্ষণে নূতন পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেছে ; তুমি নিবারণ করিতে পারিতেছ না। তোমার শৈশবের শরীর যে সকল পরমাণু দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহার একটিও বিদ্যমান নাই। এবং যৌবনের এই লাবণ্যতরঙ্গায়িত কমনীয় কলেবরে, যে সকল ভৌতিকপদার্থ রূপের ডালি সাজাইয়া রাখিয়াছে, বার্দ্ধক্যের অসহনীয় শীত ঋতুতে ইহার কিছুই বিদ্যমান থাকিবে না।

ভূত ও ভবিষ্যতের কথা পরিত্যাগ কর ; বর্ত্তমান ক্ষণেও ত তোমার শরীরকে তোমার বলিতে পারিতেছি না। এই অনিশ্চিত ইজারার স্বত্ব কখন তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহা তুমি জান না। রোগ নিঃশব্দপদসঞ্চারে সতত তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলি-

তেছে, তুমি দেখিতেছ না। তুমি যাইতে চাও, পা চলে না; তুমি বসিতে চাও, পা উঠি উঠি করে; তোমার কর্ত্তৃত্ব কোন সময়েই মানে না। তুমি রসনাকে শাসন কর, মুখরা রসনা, মনের ভাল ও মন্দ কত কি কথা, মুখরা গৃহিণীর ন্যায়, লোকের নিকট কহিয়া ফেলে। তুমি, যার কথা শুনিবে না বলিয়া, মনে শত বার সংকল্প কর; অবাধ্য কর্ণ, তার কথা শুনিবার জন্যই, সতত পিপাসু থাকে। তুমি চক্ষুকে যে পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কর; চক্ষু, যেন তোমাকে অবহেলা করিয়াই, সে পথে যাইতে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। তুমি অনেক সময়ে অশ্রুসংবরণ করিতে যত্নশীল হও, অথচ অবারিত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার, তুমি কাঁদিতে চাও, কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতে ইচ্ছা কর; চক্ষু কাঁদিব না বলিয়া, ফিরিয়া বসে। শত চাও, শত অনুনয় কর, এক ফোটা জলও বর্ষণ করিয়া, তোমার তুষানলদগ্ধ ভস্মীভূত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে না।

শরীর যদি তোমার না হইল, তবে কি হৃদয় ও মনকে তোমার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? যদি তাহা কর, তবে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিব না। কেন হাসিব, তাহা তুমিও বুঝিতেছ, আমিও বুঝিতেছি; অথচ কেহই মনের মর্ম্মকথা মুখ ফুটিয়া কহিতে পারিতেছি না।

এসংসারে, মানুষীর গর্ব্ভে জন্ম ধারণ করিয়া কে কবে আপনার হৃদয় ও আপনার মনকে, আপনার বলিয়া বলিতে পারিয়াছ, তাহা গভীরভাবে ক্ষণকাল চিন্তা কর। তোমার হৃদয় যদি তোমার হইল, তবে পরের জন্য নিয়ত পুড়িয়া মর কেন? পরে হাসিলে, তুমি হাস; পরে কাঁদিলে, তুমি কাঁদ। সপ্ততন্ত্রী যন্ত্রের মত, তোমার হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে; আর যার সাধ হয়, সে ই, উহাতে এক গদ বাজাইয়া, কিছুকাল আমোদ করিতেছে। স্রোতস্বতীর চিরচঞ্চলা তরঙ্গখেলার ন্যায়, তোমার হৃদয়োত্থিত ভাবময়ী তরঙ্গমালা, এই পূর্ব্ববাহিনী, এই পশ্চিমবাহিনী। অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা, অনুকূল ও প্রতিকূল সমীরণের ন্যায়, প্রতিক্ষণেই উহার সহিত পরিহাস করিতেছে। তুমি, দেখিয়া, নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছ।

ক্ষমতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ঐ তরঙ্গচাঞ্চল্যে আপনি হাবু ডুবু না খাও,এই ভাবনা ভাবিয়াই তুমি অস্থির থাক।

তোমার হৃদয় কোন্ সময়ে ঘরে থাকে,তাহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ? তোমার শরীর এখানে, তাহা দেখিতেছি। কিন্তু তোমার হৃদয় কাশী, কাঞ্চী, মথুরা,বৃন্দাবন, সিংহল,জাপান, আমেরিকা কি নক্ষত্রলোক, ইহারই কোথাও বিচরণ করিতেছে। হয় ত, গতকল্য সেই যে একটি সুন্দর বালক দেখিয়াছিলা, দেখিয়া অবধি যাহার সারল্যশোভিত মুখচ্ছবি এবং হাসো হাসো চক্ষু দুটি মুহূর্ত্তের তরেও পাসরিতে পার নাই ; তাহার কাছেই তোমার হৃদয় ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ। হয় ত, সে দিন রায়দের প্রমোদকাননে একটি নবপল্লবিত মাধবীলতা দেখিয়া,ক্ষণকাল বসিয়া কি যে ভাবিয়াছিলা, আর আধ আধ হাসিয়াছিলা, আসিবার সময় হৃদয়টি সেখান হইতে আর আনিতে মনে হয় নাই। অথবা হয়ত, কে তোমায় বঞ্চনা করিয়া, উহাকে কোথায় নিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা অদ্যাপি তুমি বুঝিতে পার নাই। তুমি অন্ধের ন্যায়, এদিকে, ওদিকে, হাত ফেলিতেছ,আর ঘুরিতেছ ; সে দূরে থাকিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, হাসিতেছে। তবে, এ হৃদয় তোমার হইল কিসে ?

তোমার হৃদয় যদি তোমারই হইবে, তাহা হইলে, তুমি যখন, ভয় করিব না বলিয়া, বারংবার সংকল্প কর ; তোমার হৃদয় তখন থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে কেন কাঁপিয়া উঠে, বল। হৃদয় কোন্ কালে তোমার ছিল ? যখন তুমি শিশু ছিলে,তখন যে তোমায় মিঠামুখে সম্ভাষণ করিয়া দুটা মিঠাকথা বলিয়াছে, আর একটা কিছু খেলার সামগ্রী দেখাইয়াছে, তোমার হৃদয় বংশীনাদমুগ্ধ অবোধ মৃগের ন্যায়, তখন তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়াছে। তুমি এখন যুবা হইয়াছ। এখনকার কথা আমি বিশেষ কিছু বলিব না ; কেননা তোমার বুদ্ধি বিকসিত হইয়াছে এবং হৃদয়ই হৃদয়ের ভাব অনুভব করিতে পাইতেছ। যদি জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তোমার অন্তরে, হয় আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে, না হয়, ধারায় অমৃত-বৃষ্টি হইবে। বা-

দ্ধক্যে এ হৃদয় তোমার থাকিবে কি না, উহার বর্ত্তমান লীলাতরঙ্গ দর্শন করিয়া, তুমিই তাহা বিবেচনা করিতে পার।

পাঠক! আমি তোমার শরীর ও হৃদয় সম্বন্ধেই দুটিমাত্র কথা বলিলাম। তোমার বুদ্ধি, তোমার মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না। ইহার কোনটি তোমার, ও তুমি কার, তাহা বিচার্য্য রহিল। কিন্তু তোমার হৃদয়যন্ত্রের যে স্থান স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যদি তুমি ভাবুক হও, তবে তোমার মনে অনেক ভাব ও অনেক ভাবনার উদয় হইবে। হে সৌম্য! তোমায় আজ অবসর দিলাম। কিছু দিন পরে, তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করিব,—মনুষ্য! তুমি কার?

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসমালোচনা।

শ্রীশুক্লযজুর্ব্বেদঃ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা। কাশ্যধীতবেদাদিশ্রীসত্যব্রতসামশ্রমিণা সংটিপ্প, সংশোধ্য চ প্রকাশ্যতে।

বেদবিদ্যাবিষয়ে, বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজ চিরদিনই অনভিজ্ঞ। বোধ হয় সরস্বতীর অভিসম্পাত আছে। এ দেশের অতিপূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা বেদ ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ জানিতেন না। এই হেতু, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে আনয়ন করেন। মৃত্তিকার এমন মহিমা, যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণও কালক্রমে বেদশিক্ষাবিষয়ে নিতান্ত বিমুখ ও একান্ত উদাসীন হইলেন। অধিক আর কি, অধুনাতন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে গায়ত্রীর অর্থও অবগত নহেন। উদাত্তাদিস্বরসংযোগে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে এদেশের কোন ব্রাহ্মণই সক্ষম নহেন, একথা বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহা তাঁহাদের কলঙ্কের কথা। অপার কলঙ্ক।

এদেশে বেদের প্রধান চর্চ্চাস্থান বারাণসী, আর ইয়ুরোপে জর্ম্মণী। বারাণসীর পণ্ডিতেরা বেদকে সাধারণ-

দের ভোগ্যসামগ্রী করিতে যত্নশীল হন নাই। বঙ্গীয় সুশিক্ষিতসম্প্রদায় ইদানীং বেদের দুচারি কথা যাহা শুনিতেছেন, শিখিতেছেন, ও লোকসমাজে প্রচার করিতেছেন, তাহা জর্ম্মণীর প্রসাদাৎ। ইহাও আর এক কলঙ্ক।

প্রত্নকম্রনন্দিনীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমি মহাশয় এই দুরপনেয় কলঙ্ক অপনোদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা এই হেতু তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া অভীপ্সিত মহৎকার্য্য সুসমাপন করুন, এই আমাদিগের আন্তরিক অভিলাষ; এবং তাহা হইলে বঙ্গীয় গ্রন্থালয়ের কত গৌরব বাড়িবে, তাহা বলিতে পারিনা। এদেশে যাঁহারা আর্য্যনামের অহংকার করেন, তাঁহারা অবশ্যই সর্ব্বতোভাবে সামশ্রমিমহাশয়ের আনুকূল্য করিবেন।

সামশ্রমিমহাশয় মূলের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া আরও ভাল করিতেছেন। পূর্ব্বে এদেশীয়েরা কাশীরামদাসের পুঁথি ও পাঠকদিগের মুখে যাহা শুনিত, তাহাই প্রকৃত মহাভারত বলিয়া মানিয়া লইত। চিরস্মরণীয় কালীপ্রসন্নসিংহ সেই অভাব দূর করিয়াছেন। যিনি বাঙ্গালায় সমগ্র বেদ সংকলন করিবেন, তিনি তদপেক্ষাও মহত্তর কার্য্য সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই।

হেমনলিনী। বিয়োগান্ত নাটক। শ্রী উমেশচন্দ্রগুপ্ত প্রণীত।

উমেশ বাবু গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে নাটকলেখাকে নিতান্ত দুরূহ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজিতে ভাল নাটক পড়িয়াছেন, তাই একথা বুঝিয়াছেন। অনেকে ইহা বুঝে না। তাঁহার নাটক খানি পাঠ করিবার সময় অনেক স্থলে সুখানুভব হয়। কিন্তু তিনি যাদৃশ গ্রন্থকে নাটকসংজ্ঞা প্রদান করেন, ইহা সেই শ্রেণিতে পরিগণিত হইতে পারে কি না, সংশয়ের বিষয়। আমাদিগের বিবেচনায় বাঙ্গালায় ভাল নাটক নাই। উমেশ বাবু এই কাহিনীটিকে, কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, উপন্যাসের আকার দিলে, ইহা হইতে অধিক মনোজ্ঞ হইত।

শিক্ষানবিশের পদ্য।—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া, কদমতলা, সাধারণীযন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার যে ভঙ্গিতে এই কাব্যখানির পরিচয়পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ইহার বড় একটা অধিক গৌরব করেন নাই। কিন্তু আমরা ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত আদর করিয়া পড়িয়াছি, এবং তাই বলিতে পারি, বুদ্ধিমান্ ও রসজ্ঞ পাঠক ইহার অনেক স্থলেই নিতান্ত গৌরবের সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন। ইহার কতকগুলি কবিতা বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে সে গুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন। বায়রণের কবিতায় কি এক অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, তাহা যাঁহারা বায়রণ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। দুর্ব্বল বাঙ্গালা ভাষায় সে মদিরা ঢালিয়া দেওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু অক্ষয় বাবু এ বিষয়ে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা। যে কয়টি কবিতা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিজস্ব, তাহাতেও সুন্দর কবিত্বশক্তি ও শব্দবিন্যাসপারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য কাননে একটি নূতন কোকিল। তাঁহার কণ্ঠলহরীতে একটুকু নূতনত্ব আছে। অন্যের তাহা নাই। পাঠকসমাজ ক্রমেই সেই নূতনত্বের পরিচয় পাইয়া সুখী হইবেন। বাঙ্গালাভাষা অনেকের গৃহে দন্তহীনা বর্ষীয়সীর ন্যায়, শ্রুতিকঠোরস্বরে আলাপ করেন। অক্ষয় বাবুর বাঙ্গালা, সর্ব্বথা শুদ্ধচারিণী হইয়াও, সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা নবীনার ন্যায়, অভিমানিনী অথচ মিষ্টভাষিণী, চঞ্চলা অথচ চিত্তহারিণী।

বরদাচরিত। অর্থাৎ বনিতা-বিয়োগ-বিলাপ।—শ্রীজগচ্চন্দ্রবসুপ্রণীত। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। স্ত্রীবিয়োগহেতু মনে যে সকল দুঃখের কথা উঠিয়াছে, তিনি তাহা গ্রন্থবদ্ধ করিয়া ৵১০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। আমরা এই গ্রন্থের প্রশংসাও করিব না, নিন্দাও করিব না। প্রশংসা করিব না, কারণ গ্রন্থকার কিছু প্রশংসালিপ্সু হইয়া বিলাপ করেন নাই। নিন্দা করিব না, যেহেতু ব্যথিতচিত্তে ব্যথা দেওয়া দোষ। তবে প্রশংসা বা নিন্দা, যে ভাবে যে গ্রহণ করুন, এ কথা আমরা বলিতে পারি যে, বিলাপের স্থানে স্থানে

অনুপ্রাস ও যমক আছে। যথা—
"কত কটু বলিয়াছি করি লেখা লেখা।
কেজানে কপালে মম আছে হেন লেখা?
কখন জানিলে আর না হইবে দেখা।
কভু কি কৈভেম কটু করি লেখা লেখা॥"

ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথমভাগ।
শ্রীরামদাসসেন প্রণীত।

এই গ্রন্থে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদয়ই পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকটিত হইয়াছিল। সুতরাং সাহিত্যরসানুরাগী পাঠকসমাজে তৎসমূহের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থকারবর্গের গুণগান ও দোষকীর্ত্তন করা, যাঁহাদিগের ব্যবসায়, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে রামদাস বাবুকে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া, প্রশংসা হইতে অধিক, কৃতজ্ঞতা উপহার দি।

ঐতিহাসিকরহস্যলেখক সম্পদহীনা, নিরাভরণা বঙ্গভাষাকে একখানি বহুমূল্য আভরণ প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালির ইহা মনে থাকিবে। এদেশের ধনিসন্তানেরা প্রায়ই ভোগরত এবং শাস্ত্রানুশীলনে অনাসক্ত। আমরা জনসনের ভাষার অনুবাদ করিলে, এইরূপ বলিতে পারি যে, রামদাস বাবুকে এত দিন ধনিসমাজে বিজ্ঞ বলিয়া জানিতাম; এক্ষণ হইতে তাঁহাকে বিজ্ঞসমাজে ধনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা।—রামদাসবাবুর এই ইংরেজী বক্তৃতাটি বহরমপুরের সাহিত্যসভায় পঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানিও লেখকের বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। ফলতঃ, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বিষয়ে রামদাসবাবু মান্য লোক হইয়া বসিয়াছেন। বক্তৃতার জন্য অধিক সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং গ্রন্থকারের ভাণ্ডারে যে সকল তত্ত্ব সংকলিত আছে, তাহার সম্যক্ ব্যবহার হয় নাই। এই প্রবন্ধটি পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইলে নিতান্ত উপকারী হইবে। বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ হওয়াও আবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তবিষয়ে বাঙ্গালায় কিছুই নাই বলিলেও, অন্যায় হয় না।

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয়।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন মজুমদার গোয়ালপাড়া ১।৵
" " চন্দ্রকিশোর তরফদার প্রেসিডেন্সি কালেজ ১।৵
" " গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাঙ্গরা ১।৵
" " হরিনাথ রায় কিশোরগঞ্জ ১৲
" " জগচ্চন্দ্র গোস্বামী ঐ ১।৵
" " কালাচাঁদ দে ঐ ১।৵
" " কালীকিঙ্কর সেন ঐ ॥৶
" " কৃষ্ণকমল গোস্বামী ঐ ১।৵
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাউফল ১।৵
" " ঈশানচন্দ্র রায় কুচবেহার ১।৵
" " দয়ালচন্দ্র সোম বুকক্লাব বাঁকিপুর ১।৵
" " দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় জোরবাঙ্গলা দারজিলিং ১৲
" " যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার, পিরগাছা ১।৵
" " ভুবনমোহন চৌধুরী কলিকাতা ১।৵
" " বিদ্যাধর রায় বরিশাল ১।৵
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায় জমিদার মজঃফরপুর ত্রিহুত ১।৵
" " দীপচন্দ্র ঘোষ বুড়িরহাট ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ ১।৵
" " সেক্রেটরী বাবুর বুকক্লাব দারজিলিং ১।৵
" " গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ ১।৵
" " বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী ঐ ১।৵
" " দুর্গাচরণ রায় কার্সকঙ্গ ১।৵
" " ব্রজলালচক্রবর্ত্তী দরভাঙ্গা ১।৵
" " অশোকচন্দ্র লাহিড়ী শ্রীহট্ট ১।৵
" " মাণিকচন্দ্রবসু আখিরিগঞ্জ ১।৵
" " রামকৃষ্ণ বসু আড়বালিয়া ১।৵
" " দীননাথবিশ্বাস কুচবেহার ১।৵
" " কৃষ্ণকুমার রায় ডায়মণ্ড হারবার ১।৵
" " অভয়াচরণ বসু সাহিলী ১।৵
" যাত্রামোহনচৌধুরী চট্টগ্রাম ১।৵
" " রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়বাহাদুর বলিহার ১।৵
" " হরিবিলাস আগরওয়ালা আসাম ১৲
" " দীনবন্ধুদাস নোওয়াখালী ১।৵
কাপ্তান ই জি লিলিং ষ্টোন আগরতলা ১।৵
" " দুর্গদাস তলাপাত্র আগরতলা ১।৵
" " হরচরণ নন্দী ঐ ১।০

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ ১৷৵

" " কৃষ্ণচরণবসাক ময়মনসিংহ ১৷৵

" " ভৈরবচন্দ্র দাস ঐ ১৷৵

" বদনচন্দ্র দাস বাঁকিপুর ১৷৵

" " প্রাণকৃষ্ণভাদুরী কলিকাতা ৸৵

" " মদনমোহন রায় পাবনা ১৷৵

" " ভদ্রসেন বড়ুয়া নওগাঁ ১৷৵

" " শরচ্চন্দ্র মজুমদার ঐ ১৷৵

" " পদ্মহাস গোস্বামী ঐ ১৷৵

" " চন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জামালপুর ১৷৵

" " রজনীকৃষ্ণ বসু জামালপুর ৸৵

" " ঈশ্বরচন্দ্র গুহ ঐ ৸৵

" " প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১৷৵

" " হরিমোহনবিশ্বাস হাকিমপুর ১৷৵

" " অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় আগরা ১৷৵

" " তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঐ ১৷৵

" " শীতলচন্দ্র মিত্র ঐ ১৷৵

" " উমেশচন্দ্র সান্যাল ঐ ১৷৵

" " নবকুমার দাস কাছার ৸০

" " ঈশ্বরচন্দ্র বাগ্‌ছি বলিহার গ্রাম ১৷৵

শ্রীযুত গোলামালি চৌধুরী জমিদার হাটুরিয়া ১৷৵

শ্রীযুত বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মজঃফরপুর ১৷৵

" " কাশীকান্ত ঘোষ পুবাইল ১৷৵

" " দুর্গানাথ রায় জমিদার ঐ ১৷৵

" " বৈকুণ্ঠনাথঘোষ মানিকগঞ্জ ১৷৵

" " হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৷৵

" " অশ্বিনীকুমারচক্রবর্ত্তী পাটনা ১৷৵

" " দীনবন্ধু গাঙ্গলী বাঁকিপুর ১৷৵

" " ব্রজেন্দ্রমোহন দাস ঐ ১৷৵

" " গুরুপ্রসাদ সেন ঐ ১৷৵

" " শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কাছার ১৷৵

" " বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় আলমডাঙ্গা ষ্টেশন ১৷৵

" " যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় কালনা ১৷৵

" " ঈশ্বরচন্দ্র দে মাঁদারিপুর ১৷৵

" " রজনীকান্ত ঘটক ঐ ১৷৵

" " কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম ১৷৵

" " কালী কমল চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লা, ১৷৵

" " বিনোদবিহারী চৌধুরী বারিপুর ২৪ পরগণা ১৷৵

" " দুর্গা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কুচবেহার দীন হাটা ১৷৵

" " রেবতীমোহন নন্দী লেছরা গঞ্জ ১৷০

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন
বরিশাল ১।৶
,, উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বাগহাট ১।৶
,, গোলোক চন্দ্র দত্ত কাছার ১।৶
,, রজনী কান্ত ঘোষ নড়াইল ১।৶
,, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
ঐ ১।৶
,, গদাধর মিত্র নড়াইল ১।৶
,, রাম লাল রায় ঐ ১।৶
,, অন্নদা প্রসাদ সেন ঐ ১।৶
,, বসন্ত লাল দত্ত চাঁচড়ি
কানিয়া ১।৶
,, শশিভূষণ সরকার ঐ ১।৶
,, গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার
সুন্দরপুর ১।৶
,, নব কিশোর সেন শ্রীহট্ট ১।৶
শ্রীযুত এ ডবলিউ পাওয়ার স্কোয়ার
চট্টগ্রাম ১।৶
শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু ঠাকুর নাজির
সাহেব আগরতলা ১।৶
,, হেমচন্দ্র সিংহ লক্ষ্ণৌ ১।৶
,, শম্ভুচন্দ্র দে শ্রীহট্ট ১।৶
,, উপেন্দ্র চন্দ্র খাঁ
করঞ্জাপাঠশালা ৸০
,, গোবিন্দ লাল রায় জমিদার
ভাজহাট মাহিগঞ্জ ১।৶
,, মথুরা নাথ সরকার
বাইশারী ১৶

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী
মুরশীদাবাদ ১।৶
,, শরচ্চন্দ্র রায় মেহেরপুর ১।৶
,, রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৶
,, মুকুন্দ চন্দ্র সেন ঐ ১।৶
,, যদু নাথ মজুমদার ঐ ১।৶
শ্রীযুক্ত সমসের আলী চৌধুরী জমিদার
পাটগ্রাম ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অভয়ানন্দ দাস
বরিশাল ১।৶
,, জয়কুমার দেব কাছার ১।৶
,, গুরুচরণ সেন ঐ ১।৶
,, উমাকান্ত ঘোষ কাছার ১।৶
,, গোপাল কৃষ্ণ দেব ঐ ১।৶
,, শিবচন্দ্র দত্ত ঐ ১।৶
,, অম্বিকা চরণ সরকার
বর্দ্ধমান ১।৶
,, রমণীমোহন রায় চৌধুরী
জমিদার ভুষভাণ্ডার ১।৶
,, কালীকুমার রায় কালীগঞ্জ ১।৶
,, আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস গোয়াল-
পাড়া ১।৶
,, প্রসন্নকুমার দাস কালীগঞ্জ ১।৶
,, রামজীবন ঘোষ দরভাঙ্গা ১।৶
,, ভগবানচন্দ্ররায় মেদিনীপুর ১।৶
,, ব্রজমোহন মিত্র ঐ ১।৶
,, চন্দ্রমোহন মিত্র ঐ ১।৶
,, অতুল চন্দ্র ঘোষ টুবকি
বাগরা কুমিল্লা ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ ঘোষ
বেগমগঞ্জ ১।৵
" " জানকী নাথ দত্ত চাপরা
কৃষ্ণনগর ১।৵
" " প্রসন্নকুমার গুপ্ত রমহৎপুর
বরিশাল ১।৵
" " শ্রীনাথবসু জমিদার শ্রীনগর ১৲
" " প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উমেদপুর ১৲
দীনবন্ধুভট্টাচার্য্য কুশারিপাড়া ১৲
" " অম্বিকাচরণ লস্কর সোন্দার
দিয়া ১৲
" " হর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য চাঁদের
চর ১৲
" " রাজকিশোর বন্দোপাধ্যায়
বদরসন ১৲
" " অমৃত নারায়ণ আচার্য্য
চৌধুরী মুক্তাগাছা ১৵
" " বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিবাধই ৸৹
" " হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুর্গাপুর ১।৵
" " দীনবন্ধু মৌলিক আমিন পুর
স্কুল ১।৵
" " ঈশ্বরচন্দ্র রায় জমিদার
সুয়াপুর ১।৵
" " গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তমলুক ১।৵
" " শীতল প্রসাদ দত্ত ঐ ১।৵
" " গৌরচন্দ্র সেন ভোলপুর ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দেরাধুন ১।৵
" " শিবনাথ সাহা ঐ ১।৵
" " অম্বিকাচরণ সোম ঐ ১।৵
" " কালীনাথ রায় উকিল
নবাবগঞ্জ মালদহ ৸৵
" " মতিলাল হালদার টকভর |৹
" " অক্রুরচন্দ্র সেন রোয়াইল ১৲
" " কেদার নাথ চৌধুরী বোয়ালিয়া
হাই স্কুল ১।৵
" " করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উনাও অযোধ্যা ১।৵
" " হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড
রেলওয়ে ষ্টেশন ১।৵
" " রাজ মোহন দে দেক্রগড়, ১।৵
" " কাশী চন্দ্র বসু চট্টগ্রাম ।৵
" " ঈশান চন্দ্র মজুমদার শ্রীহট্ট ১।৵
" " প্রসন্ন চন্দ্র বন্দোপধ্যায়
শ্রীনগর ১।৵
" " শশি ভূষণ দত্ত কোড়হাটি ১৴১৹
" " কালী কুমার ধর কাছার ১।৵
" " ক্ষেত্রনাথ পাল খরকপুর
মুঙ্গের ১।৵
" " গোপীনাথ দত্ত অগ্রদ্বীপ ১।৵
" " কালীভূষণ রায় দোগাছি
জেহানাবাদ ১।৵
" " চারু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কালিকাপুর ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ সান্যাল জলপাইগুড়ি ১।৴
" " তারিণী চরণ সেন কুমিল্লা ১।৴
" " প্রসন্ন চন্দ্র সেন দিনহাটা ১।৴
" " ভৈরব নাথ চৌধুরী নশরৎপুর বগুরা ১।৴
" " পূর্ণচন্দ্র রায় টাকী ১।৴
" " শিবহরি পাঠক বারিপুর ১।৴
" " জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁদের চর ১।১০
" " শ্যামা চরণ ভৌমিক কাটা জালি, পোষ্টাফিশ বাটীকার ৸০
" " বিষ্ণু চন্দ্র সেন বাসণ্ডা, ১।৴
" " আনন্দ মোহন রায় ঐ ১।৴
" " চন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় বরিশাল ১।৴
" " রজনী কান্ত ঘোষ ঐ ১।৴
" " রাজকুমার সেন গুপ্ত ঐ ১।৴
" " ললিত কিশোর রায় ঐ ১।৴
" " প্রসন্নকুমার গুহ যশোহর ১।৴

স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসু ১৲
" " সারদাকুমার রায় ১৲
" " গোবিন্দ চন্দ্র রায় জমিদার ধান কোড়া ১৲
" " শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৲
" " চন্দ্রমোহন রায় ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র ১৲
" " তারিণীচরণ সেন ১ম ১৲
" " তারিণীচরণ সেন ২য় ১৲
" " রামকিশোর রায় ১৲
" " ত্রিগুণাচরণ দাস ১৲
" " ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
" " নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲
" " শশীভূষণ গুহ ১৲
" " নবদ্বীপচন্দ্র বণিক্য ১৲
" " অন্নদাচরণ গুহ ১৲
" " নবকুমার রায় ১৲
" " গঙ্গাগতি দত্ত ১৲
" " রজনীনাথ গাঙ্গলী ১৲
" " বসন্তকুমার গুহ ॥৴
" " কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় ১৲
" " আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৲
" " সা মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ডকোং ৸৴
" " হারাণচন্দ্র সরকার ১৲
" " চন্দ্রমাধব পাল ১৲
" " চন্দ্রমাধব দাস ১৲
" " কালী নারায়ণ বসু ১৲
" " রমাকান্ত নন্দী ১৲
" " দ্বারকানাথ গুপ্ত ১৲
" " লছমোহন বসাক ১৲
" " আনন্দচন্দ্র চৌধুরী ১৲
" " জানকীনাথ রায় ১৲

স্থানাভাব বশতঃ স্থানীয় ও বিদেশীয় আরও অনেকের মূল্যপ্রাপ্তি এবার প্রকাশ করা গেল না।

REGISTERED No 9.

বান্ধবের মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

মূল্য	ডাক মাসুল	মোট
বার্ষিক ১	।৵০	১।৵০
ষাণ্মাসিক ॥৵০	৶০	৸৵০
পশ্চাদ্দেয়		
বার্ষিক ১॥০	।৵০	১৸৵০
ষাণ্মাসিক ৸৵০	৶০	১৵০

প্রতিখণ্ড নগদ ।০ চারিআনা।

প্রথম তিন মাসের মধ্যে মূল্য দিলে তাহা অগ্রিম মূল্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
উকিলজজআদালত
ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

বালিয়াটি নিবাসি সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'গিরিশযন্ত্র' নামে পরিচিত যন্ত্রালয় ঢাকা বাঙ্গলা বাজার আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইয়াছে। এই যন্ত্রালয়ে সর্ব্ব প্রকার মুদ্রাঙ্কণকার্য্য সুচারুরূপে অতি অল্পব্যয়ে, অল্প সময়ে নির্ব্বাহিত হয়। এতৎসম্বন্ধে কাহারও কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে, অতঃপর আমার নিকট লিখিবেন।

ঢাকা বান্ধব কার্য্যালয়। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

১ম খণ্ড। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ। ১২৮১।

বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়— পৃষ্ঠা

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

শ্রীমওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

বান্ধবের মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাক মাসুল	মোট
বার্ষিক	১৲	।৵০	১।৵০
ষাণ্মাসিক	॥৵০	৵০	৸/০

পশ্চাদ্দেয়।

বার্ষিক	১॥০	।৵০	১৸৵০
ষাণ্মাসিক	৸৵০	৵০	১৵০

প্রথম তিনমাসের মধ্যে মূল্য দিলে তাহা অগ্রিম মূল্য বলিয়া গৃহীত হয়।

বান্ধব কার্য্যালয়। বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা। } শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়। কার্য্যাধ্যক্ষ।

জাতীয় জীবন।

জীবন আর মৃত্যুর মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য হইলেও, সকলেই দেখিয়া দেখিয়া এই দুইয়ের কতকগুলি স্থূল লক্ষণ অন্তঃকরণে স্থির করিয়া রাখে। লতা, পাদপ, পশু, পক্ষী, কিংবা মনুষ্য কি অবস্থায় থাকিলে তাহাদিগকে জীবিত বলা যায়, এবং কি কি লক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে মৃত বলা হয়, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। কেননা সকলেই ইহা বুঝে। কিন্তু জাতীয়জীবন কি পদার্থ,—পৃথিবীর কোন্ কোন্ জাতি অদ্যাপি জীবিত আছে, কোন্ কোন্ জাতি মৃতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সাধারণ লোকে বুঝে না। একথা বুঝিবার জন্য চিন্তাজগতের যে স্থানে আরোহণ করা আবশ্যক হয়, সেখানে তাহারা উঠিতে পারে না। বুদ্ধিরই দোষ হউক, অথবা হৃদয়েরই অপূর্ণতা হউক, তাহাদিগের পরিমিত ক্ষমতায় তাহা কুলায় না।

জীবনের প্রধান লক্ষণ গতি; মৃত্যুর প্রধান পরিচয় গতির অভাব। এই গতি স্থানত্যাগ নহে, এবং এই গতির অভাবও একস্থানে অবস্থান নহে। তরু গমনাগমন করে না; তথাপি উহাকে জীবিত বলি। কারণ, উহার ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, এবং ঐ ক্ষয় বৃদ্ধিই উহার জীবনী গতি। আর, ঐ যে তৃণটি কি তুলাটুকু বাতহিল্লোলে একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, একবার উত্তরে যাইতেছে, আবার দক্ষিণে সরিতেছে, উহার গতি থাকিলেও উহাকে মৃত বলি। যেহেতু, ঐ গতি উহার নহে। মনুষ্যের মৃতদেহ যখন পরকীয়বলে একস্থান হইতে অন্যত্র নীত হয়, তখন তাহাতে কেহই জীবনের চিহ্ন দর্শন করে না।

গতি যে জীবনের এক প্রধান লক্ষণ তাহা নদ নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই গাঢ়তররূপে প্রতীত হয়। বদ্ধ তড়াগ যতই কেন মনোহর হউক না, উহাকে দেখিলেই মৃতবস্তু বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। তীরে তরুরাজি তপস্বীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মৃদুবাহি সমীরণের প্রিয়সংস্পর্শে জলে মৃদু মৃদু লহরীলীলা হইতেছে, নির্ম্মাল্য পুষ্প সকল সেই সমীরণভরে উহার ইতস্ততঃ নাচিয়া বেড়াইতেছে, তথাপি উহাকে দেখিলেই মৃত বলিয়া অন্তরে খেদ হয়।

কারণ তড়াগের জলে গতি নাই। কিন্তু সজীব স্রোতস্বতী যখন করধৃত দর্পণের ন্যায় অতিগভীর প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, যখন উহার জলে একটী বুদ্বুদও দৃষ্টিগোচর হয় না, একটি মৎস্যের উল্লম্ফনশব্দও শ্রুতিপথে প্রবেশ করে না, যখন নির্ম্মল নীল আকাশ উহার বক্ষঃস্থলে প্রতিভাসিত হয়, এবং উর্দ্ধে ও অধোতে একই স্থিরতা দৃষ্ট হইতে থাকে, তখনও উহার অবিরামবাহিনী ধারা দেখিয়া, আমরা জীবিত জ্ঞানে উহাকে ভয় না করিয়া পারি না।

যে জাতীয় লোকদিগের জীবন আছে, তাহাদের গতি আছে, যাহারা মৃত হইয়াছে, তাহাদের গতি নাই। তাহারা উন্নতও হয় না, অবনতও হয় না; উঠেও না পড়েও না। যে ভাবে কেহ একবার ফেলিয়া রাখিয়াছে, সেই ভাবেই পড়িয়া আছে;—লোষ্ট্রবৎ নিস্পন্দ ও নিশ্চল। যদি আবার কেহ চালায়, হয় ত আবার তবে চলিবে। কিন্তু যাবৎ নিজে না চলিবে, তাবৎ পুনর্জ্জীবনের ভরসা নাই। সিডানের প্রহারে ফরাশিশদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়াছে। তথাপি ফ্রান্স মরে নাই। আহত ব্যক্তি যেরূপ ঘোরান্ধ যামিনীতে চৈতন্য লাভ হইলে, বাহুর উপর ধীরে ধীরে ভর করিয়া আশাশূন্য সমরাঙ্গনে আপনার বলে আপনি উঠিয়া বসে, ফ্রান্স ও এইক্ষণ সেইরূপ উঠিয়া বসিতেছে। যখন দণ্ডায়মান হইবে, তখনই বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পুনরায় প্রধূমিত হইবে এবং সেই ধূমবলে সমস্ত দেশে নবীকৃতযন্ত্রের ন্যায় নববীর্য্যসহকারে চলিতে থাকিবে।

জীবনের আর চিহ্ন বেদনাবোধ। যাহার যে অঙ্গে বেদনাবোধ নাই তাহার সেই অঙ্গ মৃত। ব্যাধিদোষে বাহু অবশ হইলে, উহাতে দগ্ধশলাকা ধরিয়া দাও, একটুকুও কষ্ট হইবে না। চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন যে ক্ষত স্থানে যতদিন বেদনা থাকে, ততদিনই আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে। বেদনার সম্পূর্ণ অভাব হইলে, আরোগ্যের সম্ভাবনাও বিনষ্ট হইল। জাতিগত জীবন সম্বন্ধেও একথা হাড়ে হাড়ে খাটে। যে জাতির বেদনাবোধ নাই, সে জাতির কোন ভরসা নাই। আর জীবিত কোন জাতিকে আঘাত কর; দেখিবে, উহার অন্তর্দ্দাহে, আর্ত্তনাদে এবং অন্যাবিধ উপদ্রবে দূরস্থিত প্রতিবেশীও শান্তিতে নিদ্রা সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না।

কে বলে যে অভিমান দোষের কথা? শরীরের পক্ষে যেমন বেদনা, জাতীয় জীবনেরপক্ষেও সেইরূপ অভিমান। যদি

কোন জাতির জাতীয় অভিমান পরকীয় পাদুকাঘাতে একেবারে নাশ পাইয়া যায়, তবে কি আর সৃষ্টি উলটিয়া গেলেও সেই জাতির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকে? তরঙ্গাকুলজলধির মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ যেরূপ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, ইয়ুরোপীয়রাজ্যসমূহের মধ্যেও সুইজরলেণ্ডের ক্ষুদ্ররাজ্য সেইরূপ শোভা পাইতেছে। রুশিয়ার বন্য ভল্লুক অদূরে আরক্তনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে; প্রুশিয়ার হুঙ্কার, তামসী নিশার ঝটিকানিঃস্বনের ন্যায়, অবিশ্রাম সোঁ সোঁ করিতেছে, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি খলপ্রকৃতি প্রতিবেশীরাও অবসর মত, এক এক বার মাথা উঠাইয়া তাকাইতেছে। কিন্তু কেহই অভিমানী সুইজরলেণ্ডের গায়ে হাত দিতে সাহস পাইতেছে না। সকলেই জানে, উহার অঙ্গে বেদনা বোধ এবং আত্মায় ভয়ঙ্কর অভিমান আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রত্যূষসময়ে উইলিয়ম টেল এবং তদীয় সহচরবর্গ বিলক্ষণরূপে ইহার প্রমাণ দিয়াছে।

জীবনের আর এক মুখ্যলক্ষণ একতা। একতাকে জীবনের আর দশ লক্ষণের মধ্যগত একটি লক্ষণ বলাঅপেক্ষা, উহাই জীবন এরূপ বলিলেও অসংগত হয়না। জীবিত দেহে মস্তকের কেশ হইতে পাদদ্বয়ের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত একই অভিন্ন ভাব। একস্থানে কোনরূপ সুখের সংস্পর্শ হইলে, সেই সুখ শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করিয়া শরীরের সকলস্থানে ব্যাপিয়া পড়ে, এবং একস্থানে আঘাত হইলে, সেই আঘাতজন্য দুঃখও ঐরূপ অচিরকাল মধ্যেই প্রতি রোমকূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। কোন অঙ্গের সহিত কোন অঙ্গের বিচ্ছেদ নাই। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য করিতেছে, অথচ তাহাদের সকলেরই এক প্রাণ। এই একপ্রাণতাই উহাদের একতা। যখন মৃত্যু আসিয়া শরীরকে ক্রমে ক্রমে কবলিত করে, তখন প্রথমেই এই একপ্রাণতার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। যখন একপ্রাণতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, তখন জীবনেরও কোন চিহ্নই আর পরিলক্ষিত হয় না। জীবিত জাতীয় মনুষ্যদিগকেও এইরূপ সর্ব্বতোভাবে একপ্রাণ বলিয়া জানিবে। যে জাতির যত দিন একতা আছে, ততদিনই সেই জাতির প্রাণ আছে, একতার ধ্বংস হইলেই, উহা মৃতদেহ বলিয়া গণিত হইল।

যেমন শরীর হইতে প্রাণ একবারে বাহির হয় না, ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করে, অবশেষে চলিয়া যায়; অথবা যেমন তৈলহীন দীপালোকও একবারে নি-

ভিয়া যায় না, ধীরে ধীরে নিভিতে থাকে,—ক্ষণকাল নিভুনিভু জ্বলে, শেষে সম্পূর্ণরূপে নিভিয়া যায়, সেইরূপ জাতীয় জীবনও একবারে তিরোহিত হয় না। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করিয়া ভাটার জলের মত অপস্ত হইতে থাকে। লোকে দূব হইতে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। পরিশেষে দেখিতে দেখিতে এককালে চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন জাতি মরিতে মরিতেও কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। হয়ত, ভাগ্যের বলে আবার পুনর্জীবিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। গ্রীকজাতি যায় যায় বলিয়া আজপর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছে। যাঁহারা স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থ থর্ম্মপলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং আর আর সহস্র ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা স্বদেশের মান দেশে বিদেশে বিস্তার করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের পুণ্যের বল থাকে, তবে হয়ত সেই বলেই জীবন্মৃত গ্রীক জাতি আবার জীবিতবৎ কার্য্য করিবে।

ইটালীর দুর্দ্দশা দেখিয়াও এতদিন কেহ উহার পুনর্জ্জীবনের আশা করেন নাই। ইটলীর বাহুতে আঘাত করিলে, চরণে ব্যথা বোধ হয় নাই, এবং চরণে আঘাত করিলে বাহু বেদনা অনুভব করে নাই। রায়েনজী ঔষধ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছে, কান্দিয়া কান্দিয়া বিদেশীয় কবিদিগের অন্তঃকরণও বিগলিত করিয়াছে। কিন্তু ইটালীতে কেহই তাহার দুঃখে দুঃখী হয় নাই। সেই ইটালী আজ আবার জাতীয় সমাজে আসন পরিগ্রহ করিয়া, সকল জাতির সহিত সমানভাবে সামাজিকতা করিতেছে। ইটালীর যে গতি স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় সঞ্চালিত হইয়াছে, ইটালীর বেদনা বোধ জন্মিয়াছে এবং যে একপ্রাণতার বিরহে উহা মৃততুল্য ছিল, ক্ষণজন্মা পুণ্যাত্মাদিগের প্রাণগতপ্রযত্নে তাহাও আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

এইক্ষণকার যে সকল জাতি পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, এবং পৃথিবীর অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন করিয়া নিজ বীর্য্য বলের পরিচয় দিতেছে, তন্মধ্যে জর্ম্মণজাতি অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বাগ্রগণ্য না হইলেও, নিঃসন্দেহ অগ্রগণ্য। কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে কে জর্ম্মণীকে গ্রাহ্য করিত? একটি দেহকে শতধা বিভক্ত করিলে, তাহার যাদৃশী শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, জর্ম্মণীও ঠিক সেই দশাপন্ন হইয়া কোনপ্রকারে দিনপাত করিতেছিল। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যদ্বারা জর্ম্মণ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, তত্তাবতের পরস্পরসম্বন্ধ একপ্রকার বিনষ্ট হই-

যাছিল। জর্ম্মণীর একজন কাঁদিলে আর একজন হাসিতে থাকিত, এবং এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আর এক অঙ্গ আপনাকে সুস্থ জ্ঞান করিত। কি পথ্য, আর কি অপথ্য, কেহই তাহা বিবেচনা করিত না। যাহা একজন পথ্য বলিয়া সেবন করিত, অপর কেহ তাহা অপথ্য বলিয়া উপেক্ষা করিত, এবং যাহা প্রতিবেশী কর্ত্তৃক অপথ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইত, তাহা সকলে পথ্য বলিয়া তুলিয়া লইত। কে যেন সহসা আসিয়া কি একটি মন্ত্র পড়িতে লাগিল, আর সেই মন্ত্র মহিমায় জর্ম্মণীর অঙ্গে অঙ্গে পুনরায় সম্মিলন এবং পুনঃশোণিত সঞ্চালন হইল, এবং দুদিন দশদিন যাইতে না যাইতেই জর্ম্মণী নিদ্রোত্থিত সিংহের ন্যায় ভৈরবনাদে গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিগে নিজ নিদ্রাভঙ্গের বার্ত্তা প্রেরণ করিল। এই নিদ্রাভঙ্গ অথবা এই নবজীবনের প্রথম ফল ১৮৬৬ খৃঃঅব্দের সাডোবার জয়দুন্দুভি, এবং তৎপরের ফল সিডান। ইহা হইতে আরও কি কি ফল ফলিতে পারে, তাহা ভবিষ্যতের তামসগর্ভে। ইতঃপূর্ব্বে জর্ম্মণীর মস্তকচ্ছেদন করিলে পাদাঙ্গুষ্ঠ পীড়াবোধ করিত না। এইক্ষণ কেহ সাহস করিয়া জর্ম্মণীর পদনখও স্পর্শ করেনা। কারণ সকলেই ইহা জানে যে, তাহা হইলে সিংহের সমস্ত শরীরে বেদনা বোধ হইবে।

স্বজাতির দুঃখে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অসহ্য দুঃখ অনুভব করেন। যে স্বজাতির দুঃখেও দুঃখিত হয় না, তাহাকে পণ্ডিতেরা কাক কুক্কুর শৃগাল হইতেও হীন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে স্বজাতির দুঃখ দূর করিতে হয়,—কি মন্ত্র সাধন করিলে অথবা কি মহৌষধি প্রয়োগ করিলে, স্বজাতির অর্দ্ধমৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হয়, সে বিষয় অনেকেই অন্ধ। যাঁহারা কোন জাতির পুনরুত্থান কামনা করিয়া স্বজাতীয় লোকদিগের মধ্যে অনৈক্যের অঙ্কুর রোপণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে জাতীয় শত্রু বলিয়া ব্যাখ্যা করি। যে বন্ধনে কোন জাতির পরস্পরবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পুনরায় দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে, যাঁহারা তাহা ছেদন করিবার জন্য করে অস্ত্র ধারণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে স্বগোত্রবৈরী বলিয়া দূর হইতে, অভিবাদন করি। যাঁহাদের বাক্য কিংবা কার্য্য কোনরূপেও দেশের একপ্রাণতার মূলে আঘাত করে, আমরা তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য সকলকেই অন্তরের সহিত উৎসাহ দি।

যদি কেহ কোন মৃতকল্পজাতির যথার্থ হিতকামনা করেন, তাহা হইলে যা-

হাতে সেই জাতির গতিশক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হয়, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুনরায় বেদনা বোধ হইয়া উঠে, এবং সকল অঙ্গে একাঙ্গতা ও একপ্রাণতা জন্মে, তদর্থই তাঁহার কায়মনোবাক্যে যত্নপর হওয়া উচিত।

(প্রাপ্ত।)

তাপিত দম্পতী।

১।

সুনীল আকাশে যথা বালার্ক সুন্দর,
অলকা আবৃতভালে সিঁন্দুরের ফোটা,
সদা হাসি হাসি মুখ
উপজিত কত সুখ
(সরস-সলীল, শশী কৌমুদী পরশে)
সরলতা মধুময় বেলফুল বাস
ললিত ললিত অঙ্গে কত পরকাশ!

২।

সাজিতে সুন্দর সেই মনোহর কালে,
কৃত্রিম বিলাস ভ্রমে নারিত পশিতে
পবিত্রতাময় মনে,
সখীসহ আলাপনে
খেলায় হেলায় যেত সময় সকল;
সেদিনকোথায়,প্রিয়ে!সেদিনকোথায়?
সরল সে ভাব আঁখি নিরখিতে চায়।

৩।

চাঁদের সোহাগে কৌমুদীর পরকাশ
প্রণয় পরশে রসে জীবন তখন,
নিরখি নিরখি তব
মনে ভাব অভিনব
আশার বিরতি নাই, প্রণয়ী এমন,
কথা নাই মুখে, কিন্তু নয়নমিলনে,
প্রণয় সুধার সিন্ধু উথলিত মনে।

৪।

অপ্রশস্ত সামান্য নদীর স্রোতগতি
বায়ুগতি অবহেলে কলকল ধ্বনি;
গম্ভীর জলধি তলে
অপ্রকাশ স্রোত চলে
গম্ভীর প্রণয় স্রোত প্রকাশ নীরবে;
তেমতি তোমার ভাব ছিল এত দিন
আজি কেন প্রেম সিন্ধু নয়ন মলিন?

৫।

শুভ পরিণয় পরে নূতন প্রণয়
বান্ধা থাকিতাম দোহে অভিন্ন হৃদয়,
নয়নে নয়ন দিয়ে
মনে মন মিশাইয়ে
নাই আগা নাই শেষ হইত আলাপ
সময় সুখের পক্ষে কাল সনাতন
যাইত সকালে, ঘুমে বিবশ নয়ন।

৬।

এখন কি আছে প্রিয়ে মনে সমুদয়

তবে কেন হেন ভাব স্বভাব অভাব ?
ফুলসাজে সুখ যার
সোনায় না চিত্তে তার
সুখ চিহ্ন দেখি, হায় সবে অনাদর ?
যদি সুলোচনে ! তব এত ছিল মনে
তখন সরল ভাব দেখাতে কেমনে ?

৭

প্রভাতে উঠিয়া বসি জীবিকা চিন্তনে
সামান্য জীবিকা তরে এত পরিশ্রম ?
থাকি বল কোন্ সুখে
হাসি নাই তব মুখে
হাসি, পরাধীন বাঙ্গালির সুখ সার ?
আর কি কহিব প্রিয়ে ! আঁধার সকল
চারিদিকে অসুখের আসার কেবল।

১

অহো নাথ ! সুখদিন হইয়াছে গত,
আর কি হইবে হেন কপাল আমার .
হাসিব তোমায় দেখি
জুড়াবে তৃষিত আঁখি
নাচিবে হৃদয় সদা সুখের আগার !
সুখের সেদিন প্রিয় ; ছিল সেইদিন
যেদিন তোমার মুখ দেখিনি মলিন।

২

মানসে মনের তুল্য নাই মূল্যবান,
রমনীর মন যেই হৃদয় রতন
প্রাণেশ, যাঁহার স্থান
হৃদিপদ্মে বিদ্যমান,
তাহার অসুখে কোথা হৃদয়ের সুখ ?
ধিক্ সে ললনা যার সুখে থাকে মন
নিরখিয়া প্রাণেশের মলিন বদন।

৩

বালিকা যখন, কিছু বুঝি নাই আমি,
তোমার প্রণয় পূর্ণ পিযূষ ভাণ্ডার
সরল সদয় মন
ভাল বাসি অনুক্ষণ
শিখাইল ভাল বাসা, শিখিনু যতনে
যাপিতে সময় সদা জ্ঞান আলোচনে
তবমুখে হাসি দেখি হাসিনু বদনে।

৪

পড়িতে পুস্তক নাথ ; হাসি হাসি মুখ,
সে মুখ সে আঁখি ছিল আমার পুস্তক।
কত ভাব কালিদাসে
ভবভূতি বেদব্যাসে
যে সুখ লভেছি নাথ ! নিরখি বদন
তুমি কি লভেছ পড়ি ষড়দরশন ?

৫

হাসিতে রে প্রিয়তম ! ভাসিত হৃদয
প্রণয়ের সরোবরে কেমনা হাসিব ?
শুধু মুখ নিরখিয়া
জুড়াত তাপিতহিয়া
(তাপিত কেবল দরশনের অভাবে।)
কি করি প্রকাশ করি সে সুখ যখন
শত প্রিয় সম্ভাষণে যুড়াতে জীবন।

৬

চপলা চালিত জলধরে জলধরে
আকাশে সতত দেখি প্রিয় আলিঙ্গন

প্রণয় চপলাভাস
হৃদে সদা পরকাশ
কেমনা মিলাবে সুখে প্রণয়ীর মন ?
হেন ভাব অহো নাথ ! আছিল যখন,
কেমনা হাসিব আমি সদাই তখন ?

৭

এবে কোন্ সুখ ? হায় সকলই গত
আমার কারণ তব এত পরিশ্রম !
কোথা সে সোণার বর্ণ
দেহ দেখি শুষ্কপর্ণ
কোথা তব হাসি নাথ ! বল একবার।
জীবিকার তরে হায় ! এতবিড়ম্বনা
শরীর শোণিত জল সদা ক্ষুণ্ণমনাঃ।

৮

কেবল আমার তরে যতন তোমার,
আপনার সুখে দেখি সদা অনাদর।
সুস্থতা হতেছে গত
দেহ অস্থি পরিণত
চিন্তায় চিন্তায়, হায় ভাবিতে না পারি,
যেদশা দেখিতে পাই হইবে কি আর।

৯

অভাগিনী তরে তব এত পরিশ্রম !
হাসি কি আসিতে পারে বদনে আমার ?
দিন দিন ক্ষীণ দেখি
চাহিতে না পারে আঁখি
তাতেই সতত নাথ ! মলিন বদন।
এই মোর কপটতা এইত সকল
আছত হৃদয়ে, দেখ সকল সরল।

১০

কাজ নাই পরিশ্রমে কাজ নাই সুখে
বণিক করুক গিয়ে সোনায় আদর।
সব আমি ভস্ম গণি
তাহে বল অভিমানী
তোমার প্রণয় ভূষা মম অভিমান।
সেই মোর হৃদয়ের সুখের সম্বল
সংসার চক্রেতে মাত্র সেই পরিমল।

১১

চল নাথ ! কাজ নাই ক্লেশ করি এত
চলহে পয়াণ করি মলয় অচলে।
সুরস সুরস ফলে
নির্ঝর শীতল জলে
পোষিবে শরীর, মন হইবে সুস্থির।
সদা তব পাশে বসি সুখ বিলোকন
সুখেতে সুখেতে হবে সময় যাপন।

১২

চল নাথ ! সেই দেশে আমোদ প্রমোদ
উন্নতির পরিণাম, নাই হেন স্থানে !
সীতা পঞ্চবটীবনে
সুখে শ্রীরামের সনে
ছিলেন যেমন সুখে, রহিব তেমন।
কাজ নাই কাজ নাই গৃহে করি বাস
সরল নূতন সুখে যাবে বার মাস।

১৩

তবেই হাসিবে, প্রিয় ! এমুখ আবার
নিরখিয়ে তব মুখ প্রফুল্ল, উজ্জ্বল।
তুমি মম আমি তব
অবনীর সুখ সব

আমাতে তোমার হবে, তোমাতে আমার।
বনের ফুলের মাল
রবি মুক্ত কেশ জাল
ঢাকিয়া বদন আধ, প্রেমের মুরতি।
বসিয়া তোমার পাশে থাকিব যখন,
আমার বদন নাথ! হাসিবে তখন।

——০০০——

ভারতে আশা।

"আশা কি?" এই প্রশ্ন লইয়া কবির সমক্ষে উপস্থিত হও। কবি অস্থিরমতি। তিনি একবার বলিবেন "আশা এক পরমসুন্দরী সিমন্তিনী,—হৃদয়ানন্দবিধায়িনী।" আবার পরক্ষণে বলিবেন, "আশা মরীচিকা, মায়াবিনী।" ইহার মধ্যে কোনটি সত্য? উপদেষ্টৃগণকে জিজ্ঞাসা কর "আশা কি অবলম্বনীয়?" তাঁহারা বলিবেন, "শুধু আশাই মানবজীবনের অবলম্বন। দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে আশা মনুষ্যের সুখের তরণী।" দ্বিতীয় বিবেচনার পর বলিবেন, "আশার বশবর্ত্তী হইও না। এই রঞ্জিত দর্পণের মধ্যদিয়া যত কিছু সুন্দর দেখা যায়, জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টি করিলে সকলই কুরূপ, কদাকার। আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা আশা না করাই ভাল।" এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়?

তুমি বালক, সংসারে প্রবেশ করিতেছ, দেখিতেছ সকলই সুন্দর, সকলই নূতন। তোমার জীবনের সরস বসন্ত আগত। আনন্দবিস্ফারিত চক্ষে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অভিনব ভাব উদ্দীপ্ত হইল। আশা তোমার হৃদয়চক্রে মধুক্রম রচনা করিয়া গুন্ গুন্ রবে চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। সুতরাং আশার বিপক্ষ কবিগণ তখন তোমার বিবেচনায় বাতুল ও নির্ব্বোধ। ক্রমে তোমার বয়সের পরিণতি আরম্ভ হইল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তেজস্বিতাও কমিয়া গেল। যে সংসারকে এতদিন সুখসরোবর বিবেচনা করিয়া মানসসরোবরে রাজহংসবৎ বিরচণ করিতেছিলে,—উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্ম ধরিবার জন্য যত্ন করিতেছিলে, এইক্ষণে সেই সরোবরে তরঙ্গ বাঁধিল। তোমার সুখের স্বর্ণকমল বত্নময় মৃণালসহ গভীর জলধি তলে নিক্ষিপ্ত হইল।

দীর্ঘকাল যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছিলে, এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিলে

সে প্রকৃত সুখ নয়, তোমার কল্পনা-প্রসূত ছায়া মাত্র, ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত উষ্ণ নিশ্বাস মাত্র, দুস্তর সংসার মরুতে মরীচিকা মাত্র।

সংসারের আশার সুখ যদি মরীচিকা হইল; রবিকিরণ বালুকারাশিই যদি মুমূর্ষুচক্ষে ভ্রম জন্মাইল, পিপাসায় যাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাকে জল দানের আশা দিয়া যদি জলাশয় ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, তবে আর ফ্রিজিয়াধিপতি টান্টেলসের অবস্থা শোচনীয় কেন?

যদি সকলের অবস্থাই এইরূপ হয়, তবে মনুষ্য আশা করে কেন? অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে যত্ন করে কেন?

আশা মনুষ্যজীবনের জীবন। অপরিণামদর্শিতার জন্য এক জন কষ্ট পাইবে বলিয়া জগৎ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। আশাবিহীন হইয়া জীবন ধারণ অসম্ভব; যদি সম্ভবপরও হইত তথাচ অসুখের সীমা থাকিত না। প্রবল আশা সুখপ্রাসাদের ভিত্তিভূমি। যাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর শোকসন্তাপে দগ্ধ হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারসুখ [illegible] নিস্পৃহ হইয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তাহার মনেও আশা আছে। কারণ ও কার্য্য এতদুভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, আশা ও জীবনধারণে তদ্রূপ। কারণ ব্যতীত কার্য্য নাই, আশা ব্যতীত জীবন ধারণও হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে ফল লুক্কায়িত থাকে। সেইরূপ প্রত্যেক আশার অভ্যন্তরে সুখ আছে। সুতরাং আশায় ও সজীবজগতে কার্য্যকারণ বন্ধন। যাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহময়ী জননী মুমূর্ষ সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকেন, যাহার উত্তেজনায় ছাত্রগণ সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া নিদ্রাক্লিষ্টনয়নে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, কৃষক মধ্যাহ্ন সময়ের অগ্নিকণাবর্ষী আতপতাপে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও হল চালনা করে, তাহারই নাম আশা।

আশা চিরসঙ্গিনী, আশার তুল্য বিশ্বস্ত আর নাই। বালক নিরাশ্রয়, আশা তাহার প্রতিপালিকা স্নেহময়ী ধাত্রী। যুবক আশার বাক্যে বিশ্বাস করে তাহায় মধুরতা বুঝিতে পারে, আশা তাহার রসময়ী সহচরী। বৃদ্ধ, কালশয্যায় শয়ান, জীবনের পাপানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে; শয্যা কণ্টকময়; আশা কণ্টক দূরীকরণে যত্ন করিতেছে, অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যৎ পথ সুগম করিতে প্রদীপ হস্তে অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

গ্রীক-কবি-কল্পনা-প্রসূত প্যাণ্ডোরার উপন্যাস হইতে আশার মহীয়সী

শক্তিপরিগ্রহ হইতে পারে। দুঃখ দুর্দ্দশায় জড়িত বিকৃত দেহ ইপিমিথিয়স পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াও আশার অবলম্বনে সুখে ছিলেন।

এক্ষণে ভারতও ইপিমিথিয়সের অবস্থাপন্না; শোকে দুঃখে জড়িতা, বিকৃতাঙ্গী, বিবর্ণা। কেবল বিশেষ এই ভারতে তেমন আশা দেখিতে পাইনা। উত্তালতরঙ্গসঙ্কুলসমুদ্র মধ্যে নির্ব্বোধ কর্ণধার, পোতের কর্ণ ছাড়িয়া দিয়া যেমন ভাগ্য পরীক্ষা করে, উপর্য্যুপরি উপপ্লবে ভীতা ভারতেরও সেই দশা ঘটিয়াছে! ভারতের আর সে দিন নাই। যে সময়ে বিনির্ম্মল আশাজ্যোতিতে ভারতবাসিগণের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরভাগ আলোকময় করিয়াছিল; যে সময়ে তাঁহারা উন্নতি শৈলের শিখর দেশ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; যে সময়ে গ্রীস, রোম মিসর প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য সকল ভারতের নিকট জ্ঞানের জন্য ঋণী ছিল, এক্ষণে আর সেদিন নাই। ষড়দর্শন-প্রযোজিকা বুদ্ধি এইক্ষণ অনুকরণে রত! ক্ষত্রীয় প্রভৃতির বাহুবল আত্মদ্রোহে পর্য্যবসিত। যবন বিপ্লবে বীরপ্রসবিনী আর্য্যভূমি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে; পৃথুরাজের সহিত সমস্ত আশার মূল উৎপাটিত হইয়াছে, পণ্ডিত মণ্ডলীর বিজ্ঞান-বিতর্ক সাঙ্গ হইয়াছে! ভারত বীর্য্যহীনা, ভূলুণ্ঠিতা!

পতন হইতে উত্থান প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ। ভারতের পতন দেখিলাম, পুনরুত্থান দেখিতে আশা হয় না কেন? আমরা দেখিলাম, রোমপদানত গল রাজ্য বিজ্ঞান-প্রসূতি ফরাশিদেশে পরিণত হইল। সময় পাইয়া অশ্রুসিক্ত, মলিনবসন গ্রীস ও রোম রাজ্যকে আবার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে ফ্রান্স প্রধান সহায় হইয়াছিল। আবার উনবিংশ শতাব্দীর অত্যুন্নত অবস্থায় দেখিতে দেখিতে নিজভূমিতে ফরাশীরাজ্যের পতন হইল, অমনি যেন দৈববলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ফরাশি রাজ্য আবার পূর্ব্বপদবী লাভ করিল। এ দৈব বল কি? আশা। এক নেপোলিয়ন সিংহাসনচ্যুত হইল বলিয়া ফরাশিদেশে শান্তি শ্রী হত নাই; কোটিনক্ষত্রসমুজ্জ্বল নভোমণ্ডল একটি নক্ষত্রপাতে নিস্তেজ দেখায় না। সহস্র সহস্র প্রাণিনাশ হইল, তাহাতেও আশা খর্ব্ব হয় নাই। যে দেশ উন্নতির চরমসীমা দেখিতে ব্যস্ত, সে দেশ উন্নতির সোপান দেশে নিক্ষিপ্ত হইলে ভীত হইবে কেন? 'স্বভাবই প্রভাব' এবাক্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভারতে আশা নাই, উন্নতিও

নাই। স্পেনীয়গণের রাক্ষসবৎ ব্যবহার হইতে আমিরিকা আশার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিল কিন্তু পতিত-ভারত আর উঠিতে পারিল না। দরিদ্রের রাজা হওয়াও সম্ভবপর দেখিতে পাই, কিন্তু ধনীর দুঃখীসন্তান অপেক্ষাকৃত উন্নমাবস্থ প্রাপ্ত হয় না, ইহার কারণ কেবল আশার অভাব।

অনেকে বলেন, আশা শক্তি-সাপেক্ষ। ভারতে শক্তি নাই, আশা কোথা হইতে আসিবে? এ নিতান্ত অদূরদর্শীর কথা। আশা শক্তি-সাপেক্ষ নহে, বরং শক্তিই আশার অনুগামিনী। শক্তি স্থিতিস্থাপক, আশার আকর্ষণ ব্যতীত বড় হয় না। আশাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাহা হইলে শক্তিও সীমাবদ্ধ হয়। মহাবল নেপোলিয়ন বোনাপার্টী যখন এক্ষেসিয়োর মিলিটেরি স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার শক্তি কত ছিল? যদি তাঁহার গগণবিহারিণী আশা সেই সময়ের অনতিপরিস্ফুট কুসুম কোরক সদৃশ বালশক্তিতে সীমাবদ্ধ করিতে পারিতেন তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশের আরম্ভ পর্য্যন্ত ইয়োরোপে যে অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। আশা প্রনোদিত না হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের রাজ্যাংশ হইতে সামান্যাবস্থ পার্ব্বতীয় কখনও স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারিত না, শিবজিকে মহারাষ্ট্রকুলতিলক বলিয়া কেহ স্মরণও করিত না।

আশার প্রভাব কতদূর কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অলস-মানস-প্রসূত দিবাস্বপ্নকে আশা বিবেচনা করে, কেবল সেই ব্যক্তি যৌবনের মনোহরভাব গত হইলে নিরাশ হৃদয়ে অনুতাপ করে। কিন্তু ঈপ্সিত লাভে যাহার জীবন পর্য্যন্ত পণ, সে যত আশা করে ততই উন্নত হইতে থাকে। আশার শেষসীমা নিরূপণ তাহার অসাধ্য।

মনুষ্যের সুখ সসীম নয়, সুতরাং আশা সীমাবদ্ধ থাকে না। ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়। অনন্ত বায়ুরাশির উপর ভর দিয়া জগতে জগতে উড়িয়া বেড়ায়। প্রতিভাযুক্ত মন সেই আশার অনুবর্ত্তী হয়, এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার গমনমার্গ পরীক্ষা করে; তৎপর শক্তিকে সেই পরিমাণে উত্তেজিত করিয়া দুর্ব্বলের অগম্যস্থান লাভ করে। যাহার শোণিতে উষ্ণভাব অভাব কিছুতেই উত্তেজিত হয় না, সে ধ্রুবনক্ষত্রের অপারূপ স্পর্দ্ধিণী অনচ্ছ আশার অনুগমনে অসমর্থ, সুতরাং উড্ডীয়মানা আশার পক্ষযুগ প্রস্তর বাঁধিয়া দেয়।

ভারতে শক্তির অভাবে আশার অভাব, একথা নিতান্ত অলীক। চেষ্টায় অলসতার সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, ভারতে নিরাশার এইমাত্র কারণ। আশার সঞ্চার হইতেই "চেষ্টা করিতে হইবে" এই ভাবনা মনে উদয় হয়, সুতরাং "আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা, আশা না করাই ভাল" এই রূপ বিতর্ক স মাজের চিন্তার বিন্দীভূত হইয়া উঠে। মনে কর নানাকারণে আশা বিফলা হইল। তখন দেখিতে হইবে সুখের মূলোচ্ছেদ হইল কি না। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, জ্ঞানোপার্জ্জনে যে সুখ উপার্জ্জিত জ্ঞান বিনিময়েও সে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বড় হইব আশায় মনে যে আহ্লাদ ও উৎসাহ থাকে বড় হইলে তত থাকে না; সাধারণতঃ উন্নতাবস্থায়ই তত আহ্লাদ ও উৎসাহের অভাব। সুতরাং নিরাশ হইলে আশা করিবার সম্বল সম্মুখেই রহিল, এইরূপ অনুধাবন করিলেই মনে সুখ ও উৎসাহ জন্মে।

একথা বলা যাইতে পারে, ভারত কখনও আশা করিয়া নিরাশ হয় নাই। যখন ভারতে আশাছিল, উন্নতিও ছিল। ভারতবাসীগণ উন্নতির আশায় উত্তেজিত [illegible] দর্পে বিপক্ষবিজেতা বলিয়া পরিচিত ছিল; যবনের অভ্যুদয়ের আরম্ভে অগ্নিকুলোজ্জ্বল বীরগণ তাহাদিগকে খর্ব্ব রাখিয়া ছিলেন। তখন যেমন ভারতের বহিঃস্রোতছিল, অন্তঃস্রোত ও তেমনই প্রবল ছিল। কবিগণ কল্পনাসঙ্গে উড্ডীয়মান হইয়া সুপর্ব্বিগণের অপর পার্শ্ব হইতে অতলস্পর্শ জলধির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত, এবং মনোহর বিলাস ভবন হইতে অন্ধকারাবৃত গিরিগহ্বর পর্য্যন্ত এবং তদোধিক অপরিজ্ঞাত মানবহৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন। দর্শনের অমূল্যতত্ত্বদর্শন করিয়া দার্শনিকগণ অপূর্ব্বকীর্ত্তি লাভ করিতেন। সেই উন্নতির সময়ে গণিতশাস্ত্র, ভারতবর্ষ তুঙ্গ গম্ভীরভাবব্যঞ্জক হিমাচল শৃঙ্গের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, আপন উন্নতমস্তক পাশ্চাত্য জাতি সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিল; তখন নিরাশা কোথায়? কোন্‌বিভাগে আশা বিফলা?

যখন এতদিন নিরাশার কারণ হয় নাই, তখন আলস্যপরতন্ত্রতার অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে বৃথাছলানুসন্ধান উপহাসের কারণ মাত্র।

অনেকে বলেন আমাদের এত অভাব যে আমরা সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া কখনও উন্নত হইতে পারিব না। এটি গুরুতর ভ্রম। অভাবই উন্নতির ভিত্তিভূমি। রোমের স্বাধীনতার লোপ হইল। পিশাচবৎ নরমাংস প্রিয়

সম্রাট্ গণ সমস্ত ইয়োরোপ ব্যতিব্যস্ত করিল। অভাবে সর্ব্বস্থান হতাশায় পরিপূর্ণ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপ অজ্ঞানতমসাবৃত। পূর্ব্বদিকে আসিয়াখণ্ডের শিরোভাগে ভারত হিরকখণ্ডবৎ দেদীপ্যমান. পশ্চিমে ইয়োরোপখণ্ড অন্ধকারাবৃত। উপপ্লবে সকলের মন দৃঢ় হইল; অভাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল, নানাপ্রকার উপায় চিন্তনে সাধারণের মন নিবিষ্ট হইল। সুতরাং উন্নতি না হইবে কেন? যেমন অন্ধকারগৃহে একটী আলোক জ্বালিলে সমস্তগৃহ আলোকময় হয়, ইয়োরোপেও তাহাই হইল। আশানল অন্তরায় নিবন্ধন দীর্ঘকাল প্রধূমিত হইতে ছিল, হঠাৎ একপার্শ্ব হইতে জ্বলিয়া উঠিল, অমনি যেন দৈববলে সমস্ত ইয়োরোপ আলোকময় হইল। আমরা পৃথিবীতে যত যন্ত্র যত কৌশল দেখিতে পাই, সমস্তই অভাব বৃক্ষের ফল। যে জাতি যত উপদ্রুত; উৎপীড়িত,ও উৎক্রান্ত থাকে, তাহার উন্নতি তত দ্রুত।

সুনীতিপরায়ণ ও সৎশিক্ষাপ্রদ ইংরেজের অধিকারে ভারতবর্ষে আশার সঞ্চার দেখাযায়, উন্নতির বীজও উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত উন্নতির কারণ নহে। আমাদের প্রত্যেক ধমনীতে অভাব রহিয়াছে, তথাপি উন্নতি হয় না কেন? অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের অভাব দূরীকরণে চিন্তা ও চেষ্টা করি না, সুতরাং উন্নতি হইবে কেন? আমরা বস্ত্র পরিধান করিব; আমরা তাহার জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য নই, কিন্তু সে চিন্তায় মাঞ্চেষ্টরের নিদ্রা হয় না। লেখনী প্রস্তুত করিব, তজ্জন্য বর্ম্মিংহাম্ ব্যস্ত। আমাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য কাঁশিও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, সুতরাং আমরা কেন আত্ম অভাব অপনোদনের চেষ্টা করিব? আমরা অধ্যয়ন করিব, তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের গণিত বিজ্ঞান সংগ্রহে শ্বেতাঙ্গগণ দিন যামিনী পরিশ্রম করিবেন; তাঁহারা আপন আপন ছাত্রদিগকে প্রতিদিন যাহা শিক্ষা দিবেন সেই সমস্ত কথা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে, এবং আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকগণ তাহাই অপকৃষ্ট প্রণালীতে আংশিক শিক্ষা দিয়া আমাদের মনে অভিমানের বীজ রোপন করিবেন। সুতরাং আমাদের উন্নতি কিসে হইবে?

যেমন ইংরেজের শাসনে আমাদের মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইয়াছে, বোধ হয়, তেমনি আমাদের একটি মহৎ

অনিষ্ট হইতেছে। আমরা আমাদিগকে ভুলিতেছি। অভাবসকল পরকীয় সাহায্যে অপনীত হওয়াতে, আমাদের আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিতেছি। সহস্রবৎসর পূর্ব্বে ভারতের উন্নতিক্ষেত্রে যে ফল ফলিয়াছিল, এবং যাহার বীজ পুনর্ব্বার এইক্ষেত্রে পতিত হইয়া আপনা আপনি সুবৃক্ষ উৎপাদন করিবে বলিয়া আশা ছিল,তাহাতে আমরা যত্নকরিতে ভুলিয়া আছি।

ভারত ভূমি কি অনুর্ব্বরা, না অসার? তাহানহে, আশাই প্রধান সার, তাহার অভাবই সকল অনিষ্টের মূল। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভাবের সহিত আশা ও চেষ্টার অভাব সংযুক্ত থাকায় ভারতে অবনতি! কে যত্ন করিয়া ভারতক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ বপন করে? কেই বা প্ররোহপ্রেক্ষী? কেইবা বারিসিঞ্চনে রত? যদি কেহ কিছু করিয়া থাকে, সে বালকবৎ। বালক স্বহস্তে বীজ রোপন করে, ভূমির উপযোগিতা পরীক্ষা করে না। তাহার প্ররোহদর্শনলালসা এত বলবতী হয় যে প্রতিদিন তিন চারি বার উৎপাটন করিয়া নিরীক্ষণ করে। সুতরাং বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভারতে এক্ষণে বালকতা! উপযুক্ত আশা নাই, উদ্যোগ নাই। ভারতে বার্ক্ নাই, পিট্ নাই, মন্টগমরি নাই, ডিমসথিনিস্ নাই,—যাহার বাক্যে চেষ্টা ও আশা যুগপৎ উত্তেজিত হইতে পারে এমন কেহই নাই। নেপোলিয়নের প্রাদুর্ভাবে ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত, সমস্ত মহাদেশ জেতার পদানত; ব্রিটেনীয়গণ নিরাশয় ভগ্নহৃদয়। রাজমন্ত্রী পিট্ সেই ভগ্নহৃদয় সমবেত কলকে আশামন্ত্রে কবচ ধারণ করাইলেন, ব্রিটন সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বিপক্ষের উন্নতি ও অশ্রু যুগপৎ অবজ্ঞা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভারতে কিছুই নাই, অথচ আশার নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে সকলই আছে। মনুষ্যের জীবনবাণিজ্যে পরিশ্রম মূলধন; আশা সমুদ্র। বহির্ব্বাণিজ্য উন্নতির মূল, সুতরাং উন্নতি করিতে হইলে আশা-সমুদ্রের দূরবর্ত্তি দ্বীপসমূহে শক্তিপোতসহযোগে বাণিজ্য করিতে হইবে, নতুবা ভারতে উন্নতি নাই।

উন্নতি একদিনের কার্য্য নয়। যদি এক সময়ের লোকের যত্নে সাধারণে আশার উদ্রেক হয়, তাহার পরের শ্রেণীর লোকেরা উন্নতির মূল স্থাপন করিতে পারে। যদি স্বরোপিত বৃক্ষ অসময়ে উৎপাটিত না হয়, যদি পরিপকাবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি থাকে,তবে ক্রমে মুকুল হইতে পুষ্প হইবে, ফুল হইতে ফল ফলিবে,বিজ্ঞান আবার ভারতে

বৃক্ষের শাখায় শাখায় শোভা পাইবে।

প্রকৃতিতেও কিছুই অসম্ভব নাই; পর্ব্বতে শিবজি জন্মে, জলজবৃক্ষে রণজিত ফল আশ্চর্য্য নহে। যেভুমিতে কালিদাস, মাঘ, ব্যাস ভবভূতির জন্ম, যে ভূমিতে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কপিল, গৌতমের আবির্ভাব যে স্থানে রাম যুধিষ্ঠির রাজ্য করিয়াছেন, খনা লীলাবতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, এ সেই ভারতভূমি। তবে আমরা আশা না করিব কেন? যদি অকুল সমুদ্রেও ভাসিতে হয়, আমরা এ ভারতে আশা ভেলকে বক্ষ রক্ষা করিয়া কুল প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে বিশেষ রূপে অনুমোদন করিব! অশ্রুবিসর্জ্জন উন্নতির পথ বলিয়া, কাহাকেও নিরাশহৃদয়ে অশ্রু পাত করিতে উপদেশ দিব না।

শ্রী ব্র——

কারারুদ্ধ ধর্ম্ম।

যাহাকে সাধারণতঃ লোকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলে, আমরা তাহাকে কারারুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। সকল দিকে দৃষ্টি করিলে, বোধ হয় কেহই এই বিশেষণটিকে অপপ্রযুক্ত কিংবা অসংগত বলিবেন না।

যে বায়ু অনন্ত আকাশপথে অনন্ত কাল হইতে নির্ম্মুক্তভাবে সঞ্চরণ করিতেছে তাহাকে নির্ম্মুক্ত বায়ু বলি। তাহার স্পর্শ শীতল, স্বাস্থ্যকর ও বলবর্দ্ধক। আর যে বায়ু কোন গৃহের প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ বায়ু বলি। তাদৃশ দূষিতবায়ু সেবনে অত্যল্পকাল কষ্টেস্বষ্টে প্রাণধারণকরা অসম্ভব না হইলেও, কখনও দীর্ঘকাল কুশলে থাকা সম্ভবপর হয় না। যে জল গিরিপ্রস্থ হইতে শতধারায় বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে অবিরতগতি প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত জল বলি। আর যে জল কোন কূপে কি সংকীর্ণ খাতে বদ্ধ দশায় রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ জল বলিয়া উল্লেখ করি। যেমন উহা সদ্যঃপ্রাণকর, তেমন ইহা সদ্যঃপ্রাণহর।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত করে, তাহা প্রাকৃত ও নির্ম্মুক্ত; এবং যে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় রূপ অপ্র

লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পায় নাই। তাহারা কোথায় আছে, কোথায় নাই; কোথায় কি করিতেছে, কোথায় কি না করিতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে কেন ছায়ার ন্যায় এই দৃশ্য হইতেছে, এই আবার লুকাইতেছে, তাহা যেস্যুট বিনা পৃথিবীর কাহারও বোধগম্য নহে। কাপালিকদিগকে প্রাণে বধ কর, তথাপি তাহারা কাপালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির কর্ণে মনের মর্ম্ম কথা খুলিয়া বলিবে না। জ্ঞানের প্রখর জ্যোতি নিকটবর্ত্তী হইলেই ইহারা ত্রাহিরবে সেই স্থান পরিত্যাগ করে, এবং যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানালোক সহায় করিয়া পরীক্ষার জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের সন্নিহিত হইতে যত্নশীল হয়, তাহাকে ধর্ম্মজগতের পরমশত্রু বলিয়া নানাচক্রে বাহির করিয়া দেয়।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্ম কি চির-কালই এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী দিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারায় আবদ্ধ থাকিবে? সমস্ত পৃথিবী বলিতেছে, না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, ইহা-রাও নিজ নিজ সাধ্যানুরূপ উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের হৃদয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে,—না। কারাবাসের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতি-শীঘ্রই মনুষ্য প্রভাতসমীর সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সপ্তদশ শতা-ব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ফরাশি বিপ্লবের উদয়কালে, পারিসের প্রমত্ত প্রজাবর্গ যখন বাষ্টিল নামক দুর্ভেদ্য কারাদুর্গের দ্বার ভঙ্গ করে, তখন মিরী-হপ্রভৃতি ষোড়শ লুই নিতান্ত চমকিত হইয়া, কি হইল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্শ্বস্থ একজন বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—মহারাজ! এত দিন মনুষ্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তাই তাহারা থাকিত। এইক্ষণ মনুষ্যের বুদ্ধিকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং উহা থাকিবে কেন?

আমাদিগের বোধ হয়, পৃথিবীর যাজকসম্প্রদায়েরও ঠিক্ সেই দশা আসন্নপ্রায়। তাঁহারাও নিশ্চয়ই ষোড়শ লুইর ন্যায় কি হইল বলিয়া চমকিত হইবেন, এবং কি হইতেছে, তাহা পার্শ্বস্থ কেহ বুঝাইয়া দিবে। প্রথমচৈতন্যলাভসময়ে, হয়ত তাঁহা-দিগের অনেকেই দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন, সংসার অন্ধকারময় দে-খিবেন, সৃষ্টি বিনাশ পাইল বলিয়া আর্ত্ত-নাদ করিবেন, এবং মনে যত কিছু মমতার বন্ধন আছে, সমস্ত ছিড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহাদিগেরও সে দুঃখ থাকিবেনা। জগতের সাধারণ মঙ্গল কখনই ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল নহে।

আহার ও বাঙ্গালি।

উপস্থিতসময়ে বাঙ্গালি জাতি অপরাপরদেশীয় বর্ত্তমানলোকদিগের চক্ষে যে নিতান্তহীনবীর্য্য, ভীরুস্বভাবাপন্ন ও দুর্ব্বলশরীর বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে, এবং ইহাদিগের তেজস্বিতা ও মনস্বিতা নাই বলিয়া চতুর্দ্দিকে যে উপহাসের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, নানা কারণ আমাদের চক্ষুর সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে। কেহ কেহ মৃত্তিকা, জলবায়ু ও সমাজসংস্থানের দোষের কথা উল্লেখ করেন; কেহ বাল্যবিবাহ এবং বহু পরিগ্রহকেই হীনবীর্য্যতার কারণ উল্লেখে, নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি মৃত্তিকার দোষে বাঙ্গালি জাতি হীনবীর্য্য ও ভীরুস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে দোষ দূর করা অসাধ্য অথবা সুদুষ্পরাহত। সমাজ চরিত্রমধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা সংশোধন করাও বহুকালের কথা এবং বহুলোকের আয়াসের বিষয়।

উপরি উক্ত কারণ সকল বিনা এই দুর্গতির আর কোন সহজ প্রতিকার্য্য কারণ আছে কিনা, আমাদের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালিজাতির হীনবির্য্যতা ও ভীরুস্বভাবের যদিও অপরাপর কএকটি কারণ আছে বটে, কিন্তু সে গুলি গৌণ, আর আহারই মুখ্য। আমরা এই হেতু, বাঙ্গালির আহার সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

ইহা একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ কথা যে, প্রাণিমাত্রই আহার দ্বারা প্রাণরক্ষা ও জীবনধারণ করিয়া থাকে। এমন কি, একটি উদ্ভিদও অনাহারে জীবিত থাকিতে পারে না। এই আহার্য্যবস্তুরাশির গুণের তারতম্যে প্রাণিবৃন্দের জীবন কাল অল্পাধিক এবং সুখদুঃখাবহ হইয়া থাকে। উদ্ভিদদিগের মধ্যেও, যে যেমন মৃত্তিকাকর্ষণ ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে, সেই মৃত্তিকার রস ও বায়ুর গুণের তারতম্যে সেই সেই উদ্ভিদদিগের ও জীবনকাল ন্যূনাধিক হইয়া তদনুরূপ ফল ফুল সমুৎপন্ন হয়। যে স্থানের যে সকল উদ্ভিদ অসার মৃত্তিকার রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, সেই সকল উদ্ভিদ যথোচিতরূপ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত ও ফল পুষ্পে সুশোভিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সারবতী মৃত্তিকার রস যেসকল উদ্ভিদের জীবনী

শস্ত গৃহে, কি সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অপ্রাকৃত ও কারারুদ্ধ। এই কারারুদ্ধ ধর্ম্ম, কারারুদ্ধ বায়ু কি কারারুদ্ধ জলের ন্যায, কিয়ৎকালের জন্য মনুষ্যের উপযোগী হইলেও, বহু-কাল সেবনে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট না করিয়া যায় না। নির্ম্মুক্ত ধর্ম্ম হৃদয়কে নিয়ত প্রসারিত করে; কারারুদ্ধ ধর্ম্ম অতি-কোমল স্বভাবসুন্দর হৃদয়েও কেমন এক বিকৃত ভাব জন্মাইয়া, উহাকে দিন দিন সংকুচিত করিয়া ফেলে। উহার স্নেহ ও সহানুভূতির স্রোত আর পূর্ব্ববৎ সকলদিকে প্রবাহিত হয় না, সকলকে আর উহা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে না, এবং সকলের সুখ দুঃখে উহা আপনি অনুমাত্রও সুখ দুঃখ অনু-ভব করে না। ছিন্নমূল লতার ন্যায় উহা নীরস ও নিরানন্দ, কোথায় দে-খিয়া লোকে প্রাণ শীতল করিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে দেখিয়াই লোকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

যখন প্রভাতসূর্য্যের কাঞ্চন-কান্তি কিরণজালে নভোমণ্ডল আলোকিত হয়, তখন পৃথিবীর সকলেই আনন্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করে। কারণ, সকলেই সূর্য্যকে আপ-নার বলিয়া জানে। সূর্য্য লইয়া কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই। যখন চন্দ্রমার সুধাময়ী জ্যোৎস্না, মেঘাবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, জগতে সুধাবর্ষণ করে, অতি দুঃখী ব্যক্তিও তখন এক বার মাথা উঠাইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে। চন্দ্রকে কেহই পর ভাবে না। এইরূপ, যখন যথার্থ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে যথার্থ কোন ধর্ম্মবিহিত কা-র্য্যের অনুষ্ঠান করেন, শত্রু মিত্র সক-লেই তখন পুলকিতচিত্তে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হয়, এবং শত মুখে তাহার যশঃকীর্ত্তন করিয়া আপ-নাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করে। নিন্দুকের জিহ্বা ভয়ে অবসন্ন হয়, বিদ্বেষী নিজ বিদ্বেষভাব বিসর্জ্জন করে, এবং ঘোর-তর অবিশ্বাসীও অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, এ কি দেখিতেছি বলিয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত থাকে। তাদৃশ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম-ভাবকে কেহই প্রাণের বাহিরে রাখিতে চায় না। কিন্তু যে ধর্ম্ম, শীতকালীয় নিষ্পত্র পাদপের ন্যায অতিরুক্ষবেশে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শকমাত্রকেই ব্য-থিত করে, যে ধর্ম্ম আত্মপর ও ক্ষতি লাভ গণনায় সুচতুর বণিক্ হইতেও অধিকতর চতুরতা প্রদর্শন করে, যে ধর্ম্ম বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া শাসন করে এবং প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, সংসারের সকল লোক তাহাকে কখনই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারে না। তাদৃশ ধর্ম্মের

আশীর্ব্বাদের নাম অভিসম্পাত,সাধনার নাম বৈরশোধন এবং স্বর্গের নাম জন নামববর্জ্জিত আশাশূন্য শ্মশান।

অষ্টম হেনরীর লোকবিগর্হিত দুর্নীত কার্য্য সকল স্মরণ করিলে, কাহার হৃদয় না দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহাকে দুরাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করিল। কিন্তু ইয়ুরোপীয় ধর্ম্ম জগতের তৎকালীন রাজধানী রোম নগরী হইতে,পোপ তাহাকে 'ধর্ম্মরক্ষক' এই উচ্চ উপাধি পাঠাইয়া দিলেন। স্পেন দেশে যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মনুষ্য জাতির উৎপীড়নের একশেষ করিলেন, লোকের গার্হস্থ্য শান্তিকে চিরদিনের জন্য বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অবলার কোমল প্রাণে আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, যাজকসম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারাই ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া পূজা পাইলেন; আর যাঁহারা ধর্ম্মকে সহায় করিয়া লোকের প্রতি অত্যাচারে বিমুখ রহিলেন, তাঁহারা অধার্ম্মিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া সকলের অস্পৃশ্য হইলেন।

সাধুতা, সত্যবাদিতা, পরমার্থনিষ্ঠা ও পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণনিচয় দেশভেদে ও কালভেদে কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাহা এদেশে সাধুতা, তাহা সকল দেশেই সাধুতা; এবং যাহা এখানে পরোপকার,তাহা সর্ব্বত্রই পরোপকার। তবে, যিনি এক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের নিকট অতিভক্তিভাজন ও পরোপকারপরায়ণ বলিয়া সকলের দৃষ্টান্তস্থল হন, অন্যসম্প্রদায়ীরা তাঁহাকে ধর্ম্মালোকবঞ্চিত কৃপাপাত্র দীন ব্যক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করে কেন? ধর্ম্মের কারাবাসই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে। শাক্যসিংহের তপোরতি, রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক স্নেহশীলতা, জন্ হাওয়ার্ডের পরদুঃখকাতরতা, চৈতন্যের প্রেম, কোমতের সত্যানুরাগ অবিকৃতচিত্ত সাধারণলোকদিগের সততশিরোধার্য্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু যাঁহারা, ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গিয়া, কোন কারায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; শুনিবে, ইহাঁদের একজন নাস্তিক, আর একজন আস্তিক, এবং সকলেই সর্ব্বথা তমসাচ্ছন্ন।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান পরিচয় এই, উহা দিবান্ধবৎ আলোকভয়ে নিতান্ত সংকুচিত থাকে; মনুষ্যের চক্ষু ও মনুষ্য বুদ্ধির জ্যোতিঃ কোন প্রকারেই উহার সহ্য হয় না। পুরাতন কবিরা নৈসরী নিশাকে ভয়ঙ্করতামসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মিশরদেশের পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব তাহা অপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে আবৃত ছিল। যেস্যুট সম্প্রদায়ীরা কিম্ভূত মনুষ্য; তাহা অদ্যাপি

ঘোম্‌টা ফেলিয়া, গাউন পরিয়া, অঙ্গ-লতিকার দেশীয় আভরণসকল বিমোচন করিয়া, আধআধ বিবি সাজিয়া, বাহির হইতেছেন। যাঁহার অনুকরণ করি, তিনি গুরু, যিনি অনুকরণ করেন, তিনি শিষ্য। যখন উভয়ত্র গুরুশিষ্যভাব, তখন কে গুরু, কে শিষ্য, কিসে তাহার মীমাংসা হইবে?

যদি না বুঝিয়া ও ভালরূপে বিচার না করিয়া, যাহা মুখে আসে তাহাই একটা বলিয়া বসি, তাহা হইলেও বড় বিপদ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—'সহসা বিদধীত নক্রিয়াম্, অবিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্'। সহসা কোন কর্ম্ম করিবেক না, যতকিছু আপদ সম্ভবে সমস্তই অবিবেকমূলক। অবলার দোষ গুণের তুলনা করিয়া, পুরাকালে ইয়ুরোপে ও ভারতবর্ষে অনেক রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, অনেক রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছে। যদি একথায় কেহ বিশ্বাস না করেন, তাঁহাকে কাব্য পড়িতে অনুরোধ করি। এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, যে সকল লক্ষণের বিচার করিয়া অবলা হইতে অবলাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, তাহারই গুটিকত ধরিয়া সিদ্ধান্ত পক্ষে দুই এক কথা বলিব। তার পর, অদৃষ্টে যাহা থাকে।

আদৌ রূপ। যদিও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি রূপকে কুসুমের সুকুমার লাবণ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ জ্ঞান করেন, তথাপি এ তুলনায় রূপের তুলনা একবারে পরিহার করিতে পারি না। যাঁহাদিগের প্রসঙ্গ হইতেছে, তাঁহারা আপনারাই যখন রূপের জন্য অত পাগল, তখন রূপ উপলক্ষ করিয়া দুটা কথা বলা, কাজে কাজেই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এস্থানে এক বিষম বিভ্রাট দেখিতেছি। বিলাতের কোন কোন মহাত্মা বলেন, আমরা তাঁহাদের সব বুঝিলেও, তাঁহাদিগের সঙ্গীতের রস ও সুন্দরীদিগের সৌন্দর্য্য-মহিমা কিছুতেই অনুভব করিতে সমর্থ হই না। একথা যে নিতান্ত মিথ্যা এমন বোধ হয় না।

বিলাতিরা দীর্ঘাঙ্গীকে সুন্দরী বলেন; বাঙ্গালি শতবার ধ্যান করিয়াও অঙ্গ-যষ্টির দ্রাঘিমায় সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্ন দর্শন করিতে পান না। বৈদূর্য্য মণিতে চন্দ্রকান্তি নিপতিত হইলে, যে এক অপূর্ব্ব বর্ণ সমুৎপন্ন হয়, বিলাতিরা তাহাই নয়নতারকের স্বাভাবিক বর্ণ বিবেচনা করেন; বাঙ্গালি তাদৃশ চক্ষুশালিনীকে বিড়ালাক্ষী বলিয়াই উপহাস করে। নিবিড়কৃষ্ণ কেশজাল বিলাতির চক্ষে শোভাশালী নহে; বাঙ্গালিও, কেশে কালিমার স্থলে সুবর্ণের আভা দর্শন করিয়া, সুখী হয় না। বিলাতের অনেক গম্ভীরপ্রকৃতি ব্যক্তি

এইরূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, হর্ষ, অনুরাগ কি লজ্জাদি ভাবের উদ্রেক হইলে, তাঁহাদিগের কুলকামিনীগণের কপোলদেশে যে অনির্ব্বচনীয় বর্ণমাধুর্য্য ক্ষণকাল লীলা করিয়া চক্ষুর অদৃশ্য হয়, বাঙ্গালায় আসিয়া আর তাঁহা তাঁহারা দেখিতে পান না। বাঙ্গালি যুবারাও এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, বিলাতে গিয়া তাঁহারা কোথাও নয়নের সেই শতভাবব্যঞ্জক স্বভাবসুন্দর চটুলতা এবং মুখশ্রীর সেই সারল্য পূর্ণ মুগ্ধতা দর্শন করিয়া দেশের কথা মনে করিতে পান না।

রূপ বিষয়ে এই দুই দেশে যখন ঈদৃশ বিষম মতভেদ, তখন ইহাতে আমরা কি বলিতে কি বলিব, কিছুই বুঝিতেছি না। তবে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইলে স্থূলতঃ এই এক সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে,বঙ্গবধূরা বনলতা, আর বিলাতীয় বিবিরা উদ্যানলতা। উদ্যানলতার সহিত বনলতার যে প্রভেদ, আমাদিগের বিবেচনায় ইহাঁদিগের মধ্যেও ঠিক্ সেই প্রভেদ। বঙ্গবধূর যৎসামান্য যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থাকুক, তাহা স্বাভাবিক। তাহাতে শিল্পকার্য্য, ও কারুনৈপুণ্যের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। বিলাতের বিবিরা সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, শিল্প দূরে থাকুক, ভক্তিভাজন বিজ্ঞানশাস্ত্রকেও নিয়ত ভৃত্যবৎ নিযোগ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বথা শিল্পময়ী চারুপুত্তলী। দেখিয়া আহ্লাদ জন্মে, প্রশংসা করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু বহুক্ষণ দেখিয়া সুখী হইব, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে না।

গুণের গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অবলাজাতির গুণ নিচয়কে অগ্রে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া উচিত। এক গার্হস্থ্য গুণ, আর প্রদর্শনের গুণ। রন্ধনাদিকার্য্যে দক্ষতা, সংসারাসক্তি, মিতাচার, শ্রমশীলতা ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য গুণসমূহ গার্হস্থ্য গুণ। নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদিতে নিপুণতা, চিত্রবিদ্যা ও সীবনাদি সূক্ষ্ম শিল্পে করচাতুর্য্য প্রদর্শনের গুণ। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণির গুণ গুলি লোকের চক্ষু কর্ণ আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষুধার সময় অন্ন দেয়, তৃষ্ণার সময় জল দিয়া প্রাণ শীতল করে, অঙ্গে বস্ত্র না থাকিলে সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে বস্ত্র যোগায়, এবং পীড়ায় শয্যাগত হইলে ঔষধ ও পথ্য দিয়া জীবন রক্ষার কারণ হয়। প্রদর্শনের গুণচয় এসমস্ত উপকারে না আসিলেও,গৃহস্থের যশোরাশি বিস্তার করে, এবং যাহাকে আজ কাল লোকে মান বলে, সেই মানের বৃদ্ধিপক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া থাকে।

বঙ্গবধূরা এতদিন গার্হস্থ্য গুণেই

শক্তি পোষণ করে, সেসকল উদ্ভিদ স্বল্পকাল মধ্যেই সুশোভন কল ফুলে অলংকৃত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করে। যখন নিকৃষ্ট উদ্ভিদ জগতেই এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির কথাই নাই।

বাঙ্গালির আহার সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, মানব শরীর যথোচিত রূপে রক্ষার জন্যে কি কি বস্তু আবশ্যক। শারীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে, মনুষ্যজীবন যথাযথরূপে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের প্রত্যহ সমপরিমিত চতুর্ব্বিধ বস্তু আহার করা কর্ত্তব্য। যথা এলবোমিন, তৈলাক্ত, লবণাক্ত এবং শর্করাযুক্ত পদার্থ। এই চতুর্ব্বিধ বস্তুর মধ্যে নিয়ত কেবল এক মাত্র পদার্থ আহার করিলে মনুষ্য কিয়ৎকাল জীবন রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু অল্পকালমধ্যেই শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া সে জীবন অকর্ম্মন্য করিয়া ফেলে। অতএব যথোচিতরূপে মানবজীবন রক্ষার্থে নিয়ত কিয়ৎ পরিমাণে জান্তব ও কিয়ৎ পরিমাণে পার্থিব বস্তু আহার করাও আবশ্যক।

এইক্ষণ দেখা যাউক বাঙ্গালিরা নিয়তকাল যেবস্তু আহার করে তন্মধ্যে উপরি উক্ত পদার্থসকল কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তণ্ডুলই বাঙ্গালির প্রধান আহার্য্য সামগ্রী। ইহার সঙ্গে অন্যান্য বস্তুও আহার করা হয় বটে কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প। তণ্ডুলের মধ্যে মাংসনির্ম্মাপক ও বলবর্দ্ধক পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে আছে। একশতাংশের মধ্যে মাংস নির্ম্মাপক অংশ ৭ ভাগ পাওয়া যায়। তণ্ডুল অপেক্ষা অন্যান্য বস্তুর মধ্যে উহা অধিক পরিমাণে আছে। গোধূম মধ্যে মাংসনির্ম্মাপক বস্তু শতকরা ১৪ অংশ আছে। বাঙ্গালিদের মধ্যে যাহারা তণ্ডুলাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোধূম আহার করে তাহারা তণ্ডুলভোজীদিগের অপেক্ষা সবলকায়। ইহার প্রমাণ পশ্চিমাঞ্চলীয় চোবে ও দোবেদিগের বাঙ্গালি বংশধর। আবার গোধূম অপেক্ষা জন্তুর মাংসে মাংসনির্ম্মাপক ও বলবর্দ্ধক বস্তু অধিক পরিমাণে রহিয়াছে। মাংসে শতকরা ২২ অংশ মাংস নির্ম্মাপক। বর্ত্তমান সময়ের শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাংসাহারে মনুষ্যের মাংসতন্তু সবলও মস্তিষ্ক চিন্তাশীল হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় শারীরতত্ত্বজ্ঞদিগেরও এই মত ছিল।

প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা সুশ্রুত বলিয়াছেন "আহারের দ্বারাই শরীরের বল, মাংসতন্তু ও আরোগ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন ভাবে থাকে। আহার্য্যবস্তুর গুণবৈষম্য হই

সেই শারীরিক অস্বাস্থ্য ঘটে"।

সুশ্রুত. চতুর্ব্বিধবস্তু মনুষ্যের প্রত্যহ আহার করা আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার আহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট বহুবিধ দ্রব্য আহার করা যায়" তাঁহার মতেও মাংসাহারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সুশ্রুত, জলচর গ্রাম্য, জাঙ্গল ও মাংসভোজী ইত্যাদি ছয় প্রকার জন্তুর মাংসাহারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া, তাহাদের গুণগত ন্যূনতা ও আধিক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন জলচর প্রাণিদিগের মাংসাপেক্ষা গ্রাম্য পশু পক্ষীর মাংস অধিক উপকারী। মাংস ভোজীর মাংস তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তিনি যে সকল পশুপক্ষীর মাংস আহার করিবার বিধি দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্য সংক্ষেপে এস্থানে কয়েকটির উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। যথা,ছাগমাংস,—অতি শীতল নয়,গুরুপাক, স্নিগ্ধকর। মহিষমাংস,—স্নিগ্ধকর উষ্ণ, মধুর ও তৃপ্তিকর এবং পুংস্ত্ববলও মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদক। কপিঞ্জমাংস (চাতক),—রক্তপিত্তনাশক, শীতল ও লঘুপাক। ময়ূরমাংস,—স্বর, মেধা, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক, বায়ুনাশক এবং বলবর্দ্ধক। বন্যকুক্কুটমাংস—বায়ু, ক্ষয়রোগ ও বিষমজ্বরনাশক এবং তৃপ্তিকর; ইত্যাদি। বাঙ্গালিরা এতৎপরিবর্ত্তে নিত্য কি আহারকরেন, ক্রমে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

—০:(::০):০—

বিবি আর বউ।

বিলাতের বিবি আর বাঙ্গালার কুলবধূ, এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে অগ্রে পাদ্য অর্ঘ্য দি, বল। বিবি রাজলক্ষ্মী, বধূ গৃহলক্ষ্মী। ইহাঁদের কে ছোট, কে বড়, কিরূপে অবধারণ করিব?

যাঁহাদের কথা লইয়া বিবাদ যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দেখিতেছি তাহা হইলেও মীমাংসা বড় সহজ নহে। কালমাহাত্ম্যে আজ কাল দেবতারাও অনুকরণপ্রিয় হইয়াছেন। কারণ, বিবিদের মধ্যে অনেকেই ইদানীং কর্ণে মনোহর দুল দোলাইয়া দিয়া, কণ্ঠে কণ্ঠহার পরিয়া, সূক্ষ্মবসনে আধ ঘোম্টার মত বদন আবৃত করিয়া, বঙ্গবধূর ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছেন। এবং বধূরা,

অলঙ্কৃত ছিলেন। ইদানীং অনুকরণ-প্রিয়তানিবন্ধন প্রদর্শনের গুণরাশিসঞ্চয়নেও নূতন অনুরাগে অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বিলাতের বিবিদিগের গুণগ্রাম প্রদর্শনেরই একান্ত উপযোগী। তাঁহারা বহুকাল হইতে সভ্য,—এবং সভ্যতার নাম প্রদর্শন;—সুতরাং যে গুণ প্রদর্শন করা যায় না, তাঁহারা বাধ্য হইয়াই তাহাতে অবহেলা করেন। যে কুলকুমারী নাচিতে জানে না, গাইতে জানে না, সভাস্থলে দশজনের মধ্যে বসিয়া, ভাল দু চারি খানা কাব্য কি নাটকের প্রসঙ্গে দশটি কথা কহিতে পারে না, বিলাতীয়দিগের মধ্যে তাহার মনোমত বর ও ঘর পাওয়াও নিতান্ত সহজ কথা নহে।

সাহেবদিগের অনেকে এক্ষণ প্রদর্শনের গুণ অপেক্ষা প্রয়োজনের গুণকে অধিক প্রশংসা করেন। কারণ, দেখা যাইতেছে, তাঁহারা, প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া, স্ত্রীলোকের রন্ধনাদি কার্য্য শিক্ষার জন্য তারস্বরে বক্তৃতা করিতেও শঙ্কিত হন না। তাদৃশ সাহেবেরা অবশ্যই এবিষয়ে বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিবেন। পক্ষান্তরে, বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে কতকগুলি সুকুমারবিদ্যানুরাগী নবীন যুবা নিতান্ত প্রদর্শনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারাও প্রস্তাবিত কথায় অগত্যা বিলাতের বিবিদিগেরই স্তুতিবাদ করিবেন। যাঁহারা অংশতঃ প্রদর্শনপ্রিয়, অংশতঃ প্রয়োজনপ্রিয়, তাঁহারা কোন্ পক্ষের গুণপক্ষপাতী হইবেন, জানি না।

এই যে প্রদর্শন আর প্রয়োজনের কথা বলা হইল, ইহারা কেবল কতকগুলি গুণের সহিতই সম্বন্ধ আছে, এমন নহে। দয়া, দাক্ষিণ্য, ও স্নেহ মমতাদি হৃদয়গত ভাবের উপরও ইহাদের বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। কেহ করুণরসের একখানি কাব্য কি উপন্যাস পড়িবার সময়, যেন চিরন্তন অভ্যাসবশতঃই, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করেন;—কথায় কথায় আবিল নয়নে ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া অন্তরের আলোড়িত দশা নিকটস্থ বন্ধুকে দর্শন করিতে দেন;—এবং যে সকল অশ্রুবিন্দু, কুসুমদামস্খলিত শিশিরবিন্দুবৎ কপোলদেশ বহিয়া নিপতিত হইতে থাকে, কোমল করপল্লবে তাহা পরিমার্জ্জন করিতে করিতে, মনের দুঃখে, মুহ্যমান লতার ন্যায়, সুকোমল শয্যায় ঢুলিয়া পড়েন। সে গভীরনিদ্রা কিছুতেই শীঘ্র আর ভঙ্গ হয়না। কেহ আবার কাব্যপাঠসময়ে প্রাণান্ত করিয়াও এক ফোটা চক্ষের জল আনয়ন করিতে পারে না;—উপন্যাসের কথায় কেন বারংবার উষ্ণ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ

করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠে না;—পরের দুঃখে দুঃখী হইতে গিয়া, কোন প্রকারেই নিদ্রিত হইতে জানে না;—কিন্তু তোমার প্রকৃত কোন বিপদ হইলে, মুখে কথাটি না বলিয়া, ক্ষণকালের জন্য কাতর না হইয়া, কোনরূপ অবসাদ অনুভব না করিয়া, তৎকালে যাহা কর্ত্তব্য, তিক্ত হউক আর মিষ্ট হউক, শরীরসাধ্যে তাহা সাধন করে।

প্রিয় পাঠক! তুমি এই দুইয়ের কোনটিকে ভাল বাস? যদি চক্ষের জল, আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পরিতৃপ্ত হও, তবে বিলাতে যাও। আর যদি রোগশোকাদি প্রকৃতদুঃখের সময় প্রকৃত শান্তি চাও, তবে বাঙ্গালায় এস। বাঙ্গালা অসভ্য দেশ, ও দরিদ্র দেশ। এখানে, অন্তঃপুরে আজপর্য্যন্তও ভাল মতে নাটকাভিনয় শিক্ষা হয় নাই। এখানে, জননীরা আজ পর্য্যন্তও আপনার শিশুকে আপনি বক্ষে তুলিয়া স্তন্য দান করেন:—পত্নীরা দাসীর ন্যায় প্রাণাধিকা প্রিয়সখীর ন্যায়, এবং সকল সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনীর ন্যায়, পতির পরিচর্য্যায় দিনযামিনী রত থাকেন;—ভ্রাতৃবধূরা সহোদরভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে পতির জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সেবা কি সংরক্ষণ করেন;—প্রতিবেশিনী, প্রতিবেশীর গৃহে, বিবাহাদিমঙ্গলোৎসবে, পাচিকা কি পরিচারিকার বেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হন;—এবং গৃহে অতিথি আসিলে, গৃহিণী, আপনার অন্নব্যঞ্জনভাগ ও শয্যাসামগ্রী প্রদান করিয়া, উপবাস ও অনিদ্রার ক্লেশস্বীকারও অকাতরচিত্তে গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লন। এখন ভাল মন্দ ও বড় ছোট বিচারের ভার, তোমার হস্তে। যদি তুমি দুষ্যন্তের ন্যায় সহৃদয় হও, তাহা হইলে, প্রকৃতির অকৃত্রিমবিলাস এবং কারুকার্য্যহীন মোহনমাধুরীতেই অধিকতর মুগ্ধ হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। একবার বনে যাও, আবার বাগানে যাও। ঐ যে ফুলটি বনে ফুটিয়া রহিয়াছে, আর গন্ধে দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, উহার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর;—আর, ধনীর মর্ম্মরখচিত রমনীয়হর্ম্ম্যে যেসকল কৃত্রিম কুসুম অতি আদরের সহিত রক্ষিত দেখিতেছ, সেগুলিকেও একবার ভাল করিয়া দেখ।

বঙ্গবধূগণ! তোমাদিগকেও একটি কথা বলি। তোমাদের অন্তরে পরানুকরণপ্রবৃত্তি নিতান্তপ্রবল হইয়া থাকিলে যত্নের সহিত অতিশীঘ্র সে প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ কর। বিধাতা চক্ষু দিয়াছেন, চক্ষু মেলিয়া দেখ। বিধাতা কর্ণ দিয়াছেন, কর্ণ পাতিয়া শুন; কি সুন্দর, কি কুৎসিত, কি সুখাবহ, আর কি অসুখাবহ, আপনারা তাহার মীমাংসা কর। তো

মরা কখনও ক্রীড়াজীবের করস্থ্রধৃত পুতুলের ন্যায় অনিচ্ছায় চলিও না, এবং ফুলের ন্যায় স্রোতের জলেও ভাসিয়া যাইও না। এই পরিবর্ত্তসময়ে, তোমরা আপনার ভূমিতে আপনার বলে তিষ্ঠিয়া থাকিবে, না একদিকে অঙ্গ গড়াইয়া দিবে, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। হৃতসর্ব্বস্ব বঙ্গের তোমরাই যে গৌরব, ইহা ক্ষণকালের তরেও তোমরা ভুলিয়া যাইও না।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। স্বভাবদর্শন। শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। বরিশাল, সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্য। কয় সর্গে ইহা সমাপ্ত হইবে জানিনা। এই খণ্ডে গ্রন্থকার কেবল প্রথমসর্গ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

টোলের ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিয়া নিজনিজ বিদ্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের লেখনী হইতে প্রায়ই 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে, এবম্ভূত শ্রুতিমনোহর ললিতপদাবলী নিঃসৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, কবিতায় কি চাই, কি না চাই, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ব্যাকরণ লইয়া ঘট ঘট করিয়া, যণ্ডমুগণ্ডের কতকগুলি দুরুচ্চার্য্য পদ প্রয়োগ করিতে পারিলেই, তাঁহারা কৃতার্থ হন। বর্ত্তমান লেখকের কবিতায় কেহই এইরূপ কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। ইহাঁর লেখা সরল, সুন্দর, ও মনোহর। ভাবও স্থানে স্থানে নিতান্ত মধুর। নিন্দা বল, কি প্রশংসা বল, ইহাঁর সম্বন্ধে এই এক বিশেষ কথা বক্তব্য যে, ইনি কালিদাসাদি মহাকবিদিগের রচনা বারংবার পড়িয়া একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবদর্শনের অনেক স্থলেই এই কথার প্রমাণ আছে। তবে, তাদৃশ লোকদিগের পদাঙ্কমালার অনুসরণ করা তেমন একটা গুরুতর পাপ নহে।

২। ভারতশ্রমজীবী। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। কলেবর রয়েল ৮ পেজী ১ ফরমা। মূল্য নগদ এক পয়সা। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া সাধারণলোকের শিক্ষার

এক প্রশস্ত পথ উন্মোচন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বুদ্ধিকে প্রশংসা করি, এবং এই অভিনব উদ্যমের জন্য তাঁহাকে শতবার ধন্যবাদ দি। ভরসা করি, এদেশের সকলেই শ্রমজীবীর ১০।২০ খণ্ড ক্রয় করিয়া প্রকৃত শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে যত্নপর হইবেন। বঙ্গদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের শিক্ষাগত উন্নতির জন্য অদ্য পর্য্যন্ত যত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় শশীপদ বাবুর এই কার্য্যই তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানীয়। তাঁহার শ্রমজীবী দীর্ঘজীবী হউক!

৩। চিকিৎসাতত্ত্ব। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র। কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা ক্রমে ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর আশান্বিত হইয়াছি। এখানির বহুলপ্রচার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমোদের জন্য পড়া এক, এবং উপকারের জন্য পড়া আর। যাঁহারা চিকিৎসাতত্ত্ব পড়িবেন, তাঁহারা অনেকবিষয়ে উপকৃত হইবেন। চিকিৎসাশাস্ত্রীয়লেখাকে লোকে যেরূপ দুর্ব্বোধ মনে করে, ইহা সেরূপ নহে। সকলেই ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারে। লেখকদিগের নিকট একটি অনুরোধ আছে। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যে সকল কথা সংকলন করেন, তাহার মূলপ্রমাণ অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দিলে, পত্রিকার সমধিক গৌরব বাড়িবে।

৪। সহোদর। ইহাও একখানি মাসিক পত্রিকা এবং ইহার উপরে লেখা আছে, 'Every one must read it.'— অর্থাৎ সকলকেই ইহা পড়িতে হইবে। ইহাতে আরও লেখা আছে যে, 'যাহা যাহা সুপাঠ্য তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে'। অনেকে সহোদরের নিন্দা করিয়াছেন, আমরা সহোদরের প্রশংসা করিব। আমাদের বোধ হয়, সহোদর সম্পাদক বড় রসিক লোক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারকে পরিহাস করিবার জন্যই এই পত্রিকাখানি প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের কোন উপকার না হউক, লেখক বর্গের বিস্তর উপকার দর্শিবে।

৫। বলদমহিমা নাটক। এই নাটকখানির নাম ও কাম উভয়ই সুসংগত। ইহাতে বলদের মহিমা অর্থাৎ বলদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্-পটুতা, প্রেমিকতা ও রসিকতা সমস্তই সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। তিনি

সমালোচনার জন্য দয়া করিয়া একখানি পুস্তক আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা আর কি সমালোচনা করিব ?

৬। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম। পূর্ব্বকাণ্ডম্। কুলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দ নাথ ভারতী বিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরস্য অভিমতানুসারতঃ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশেন তথা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেণচ সম্পাদিতঃ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র এক আশ্চর্য্য গ্রন্থ। ইহাতে পরমার্থবিষয়ক যে সকল অতিগভীর গূঢ়তত্ত্ব বিনিবেশিত আছে, তাহা আলোচনা করিবার সময় বুদ্ধি ও হৃদয় যুগপৎ চমকিত হয়। ইহার প্রথম কতিপয় উল্লাসের প্রত্যেক শ্লোকই হিন্দুধর্ম্মপ্রবক্তাদিগের সূক্ষ্মদর্শিতা, উদারতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার যশঃস্তম্ভস্বরূপ। হয়ত তোমার সহিত সকল স্থলে মতের একতা হইবে না, হয়ত তুমি যেটি চাও, সকল স্থলে তাহা পাইবেনা; কিন্তু ইহার প্রথমাংশ পাঠ সময়ে তুমি তথাপি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবে। তোমার একবার বোধ হইবে তুমি কোন বদ্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জলধিবক্ষে সন্তরণ করিতেছ; আবার মনে হইবে, তুমি শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়া, কোন অভ্রভেদী তুঙ্গ পর্ব্বতের শীর্ষ স্থলে আরোহণ করিতেছ। ইহার ভাব এমনই প্রশস্ত! এমনই উচ্চ! যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে নিরবচ্ছিন্ন মদিরাশাস্ত্র মনে করেন, এবং কল্পিত অকল্পিত সমস্ত কুক্রিয়াকে তন্ত্রশাস্ত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নূতন অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে আমরা একবার মহানির্ব্বাণতন্ত্র খানি আদ্যোপান্ত পাঠকরিবার জন্য অনুরোধ করি।

ইহার মুদ্রাঙ্কণাদিকার্য্য যে অতি পারিপাট্যসহকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। রায় কালীকিঙ্কর বাহাদুর এই দুর্ল্লভপুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ভরসাকরি, এদিগের অন্যান্য সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তদীয় সদনুষ্ঠানের অনুকরণ করিয়া, বঙ্গীয় গ্রন্থালয়ের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন। ইহার অবশিষ্টাংশ প্রকাশে বিলম্ব কেন!

৭। পুরুবিক্রম নাটক।—বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু আমরা পুরুবিক্রমকে সেই অল্প সংখ্যকের মধ্যেও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করি। ইহার রচয়িতার কল্পনাশক্তি আছে, রসানুভাবকতা আছে, এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবারও বিলক্ষণ ক্ষ-

মত্তা আছে। কোন কোন অংশ বীর রসের এমন উদ্দীপক যে, পাঠ করিবার সময় অন্তঃপ্রবৃত্তিচয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কবি, তৃতীয়াঙ্কের আরম্ভে, পুরুরাজের মুখে, যে কবিতাটি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী প্রত্যেকের হৃদয়েই গ্রথিত থাকা উচিত। গ্রন্থের ভাষা, প্রথম হইতে শেষ, সর্ব্বত্রই পরিমার্জ্জিত। স্ত্রীলোকদিগের ভাষা আর একটুকু কোমল হইলে অধিক হৃদ্য হইত।

আমরা এই নাটকখানির এত গুলি গুণের কথা বলিলাম। উদাহরণ স্বরূপ সংক্ষেপতঃ ইহার এক আধটি দোষেরও উল্লেখ করিব। পুরুরাজ এই নাটকের নায়ক, এবং রাণী ঐলবিলা ইহার নায়িকা। কবি ইহাঁদিগকে যেরূপ দেবদুর্ল্লভ মনোহর প্রকৃতি দিয়া বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণেও হৃদয়ে আনন্দ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি সকলস্থলে ইহাঁদের সেই মনোহরপ্রকৃতির সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পুরু মনে প্রাণে ঐলবিলার প্রেমাসক্ত, ঐলবিলাও সর্ব্বান্তঃকরণে পুরুরাজে অনুরক্ত। উভয়েই উভয়ের হৃদয় গভীররূপে পাঠ করিয়াছেন, এবং পাঠ করিয়া হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় দান করিয়াছেন। কিছুই আর পরস্পর অগোচর নাই, ও ভেদের নাই। পুরুর কপটমিত্র তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়প্রার্থী। কিন্তু তিনি নিতান্ত নীচপ্রকৃতি কাপুরুষ। ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া, ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সহোদরাকেও সমাগতযবনসম্রাট্ সেকেন্দরসার নিকট বিক্রয় করিতে, তাঁহার অন্তঃকরণে লজ্জা কি ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। পুরু ও ঐলবিলা উভয়েই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। যখন পুরুরাজ অস্ত্রাহত হইয়া, শিবিরে শয্যায় পড়িয়া আছেন, তখন তক্ষশীলের কোন ছলপরায়ণ দুষ্ট চর, ছলনা করিয়া, রাণী ঐলবিলার নাম যুক্ত একখানি প্রণয়পত্র তাঁহার নিকট কৌশলে, পঁহুছাইয়া গেল। তিনি পত্রের শিরোনামে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, উহা তাঁহার জন্যে নহে, তক্ষশীলের জন্য। তাঁহার অন্তরে এই নিদারুণ আঘাত আর সহ্য হইল না। তিনি একেবারে প্রদীপ্তপাবকবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং যে প্রেমের প্রতিমাখানি এতকাল প্রাণের মধ্যে এত আদর করিয়া, লুকাইয়া রাখিয়া পূজা করিয়াছিলেন, নিমেষের আর অপেক্ষা না করিয়া সেই প্রতিমা পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিলেন। পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিনী দেবী ঐলবিলাকে নিমেষের মধ্যেই পিশাচী বলিয়া

ঘৃণা করিতে লাগিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সংসার নরকতুল্য জ্ঞান হইল।

পুরুরাজের এই প্রকৃতিপরিবর্ত্ত আমাদিগের নিকট নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়, এবং ঐলবিলার প্রতি তিনি যে সকল দুরক্ষর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আরও অস্বাভাবিক। অন্ততঃ তাদৃশ মহানুভাব ব্যক্তিরএকান্ত অনুপযুক্ত। ভক্তি আর বিশ্বাস প্রেমের প্রাণ। যে প্রেমে ভক্তি নাই,ও বিশ্বাস নাই, তাহা বস্তুতঃ প্রেম নহে। প্রেমের বিড়ম্বনা। পুরুর প্রেমে ভক্তি ও বিশ্বাস উভয়ই ছিল। তথাপি পলকেই তাহার প্রলয় হইল কেন? ইহাকেই প্রকৃতিগত বৈষম্য বলি। পাঠ করিবার সময় মনে হয়, যেন কোন্ দিগ হইতে সহসা কিসের আঘাত আসিয়া পড়িল, আর কবির কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল।

একদণ্ডের মধ্যে অম্বালিকার সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বাহির হওয়াও পূর্ব্বোক্ত রূপ অস্বাভাবিক বোধ হয়। অম্বালিকা সুখের দাসী এবং নিতান্ত পাপীয়সী। যখন তাহার সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, তখন সংসারে বিরাগ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্ব্বে, তাহার হৃদয়ে যে সকল ভাব, তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায়; মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিয়াছে, কবির তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আমরা গ্রন্থকারকে তথাপি আহ্লাদ সহকারে বলিতে পারি যে, তিনি খ্যাতি লাভ করিবেন। তাঁহার নামটি জানিতে পাইলে, আমরা সুখী হইতাম।

বঙ্গের সুখাবসান নাটক। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। এদেশে যাঁহারা নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, তন্মধ্যে হরলাল বাবু একজন অগ্রগণ্য লোক। আমরা তাঁহার এই নাটকখানি পাঠ করিয়া সত্য সত্যই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি।

ইহার কাহিনীটি ইতিহাসমূলক। কিন্তু গ্রন্থকার, ইতিহাস হইতে কএকখানি অস্থিপঞ্জরমাত্র লইয়া, তাহা এমন করিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছেন যে দেখিয়া সুন্দর বলিতে ইচ্ছা হয়। পুরুবিক্রমে বাক্যবিন্যাস ও ভাবসংযোজনের যেরূপ প্রশংসনীয় আড়ম্বর আছে, বঙ্গের সুখাবসানে সেরূপ আড়ম্বর নাই। ইহার লেখা তথাপি অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী। পুরুবিক্রম পাঠ করিবার সময়, কবিকে পুনঃপুনঃ মনে পড়ে, এবং পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। হাতে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রহিয়াছে, ইহাও স্মরণ থাকে। এই বীররসের কথা চলিল, এই আদিরস আসিল, এইরূপ অনুভব

হয়, এবং পাঠের পরক্ষণেই হৃদয় সকল কথা ভুলিয়া যায়। বঙ্গের সুখাবসানে তাহা হয় না। ইহার মধ্যে কিয়দ্দূর প্রবিষ্ট হইলে, কবি, কাব্য, বীররস, আদিরস, প্রশংসা, অপ্রশংসা, সমস্তই হৃদয় হইতে একবারে অপসারিত হয়। কেবল, যে কাল ও যে সকল ঘটনার বিবৃতি হইতেছে, তাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ মানসনেত্রের সন্নিধানে বিদ্যমান থাকে। পাঠসময়ে অন্তরে যে সকল ভাব দৃঢ় অঙ্কিত হয়, তাহাও শীঘ্র আর পুছিয়া ফেলান যায় না।

পুরুবিক্রমের সহিত ইহার আর একটি প্রভেদ দেখাইব। পুরুবিক্রমে যাঁহাদের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মনের সকল কথা তুমি বুঝিতে পার না। তাঁহারা কেমন করিয়া হাসিতেন, কেমন করিয়া কাঁদিতেন, কে কি ভাবে কোন কথা কহিতেন, তাহা অনুভব হয় না। বঙ্গের সুখাবসানের সকলকেই তোমার চেন চেন লাগে। ইহাদের সকলেরই মনের কথা, তুমি শ্রুতিমাত্র বুঝিতে পাও। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করে না, তথাপি তাহাদের কথা হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। তাহারা যখন হাসে, তখন হাসি আসে। তাহারা যখন কাঁদে, তখন চক্ষের জল সংবরণ করা কঠিন হয়।

তবে, ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবি সকল চরিত্রে সমান ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সৌদামিনীর আদি ও অন্ত একরূপ হয় নাই। পাঠকের সহিত প্রথমে যে সৌদমিণীর পরিচয় হয়, তিনি কোথায় যেন চলিয়া গেলেন; আর এক নূতন সৌদামিনী তাঁহার দেহ পরিগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইনিই যে তিনি,ইহা কোনক্রমেই প্রতীতি হয়না।

হরিপ্রসাদ প্রভৃতির কথাতেও কোন কোন স্থলে কিছু বিশেষ দোষ আছে। হরিপ্রসাদ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পার্শ্বস্থ কোনবন্ধু কি একটি ক্ষমার মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, আর অমনি মন্ত্রমুগ্ধসর্পের ন্যায় হরিপ্রসাদ বসিয়া পড়িলেন। এইরূপ তর্জ্জন ও গর্জ্জন, ও পরক্ষণেই এইরূপ প্রশমন অনেকবার হইয়াছে। গতিকে, ক্রোধ ও ক্ষমা উভয়ই নাটকীয় ক্রোধ ও ক্ষমার ন্যায় একটুকু অভ্যস্তের মত বোধ হয়। কিন্তু বঙ্গের সুখাবসানে দোষের ভাগ অতি অল্প, গুণই অধিক। যাঁহারা বঙ্গদেশে জন্মিয়াছেন, ও লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই নাটকখানি একবার আদ্যন্ত পাঠকরা উচিত।

——০ঃ(-ঃঃ০)ঃ০——

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র এলাহাবাদ ১।৵
" " শশীমোহন পাল চৌধুরি লৌহজঙ্গ ১।৵
" " তারিণীচরণ রায় সন্দিপ, নোয়াখালী ১।৵
" " কালীকিঙ্কর সেন রাজসাহী ১।৵
" " অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আগরা ১।৵
" " হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের ১।৵
" " নিলাম্বররায় সকড়িগলি ১।৵
" " পুরুষোত্তম দাস নুনহাট, বালেশ্বর ১।৵
" " চন্দ্রধর বাগছি শিলং ১।৵
" " জয়রাম রায় মুকুন্দপুর ৸৹
" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী দিনাজপুর ১।৵
" " দুর্গাকান্ত সান্যাল ঐ ১।৵
" " জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵
" " ভুবনমোহন কর ঐ ৪খণ্ড ৫॥৹
" " হরমোহন ভাদুড়ি কালীতলা, দিনাজপুর ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত বসু নিশ্চিন্তপুর স্কুল ঐ ১।৵
" " আনন্দচন্দ্র চৌধুরি দিনাজপুর ১।৵
" " তারা প্রসাদ মজুমদার ঐ ১।৵
" " ত্রিপুরচন্দ্র নিউগি ঐ ১।৵
" " রাজেন্দ্রলাল মজুমদার ঐ ১।৵
" " তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵
" " যজ্ঞেশ্বর দত্ত ঐ ১।৵
" " শশীমোহন সেন ঐ ১।৵
" " নীলমণি পাল ঐ ১।৵
" " চন্দ্রমোহন সেন ঐ ১।৵
" " রাধাকৃষ্ণ মৌলিক বালুবাড়ী ঐ ১।৵
" " নবিনচন্দ্র কর দিনাজপুর ১।৵
" " মহিমচন্দ্র দাস ঐ ১।৵
" " পার্ব্বতিচরণ দাস মাদাঁরিপুর ১।৵
" " শ্যামাচরণ দাস পটুয়খালী ১।১৹
" " লক্ষ্মীকান্তদাস বিশ্বনাথ ১।৶
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ধনওয়ার ১।৶

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ বসু শ্রীবাড়ী ১।৵
" " প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিলাসখান ১৶১০
" " কালী প্রসন্ন মৌলিক ভরাকৈর ১।৵
" " নবিনচন্দ্র বসু মালখানগর ১।৵
" " ভগবানচন্দ্র সেন মেদিনীপুর ১।৵
" " গিরিশচন্দ্র মৈত্র গোয়ালন্দ ১।৵
" " যাদবচন্দ্র সরকার ঐ ১।৵
" " প্রাণনাথ সাহা ঐ ১।৵
" " গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵
" " দ্বারকানাথ সেন ঐ ১।৵
" " জানকীনাথ মিত্র ঐ ১।৵
" " অঘোরনাথ ঘোষাল ঐ ১।৵
" " পরেশনাথ বিশ্বাস ঐ ১।৵
" " পরাণচন্দ্র বসু ঐ ১।৵
" " চন্দ্রনাথ গুহ ঐ ১।৵
" " কালীচরণ মুখো- ঐ ১।৵
" " রাজকুমার সেন ঐ ১।৵
" " হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঐ ১।৵
" " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ ১।৵
" " প্রতাপচন্দ্র মৈত্র ঐ ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সান্যাল শান্তিপুর ১।৵
" " ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত রেইল- ওয়ে ডিপার্টমেন্ট অ যোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড হেরণি ১।৵
" " চন্দ্রকুমার সরকার ভাদিয়া ফেক্টরি ১।৵
" " রাজকুমার বনওয়ারি আ নন্দ বাহাদুর বনওয়ারি বাদ ১।৵
" " যদুনাথ দাস মানিকগঞ্জ ১।৵
" " হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ টাঙ্গাইল ৫৲
" " ষষ্ঠিচরণ কানুগিরি ফটিকছড়ি ১।৵
" " গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া ১।৵
" " রামকানাই সেন ঐ ১।৵
" " গিরিশচন্দ্র দত্ত ঐ ১।৵
" " দ্বারকানাথ সেন ঐ ১।৵
" " নবকুমার বিশ্বাস রানীশনকৈল ১।৵
" " গোবিন্দ চন্দ্র রায় কুচবেহার ১।৵
" " জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী তমলুক ১।৵

শ্রীযুক্ত সৈয়দ মজহর আলী
গৌরনদী　　১৷৶
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ সেন ঐ　　১৷৶
" " সূর্য্যকুমার গুহ
চাউলাকাঠী　　১৷৶
" " ভগবান চন্দ্র বসু কাটোয়া
১৷৶
" " জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা
৸৷০
" " রামদাস সেন বহরমপুর
১৷৷৶
" " হরিমাধব লাহিড়ি
কলিকাতা　　১৷৶
" " বঙ্গচন্দ্র সরস্বতী ডিব্রুগড়
১৷৶
" " হরচন্দ্র চৌধুরি জমিদার,
সেরপুর　　১৷৶
" " তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা
১৷৶
" " উগ্রকণ্ঠ গুহ ঠাকুরতা
বানড়িপাড়া　　১৷৶
শ্রীযুক্ত আপছাকদ্দিন চৌধুরি বামনা ১৷৶
" আফতাবুদ্দিন চৌধুরি ঐ　　১৷৶
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ বসু
মটবাড়িয়া　　১৷৶
" " রাজকুমার সরকার ঐ　　১৷৶
" " মহিমাচন্দ্র দাস ঐ　　১৷৶
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত আমরাগাছি
৸৷০

শ্রীযুক্ত মুন্সী গহরদ্দিন শিবখালী ১৷৶
" " মুন্সী বাবু খাঁ দাউদখালী
১৷৶
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র দাস তুষখালী
১৸৶
" " কাশীচন্দ্র বসু অঠবাড়ীয়
১৷৶
" " উমাচরণ গুহ ঐ　　১৷৶
" " অভয়াচন্দ্র বসু ঐ　　১৷৶
" " সারদা মোহন বসু
দিনাজপুর　　১৷৶
" " বসন্তকুমার মিত্র রাজঘাট
১৷৶
" " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৷৶
" " শরচ্চন্দ্র বসু কৃষ্ণনগর
কলেজ　　১৷৶
" " নীল কমল মিশ্র গোলমুণ্ডা
১৷৶
" " কৃষ্ণশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
বাঁদাইখাড়া　　১৷৶
" " দয়ালবিহারি গুহ
মঙ্গলদই　　১৷৶
" " যোগেন্দ্রনাথ রায়
বেহালা　　১।
" " জ্ঞানানন্দ সিকদার
কানাইপুর　　১৷০
" " যোগেন্দ্র নারায়ন
আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১৷৶

শ্রীযুক্ত বহরউল্লা কাঁজি বগুড়া ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় উনাও অ উড় ১।৵

" " মহেন্দ্রনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় দাঁদপুর কাছারি ১।৵

" " দয়ালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় শিবহাটি ১।৵

" " প্রসন্নকুমার দাস শিলং ১।৵

" " পুলিনচন্দ্র রায় জামাটেল ২৵

" " পূর্ণচন্দ্র লস্কর শ্রীনগর ১৲

" " প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দেবপুর ১।৵

" " রামকুমার সরকার ঐ ১।৵

" " শ্রীনাথ গুপ্ত গৈলা ১৵

" " চণ্ডীচরণ বসু জামালপুর ১।৵

" " কালীনাথ বিশ্বাস কাউখালী ১।৵

" " অন্নদাচরণ বিশ্বাস ঐ ১।৵

" " মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ১।৵

" " শ্রীনাথ বিশ্বাস ঐ ১।৵

" " বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস ঐ ১।৵

" " উমাকান্ত বিশ্বাস ঐ ১।৵

" " মনোরঞ্জন দত্ত ঐ ১।৵

" " ললিতকুমার দত্ত ঐ ১।৵

" " রতনকৃষ্ণ সোম ঐ ১।৵

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর ঘোষ ঐ ১।৵

" " কৃষ্ণকান্ত পালিত ঐ ১।৵

" " সেক্রেটরি, সমেদকাটিস্কুল. সমেদ কাটি ১।৵

" " প্যারীমোহন আইচ ঐ ১।৵

" " দ্বারিকানাথ বসু বানড়িপাড়া ১।৵

" " শশীকুমার গুহ ঠাকুরতা বানড়ি পারা ১।৵

" " বরদাকণ্ঠ গুহ ঐ ১।৵

" " বিধুচরণ গুহ ঠাকুরতা ঐ ১।৵

" " আনন্দমোহন গুহঠাকুরতা ঐ ১৵

" " চৈতন্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকইখালী ১।৵

" " রামকুমার দত্ত স্বরূপকাটি ১।৵

" " ভগবানচন্দ্র সান্যাল টাঙ্গাইল ১।৵

স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত বাবু মোহনবাঁশী দে ১৲

" " ব্রজবিহারি রায় ১৲

" " অভয় চন্দ্র দাস ১৲

" " প্রাণকুমার দাস ১৲

" " হরি মোহন রায় ১৲

" " প্রিয়নাথ বসু ১৲

শ্রীযুক্ত	বাবু	চন্দ্র কুমার সোম	১৲
‚	‚	দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
‚	‚	কুমুদ চন্দ্র সেন	১৲
‚	‚	রসিক চন্দ্র গুহ	১৲
‚	‚	লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ	১৲
‚	‚	হরিনাথ বসু	১৲
‚	‚	প্রাণ নাথ বসু	১৲
‚	‚	জগচ্চন্দ্র গুহ	১৲
‚	‚	উমাপ্রসাদ বিশ্বাস	১৲
‚	‚	জগদ্বন্ধু চন্দ	১৲
‚	‚	বিশ্বেশ্বর রায়	১৲
‚	‚	রাজ কুমার গুহ	১৲
‚	‚	রজনীকান্ত সেন	১৲
‚	‚	আবদুল কাজিম	১৲
‚	‚	প্রসন্ন কুমার মুখো	১৲
‚	‚	আমিরন্নেছা খাতুন	১৲
‚	‚	সৈয়দ হোসেন জান	১৲
‚	‚	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৲
‚	‚	মহেশ চন্দ্র নাগ	১৲
‚	‚	প্রতাপ চন্দ্র দাস	১৲
‚	‚	গোপীমোহন বসাক	১৲
‚	‚	সীতা নাথ নাগ	১৲
‚	‚	বৈকুণ্ঠ নাথ নাথ	১৲
‚	‚	চন্দ্র কিশোর রায়	১৲
‚	‚	আনন্দ চন্দ্র মুখো	১৲
‚	‚	মনোমোহন দাস	১৲
‚	‚	লালমোহন বন্দ্যো	১৲
‚	‚	হরচন্দ্র বন্দ্যো	১৲
‚	‚	তারকচন্দ্র বন্দ্যো	১৲
শ্রীযুক্ত	বাবু	মোহিনীমোহন দাস	১৲
‚	‚	লালমোহন দাস	১৲
‚	‚	ক্ষেত্রমোহন দাস	১৲
‚	‚	গিরিশচন্দ্র বসু	১৲
‚	‚	কালীনাথ রায়	১৲
‚	‚	শিবপ্রসাদ রায়	১৲
‚	‚	অনঙ্গমোহন লাহা	১৲
‚	‚	হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	১৲
‚	‚	বঙ্কচন্দ্র কর্ম্মকার	১৲
‚	‚	ললিতমোহন দাস	১৲
‚	‚	ব্রজনাথ দে	১৲
‚	‚	প্রতাপচন্দ্র সেন	১৲
‚	‚	শ্রীনাথ বাগ্‌ছি	১৲
‚	‚	বামাচরণ সেন	১৲
‚	‚	রামদয়াল মৌলিক	১৲
‚	‚	তারিণীকান্ত গুপ্ত	১৲
‚	‚	শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
‚	‚	শশিমোহন বসাক	১৲
‚	‚	অম্বিকাচরণ কুশারি	১৲
‚	‚	গিরিশচন্দ্র সরকার	১৲
‚	‚	কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
‚	‚	আশুতোষ গুপ্ত	১৲
‚	‚	শরচ্চন্দ্র রায়	১৲
‚	‚	মোহিনী মোহন বসু	১৲
‚	‚	মহিমচন্দ্র বন্দ্যো	১৲
‚	‚	আনন্দকান্ত গুপ্ত	১৲
‚	‚	অভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
‚	‚	রামচন্দ্র নাথ	১৲
‚	‚	প্রতাপচন্দ্র সেন ২য়	১৲

REGISTERED NO. 32.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অগ্রহায়ণ মাসের বান্ধব, মাসের প্রথমে না হইয়া, শেষে প্রকাশিত হইয়াছে। ভরসা-করি পাঠকবর্গ এই ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। বর্ত্তমান মাসের এই বিলম্ব-হেতু, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত মাসের শেষে পত্রিকা প্রচারিত হইবে।

যাঁহারা অদ্য পর্য্যন্ত বান্ধবের মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগৌণে মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র রায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

বান্ধবের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা বহুদিন হইল নিঃশেষ হইয়াছে। শীঘ্রই পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইয়াছেন, কি ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা কিছুকাল পরে ঐ তিনসংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

১ম খণ্ড। ৯ম সংখ্যা। ফাল্গুন। ১২৮১।

বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

[illegible] মিস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

বাঙ্গালির অভিমান ও অকীর্ত্তি।

বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে যার লজ্জা হয় হউক, আমাদের লজ্জা হয় না। আমরা ঐ নামে পরিচিত হইতেই সম্মান জ্ঞান করি এবং যে কোন বিষয়ে বঙ্গদেশের গন্ধ সম্পর্ক আছে, তাহাই প্রাণের সমান জ্ঞান রাখি। পিতা কি পিতামহের নাম যেমন প্রিয়, বাঙ্গালি এই নামটিও আমাদিগের নিকট ঠিক্ তেমন অথবা ততোধিক প্রিয়। আজ বঙ্গভূমিকে পরাধীনা দেখিয়া, যাঁহারা বাঙ্গালি বলিয়া অভিহিত হইতে লজ্জা অনুভব করেন, এক দিন হয়ত তাঁহারা, জীর্ণাম্বরাদি দারিদ্র্য চিহ্ন দেখিয়া, পিতাকেও পিতা বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। আমরা এইরূপ সুকোমলস্বভাব, সলজ্জ পুরুষদিগের তেমন একটা প্রশংসা করি না। আমাদিগের গণনা এই যে, আমরা বিশ্বজনীনমানবজাতির সম্বন্ধে পৃথ্বীবাসী, তাহা হইতে নিকটতর সম্বন্ধে ভারতবাসী এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধে বঙ্গবাসী। ইহাতে যদি দোষ থাকে, তবে সে দোষ স্বীকার করি। কিন্তু বঙ্গভূমিতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরক্ত বলিয়া আমরা বাঙ্গালির অন্ধ স্তাবক নহি। বাঙ্গালির গুণটুকু আমাদের অন্তরে যত না জাগে, দোষরাশি তাহা অপেক্ষাও অধিক জাগে।

ভারতবর্ষে এইক্ষণ যে কয়টি জাতি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালি, আর কোন গুণে না হউক, চক্ষুষ্মান্ বলিয়া বিদেশীয়দিগের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুস্থানবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতির শরীরে সামর্থ্য থাকিলেও মস্তিষ্কে আর পদার্থ নাই। তাহারা হস্তীর মত অঙ্গসঞ্চালনার্থ চালিত হয়, আপনার অঙ্গ আপনারা দেখিতে পায় না। দাক্ষিণাত্যবাসীরা তমসাচ্ছন্ন। তাহারাও কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনা, এবং আর কেহও তাহাদিগের কোন সংবাদ লয় না। মহারাষ্ট্রীয় বংশের একটি চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, আর একটিও রুগ্ন। এই সমস্ত কারণবশতঃ, বাঙ্গালি একটু দেখে শুনে বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি। কিন্তু প্রসিদ্ধি ভাল নহে। প্রসিদ্ধি অনেক আপদের মূল। বাঙ্গালিও প্রসিদ্ধ হইয়াই বিপন্ন। দেশে বিদেশে এইক্ষণ বাঙ্গালির যে সকল অকীর্ত্তি, প্রত্নপত্রে ও লোকের মুখে মুখে বিঘোষিত হইতেছে, এই প্রসিদ্ধিই, আমাদিগের বিবেচনায়, তাহার

এক প্রধান হেতু। অথচ দেখা যাইতেছে যে, অকীর্ত্তির শত শত চক্কানাদেও বাঙ্গালির অভিমান কিছুতেই খর্ব্ব হইতেছে না। লোকে যতই নিন্দা করিতেছে, বাঙ্গালির অভিমানও ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতেই বাঙ্গালি যুবা অভিমানভরে মৃত্তিকায় পাদক্ষেপ করিতে চায় না; এবং কথার ছটায় ব্রহ্মাণ্ড উড়াইয়া দেয়। আর, যাঁহারা বার্দ্ধক্যহেতু গতিশক্তিবিহীন হইয়াছেন, তাঁহারাও শয্যার এক পার্শ্বে কোন প্রকারে পড়িয়া থাকিয়া, চক্ষু আধ আধ নিমীলিত রাখিয়া, ঐ শয়ান অবস্থাতেই দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা সমস্ত সংসার তৃণজ্ঞান করেন। আমরা এই নিমিত্ত, এই প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে বাঙ্গালির অভিমান ও অকীর্ত্তি দুইয়েরই সমালোচনা করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। কি কি বিষয়ে বাঙ্গালি প্রকৃত প্রস্তাবে অভিমান করিতে পারে, আমরা তাহাও দেখাইব, এবং কি কি কথায় বাঙ্গালির অধোবদন হওয়া উচিত, তাহাও নির্ম্মুক্তকণ্ঠে বলিব। স্বপক্ষ বিপক্ষ কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সত্য কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহার পরীক্ষা বিবেচক পাঠকবর্গের নিকট।

বাঙ্গালির অভিমানের প্রধান সামগ্রী বুদ্ধি, এবং আমরা বিবেচনা করি এ অভিমান নিতান্ত বৃথা নহে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের জন্য প্রশংসনীয় মনুষ্যের মন যত না স্ফীত হয়, কেহ বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করিলে, মনে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রফুল্লতা জন্মে। ইহা মানব প্রকৃতির কলঙ্ক হইলেও স্বরূপ কথা। বাঙ্গালি বুদ্ধির জন্য সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই প্রশংসিত। সুতরাং এ বিষয়ে অভিমান করিলে, কে কি বলিয়া নিন্দা করিবে? পৃথিবীর অন্যান্য জাতীয় মনুষ্যের নিকট বাঙ্গালি আর যে কোন বিষয়ে খাট হউক, বোধ হয় বুদ্ধিতে কাহারও নিকট খাট নহে। বাঙ্গালির নিন্দা প্রসঙ্গে বিদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন,—অনেকে রসিকতা দেখাইয়াছেন, অনেকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকে যোগীর ন্যায় যোগশাস্ত্রের উপদেশ শুনাইয়াছেন; কিন্তু কোন দেশের কোন মহাত্মাই, বাঙ্গালিকে নির্ব্বোধ বলিয়া, দয়া করেন নাই। মেকলে প্রভৃতি নিঃস্বার্থস্বভাব, নির্ব্বিকারচেতা, মহাশয় পুরুষদিগের লেখা কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহারা কেহ বাঙ্গালিকে ব্যাঘ্র বলিয়াছেন, কেহ জম্বুক বলিয়াছেন, কেহ সর্পের সহিত তাহার

তুলনা দিয়াছেন, এবং কেহ কেহ, হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, শঠ, ধূর্ত্ত, বঞ্চক ইত্যাদি বহুত প্রকার শ্রবণমনোহর সুললিত উপাধি মনুষ্যের ভাষায় রচিত হইতে পারে, সমস্তই তাহার মস্তকে ঢালিয়া দিয়া, উপকারের প্রতীকার করিয়াছেন। তথাপি ধন্যবাদ দি, এত করিয়াও কেহই তাহাকে মেষ গর্দভাদি শান্তমতি ও শিষ্টপ্রকৃতি প্রাণিবর্গের উপমাস্থান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব, অনৈসর্গিক উদারতার যদি কিছু কারণ থাকে, সেই কারণ অবশ্যই বাঙ্গালির বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধি এমনই এক বস্তু, উহাকে কেহই সহজে পায়ে ঠেলিতে পারে না। বিদ্বিষ্ট জাতির বুদ্ধি, প্রখর বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, বিদ্বেষের ভাব আরও গাঢ় হইতে পারে, কখনও ঘৃণায় পরিণত হয় না।

'ছেকমতে বাঙ্গালি হুনরে চীন' ইহা একটি প্রাচীন প্রবাদ। আধুনিক হিন্দুস্থানিদিগের মধ্যেও এইরূপ কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এসকল কথার অর্থ এই যে, বাঙ্গালি বড় চতুর ও বড়ই বুদ্ধিমান্। বাঙ্গালির বুদ্ধি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তি দেশসমূহেও অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কাহিনী কথিত হইয়া থাকে। আমরা এই হেতু পুনরুক্তি করিতেছি, যখন চতুর্দ্দিগের লোক একবাক্য হইয়া বাঙ্গালির বুদ্ধিকে নমস্কার করিতেছে, তখন সে বিষয়ে সংশয় করা বিড়ম্বনা। তবে এস্থলে একটি কথার বিচার করা আবশ্যক। বুদ্ধি অনেক প্রকার। কাহারও বুদ্ধি সূচিরমত সূক্ষ্ম, কেশপ্রমাণ সংকীর্ণ পথেও অক্লেশে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু কঠিন বস্তুর প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না। কাহারও বুদ্ধি আপাততঃ স্থূল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কুঠারের ন্যায় দৃঢ় ও ভারবিশিষ্ট,—বহুদূরে প্রবেশ করে, বহু আঘাত সহ্য করিতে পারে, এবং বহুকাল সজীব থাকে। পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই ইদানীং ইয়ুরোপীয়দিগের বুদ্ধিকে কুঠারজাতীয় বলেন, এবং বাঙ্গালির বুদ্ধিকে সূচিজাতীয় বলিয়া একটু উপহাস করেন। পূর্ব্বে যে সেকলের নামোল্লেখ হইয়াছে, তিনিও এই শ্রেণীস্থ এবং এবিষয়ে তাঁহার মতানুসারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালি, ব্যবস্থা শাস্ত্রের কূট কথা লইয়া, কিরূপ বিতর্ক করে, বিষয়বিবাদে কিরূপ নিপুণতা দেখায়, পরের নিন্দার সময়, কত কি টীকা, টিপ্পনী এবং ভাষ্য ও মহাভাষ্য করিয়া একগুণে দশগুণ পরিশোধ করে, ইহাই তাঁহারা দেখিয়াছেন এবং ইহা দেখি-

রাই একদেশদর্শীর ন্যায় অন্ধসংস্কারের অধীন হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের ইতিবৃত্ত ভালরূপে আলোচনা করিলে এই সংস্কার ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায় বাঙ্গালির বিষয়বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম, বাঙ্গালির শাস্ত্রীয় বুদ্ধি তেমনই প্রগাঢ়। আমরা ইহার গুটি দুই নিদর্শন দিব।

ইয়ুরোপীয় কএকটি পণ্ডিত, অল্প কএকদিন হইল, শব্দশাস্ত্রের অনেকগুলি গূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। দিনান্তে একবার তাঁহাদিগের প্রশংসা করা না হইলে, নব্যশিক্ষাভিমানীরা অনুতাপবিষে জর্জ্জরিত হন এবং কেহ তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ কি অসারতা প্রদর্শন করিলে, তাহাকে মহাপাতকী বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায়, বঙ্গীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্রের মূলানুসন্ধানে যেরূপ সুগভীর দৃষ্টি, সারগর্ভ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, ইয়ুরোপের বর্ত্তমান উদ্যম তাহার কাছে কিছুই নহে। বঙ্গদেশপ্রচলিত যাথার্থশাস্ত্র শব্দ বিজ্ঞানের এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। যদি শব্দবিজ্ঞানশাস্ত্রের কিছু মাত্র সার্থকতা থাকে, তবে তাহা যাথার্থ শাস্ত্রেই প্রযুজ্য হইতে পারে। ইহাতে বিচারের যে রূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং যে সকল কঠিন কথার মীমাংসা রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং ইহা যাঁহাদিগের বিশাল মস্তিষ্ক বিলোড়নের ফল, তাঁহাদিগকে অতি উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই যাথার্থশাস্ত্রের অধিকাংশ প্রধান গ্রন্থই বাঙ্গালির লেখা।

আধুনিক লেইনী শিক্ষার মাহাত্ম্যগুণে এদেশে স্বাধীনচিন্তা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কেহই এইক্ষণ আর নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে না, অথবা ইচ্ছা করিলেও সামর্থ্য পায় না। সকলেই নকলনবিশ এবং প্রায় সকলেই চোর। বিলাতে মোক্ষমূলর কোন একটি শব্দের ব্যাখ্যাচ্ছলে একটি নূতন কথা বলিলেন; সেই কথাটি একজনে অনুবাদ করিল, আর একজনে তাহা দেখিয়া অবিকল তুলিয়া লইল, কি একটু খাদ মিশাইল, তৃতীয় একজনে মুখে মুখে শুনিয়া সভাস্থলে বক্তৃতা করিতে চলিল। ইহাই এক্ষণকার বিদ্যা প্রকাশ। কিন্তু বাঙ্গালি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীনভাবে যে সকল শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আর এক রূপ বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। সে বিদ্যার সমুচিত সম্মান করা হামিলটন, ও কান্ট প্রভৃতি লোক ভিন্ন যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে।

ন্যায় দর্শন,যাথার্থ হইতেও কঠিনতর ও সারবিশিষ্ট পদার্থ। কিন্তু বাঙ্গালির বুদ্ধি ইহার নিকট পরাজিত হওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালির আশ্রয় পাইয়াই ইহা জীবিত রহিয়াছে এবং ইহার বর্ত্তমান উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ইহার বীজ মাত্র রোপণ করেন; সেই বীজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের প্রযত্নে অঙ্কুরিত হয়, তৎপর তাহার শাখা পল্লব বিস্তার এবং ফল ফুল সমৃদ্ধি যাহা কিছু হইয়াছে, সমস্তই বঙ্গদেশের অক্ষয় ভূষণ, শ্রীমান্ রঘুনাথ শিরোমণি এবং তদীয় অনুবর্ত্তীদিগের মর্ম্মজ্ঞতা এবং গভীরচিন্তাশীলতার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনের অনুশীলনে ভারতবর্ষে অন্য কোন প্রদেশই বঙ্গদেশের সমকক্ষ হয় নাই। বরং সকলেই বঙ্গকে গুরুস্থান বলিয়া মানিয়াছে। কাশী,দ্রাবিড়,মথুরা, পঞ্জাব মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সকল স্থানের বিদ্যার্থীরা বঙ্গে আসিয়া উপদেশ লইয়াছে। এসকল কথা স্মরণ করিলে, বাঙ্গালি কি শাস্ত্রানুসারে অভিমান করিতে পারে না? যদি আরিষ্টোটল প্রভৃতির নাম লইয়া ইয়ুরোপের শিক্ষাগুরু গ্রীক জাতির অভিমান করা অসংগত না হয়, যদি হিয়ুম প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি মাহাত্ম্য, বৃটন জাতির অভিমানের বিষয় হইতে পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতরত্নমালাও বঙ্গভূমির কণ্ঠে অভিমানের কণ্ঠমালার ন্যায় চিরকাল দোদুল্যমান থাকিতে পারে।

অভিমান করিবার কথা হইলে, সর্ব্বতোমুখী সহৃদয়তাও বাঙ্গালির আর এক সামগ্রী। যাঁহারা, স্বজাতীয় তরলমতি মূর্খ সমাজের ক্ষণিক প্রমোদ সাধনের জন্য শপথ করিয়া, অন্যজাতির নিন্দা করিতে উপবিষ্ট হন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা দেবতা। তাঁহাদিগের সকলই শোভা পায়। একান্ত অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ। একটি মনোহরবাক্য বিন্যাসের অনুরোধেও তাঁহারা অম্লানবদনে সাধারণ সমক্ষে অসাধারণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। কপোলকল্পিত, অমূলক কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতে তাঁহাদিগের কখনও লজ্জা হয় না, এবং কখনও লজ্জা হইবে এরূপ কারণ দেখি না। বাঙ্গালির হৃদয় সম্বন্ধে এই শ্রেণীর সাধু পুরুষগণ যে সকল সুরসিক, মধুর কথা কহিয়া গিয়াছেন, অথবা আজও কহিতেছেন, আমরা তাহা গণনায় আনিলাম না। কিন্তু যাঁহারা অভিনিবিষ্ট মনে বাঙ্গালির হৃদয় পাঠ করিয়াছেন,তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে,জগতে যদি কোন জাতিকে হৃদয়বান্ বলিয়া আদর করা যায়, সেই জাতি বাঙ্গালি।

বঙ্গভূমি হৃদয়েরই, বিলাস ক্ষেত্র। এখানে, যে দিগে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিগেই হৃদয়ের পূজা দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হই। চক্ষু, ফিরাইলেও, কোন ক্রমেই ফিরিতে চায় না। জনক জননীর প্রতি ভক্তি, ভ্রাতার প্রতি স্নেহ, অপত্য-বাৎসল্য, দাম্পত্য প্রেম, বন্ধুতা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ, অতিথির অভ্যর্থনা, দরিদ্রে দয়া ইত্যাদি হৃদয়ের ভাবনিচয় এখানে বহুকাল হইতে মার্জ্জিত হইয়া হইয়া এইক্ষণ এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলে যোগীর মন মুগ্ধ হয় এবং মুহূর্ত্তের জন্য সংসারে আসক্তি জন্মে। পৃথিবীর অনেক সুসভ্য দেশেই পিতাকে নিকট সম্পর্কিত আত্মীয় বলিয়া গণনা করে, বিবাহের পর দিন হইতেই মাতাকে কুটুম্বিনী সংখ্যায় ফেলিয়া দেন, অভ্যাগত স্বজনবর্গকে আদর সহকারে স্বগৃহে গ্রহণ করা প্রায় কেহই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মানে না, কিন্তু বঙ্গদেশে, পিতা মাতার সেবা, ভ্রাতা ভগিনীর সুখ এবং আত্মীয় স্বজনের সম্মানের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলেও সকলে তাহা শ্লাঘা মনে করে। বঙ্গের যে গৃহে অতিথি বিমুখ হয়, সে গৃহ পিশাচ গৃহ; যে গৃহের দ্বার দেশ হইতে ভিখারী দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসে, দেবতারা সে গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং যে গৃহে স্বজনবর্গ উৎসবে ও ব্যসনে স্থান লাভ করে না, সে গৃহ সদাচার বর্জ্জিত বলিয়া সমাজস্থ সকলেরই পরিত্যাজ্য। সর্ব্ব-শস্যশালিনী, স্বর্ণখনি বঙ্গভূমি আজ দরিদ্র ও অন্নের জন্য লালায়িত। এই দারিদ্র্য দুঃখ কেন? ইহার এক কারণ পরের শোষণ, আর এক কারণ হৃদয়ের সেবা ও সম্মাননা। হৃদয়ের এত আনুগত্য স্বীকার না করিলে, পরকীয় প্রপীড়ন সত্ত্বেও বাঙ্গালি এইক্ষণ সম্পদের সুকোমল শয্যায় বিরাজ করিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালি হৃদয় শূন্য সম্পদকে বিপদ জ্ঞান করে। অধিক আর কি বলিব, হৃদয়ের সুখে বঞ্চিত হইলে, প্রভুত্ব, প্রতাপ এবং স্বাধীনতার অনন্ত স্বর্গও তাহার নিকট বিষবৎ অসহ্য হইয়া উঠে।

বাঙ্গালির হৃদয় মার্জ্জিত, মাধুর্য্য বিশিষ্ট এবং উচ্চ শ্রেণীর কিনা, তাহার আর একটি প্রমাণ দেখ। সত্যের পরীক্ষা বুদ্ধি, সাধুতার পরীক্ষা বিবেক এবং কাব্য কিম্বা রসের পরীক্ষা হৃদয়। বাঙ্গালির হৃদয় কাব্যের চিরকুসুমবিলসিত নিকুঞ্জস্বরূপ এবং সৌন্দর্য্য ও সংগীতাদি রসের অক্ষয় ভাণ্ডার। অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা স্বদেশীয় কাব্যের রসাস্বাদে অধিকারী হইলেও

অনেকেই ভিন্নদেশীয় কবির কল্পনা কাননে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহারা সেক্সপীর কি বায়রণের সঙ্গে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন অথবা করতালি-দিয়া নৃত্য করেন, তাঁহারা কালিদাসের কথা বুঝেন না; এবং যাঁহারা গেটে কি দান্তের ভাবতরঙ্গে দোলায়িত হন, তাঁহারা হাফেজের পবিত্রপ্রেমপূর্ণ সংগীত সুধায় মোহিত হন না। বাঙ্গালির হৃদয় পৃথিবীর সকল স্থানের কবিকেই পূজা করিতে পারে। বাঙ্গালি, হোমরের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া, বীররসে গর্জ্জন করে,এবং বাল্মীকির বীণায় মুগ্ধ হইয়া একবার হুঙ্কার দেয় আবার জনক নন্দিনীর করুণ কাহিনীতে দ্রবীভূত হয়। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সকল দিগের কাব্যই বঙ্গে আসিয়া স্বগৃহোচিত পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে কেহই অপরিচিত এবং অনাদৃত নহে, এবং এদেশে জাতিভেদের শাসন যদিও এত দৃঢ়,তথাপি সাদি ও হাফেজ প্রভৃতিকে কেহই যবন বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই এবং বিদ্যাপতি ও ভারতের গুণে ভুলিয়া গিয়া কেহই বায়রণ প্রভৃতিকে গৃহের বাহিরে রাখে নাই। বস্তুতঃ কাব্য বিষয়ে, এই বিশ্বজনীনতা অসামান্য প্রশংসার কথা। যে জাতি, কাব্যের অমৃত রসে এত প্রমত্ত তাহাকে কখনই নীচহৃদয় মনে করিও না। কারণ,কাব্যের নাম প্রেম, কাব্যের নাম ধর্ম্ম, কাব্যের নাম সাহস, শৌর্য্য,বন্ধুত্ব ও দয়া। যেখানে কাব্য আছে, সেখানে এই সমস্ত পদার্থই বর্ত্তমান আছে। যদি কখনও কোন একটি না দেখিতে পাও, জানিও উহা নিদ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

বাঙ্গালির সহৃদয়তার তৃতীয় প্রমাণ বঙ্গভাষা। জাতীয় বুদ্ধি প্রখর হইলে, ভাষাকে পরিমার্জ্জিত করে, ভাষার অবয়ব গুলিকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে এবং চিন্তাপ্রসূত ভাবনিচয়ের প্রকাশের জন্য পথ খুলিয়া দেয়। কিন্তু হৃদয়ের দুর্দ্দমস্রোত যাবৎ না ভাষারূপ প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তাবৎ উহা কখনই ফুলিয়া উঠে না। বুদ্ধির ভাষা পাষাণময়ী ভূমিতে স্রোতস্বিনীর ন্যায়; সংকীর্ণ অথচ সুধার; উহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। হৃদয়ের ভাষা আলোড়িত, আবিল এবং নিয়ত কলকলায়মান। উহার তরঙ্গলীলায় কখনও বিরাম নাই। বঙ্গভাষা বুদ্ধির প্রয়োজন সাধনে সুপটু হইলেও হৃদয়ের ভাষা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। হৃদয়ের সকল কথাই উহাতে অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইতে পারে। বিলাসের, আলস্য, বৈরাগ্যের উদাসীনতা, শান্তির নির্ব্বিকার আনন্দ, শোকের করুণ কণ্ঠ, প্রেমের বিহ্বলতা, স্নেহের

মৃদুমধুর সম্ভাষণ, আরাধনার গাম্ভীর্য্য এবং প্রার্থনার পবিত্রতা হইতে যেরূপ পরিস্ফুট হয়; পৃথিবীর অনেক পুরাতন ভাষাতেও তেমন হয় না। সাধনার, নির্ভয়ের ভাব, মিলন, বিরহ, বাৎসল্য বঙ্গীয় সংগীতে কত সুধাই না ঢালিয়া রাখিয়াছে! রামপ্রসাদ ও চৈতন্য প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত যোগী এবং চণ্ডীদাস ও নিধু বাবু প্রভৃতি প্রেমের কবি অন্য কোন দেশে অবতীর্ণ হইলে এইরূপ হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতে পারিতেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বঙ্গভাষার উদ্দীপনী শক্তি ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। উহা সময়ে সময়ে কল্পনার রাজ্যকেও অতিক্রম করে, এবং বাঙ্গালির হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে কি ভয়ানক বহ্নি নিহিত রহিয়াছে, তাহার পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ বঙ্গভাষার ঢল ঢল সৌন্দর্য্য, লালিত্য এবং ওজস্বিতা মনে করিলে বাঙ্গালি নামে কোন কলঙ্ক আছে, এমন কথা স্মরণ থাকে না। বঙ্গদেশের বিজয়তারকা বহুকাল হইল অস্তমিত হইয়াছে; স্বাধীনতার সম্মান করিতে বাঙ্গালি, বহুকাল হইতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং মানের জন্য প্রাণকে ও যে উপেক্ষা করিতে হয়, এই কথা কালের প্রবলস্রোত বাঙ্গালির স্মৃতিপট হইতে ধুইয়া ফেলিয়াছে। যদি ইহা না হইয়া বর্দ্ধমান, বঙ্গভূমি বর্ত্তমান ইংলণ্ডের অবস্থায় থাকিত, বস্তুতঃ তাহা হইলে কি আশ্চর্য্য পদার্থ হইয়া উঠিত বলিতে পারিনা।

আমরা বাঙ্গালির অভিমানের কথা আর বলিব না। যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনায়, এবং লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনায় এই দুর্ভাগ্য জাতির সকল অভিমানই নিশার স্বপ্নের মত অলীক হইয়াছে। অগ্নির লক লক জিহ্বা অদৃশ্য হইয়া গেলে অঙ্গার বই আর কিছুই যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, বাঙ্গালির বর্ত্তমান জীবনেও অকীর্ত্তির কতকগুলি লক্ষণ বিনা এইক্ষণ আর কিছুই কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু আমরা বহুচিন্তা করিয়া দেখিলাম, আজকালকার বাঙ্গালির যতকিছু অকীর্ত্তি সমস্তই অভাবমূলক। শারীরিক সামর্থ্য সামাজিক একতা এবং স্বজাতিবাৎসল্য এই তিনটি বস্তুর অভাবেই সোনার বাঙ্গালী শ্মশান, এবং এই অত্যুৎকৃষ্ট জাতি কর্দ্দমের কর্দ্দম অথবা নরকের কীট। আর যাহা কিছু বল সমস্তই মিথ্যা, এই তিনটি অভাবই বাঙ্গালির সকল কলঙ্কের সার। এই অভাবত্রয় প্রদর্শনের জন্য যদি কেহ আমাদিগের উপর নিদারুণ কশাঘাত করে, আমরা তাহাও বক্ষঃস্থল প্রসারণ করিয়া সহিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কেননা, ইহা সত্য কথা এবং সত্য

আমাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল করিবে না।

শারীরিক সামর্থ্যকে এদেশের অনেকে বস্তুগাধ্য ই গণনা করেন না। কাঁদিয়া কাহিনী কোথায় গিয়া কাহার নিকট কহিব, এবং কহিলেই বা মনের মর্ম্ম দুঃখ কে বুঝিবে, এদেশের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্থ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এমন লোকও বিস্তর আছেন যে, তাঁহাদিগকে কেহ দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য বলিলে তাঁহারা, লজ্জিত না হইয়া, শ্লাঘান্বিত হন, এবং নিন্দার পরাকাষ্ঠাকে স্তুতির একশেষ মনে করিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া পড়েন। যেমন অদৃষ্ট, তেমন ফল! বাবুর অভাব নাই বাবু কোন কর্ম্মই নিজের হাতে করিতে পারেন না, বাবুর ননীত্বনিন্দি কোমল অঙ্গে ছাতাটি কি লাঠিখানেরও ভর সয় না, পাঁচটি ভৃত্য ধরাধরি না করিলে বাবুর স্নানাদি কর্ম্মও সম্পন্ন হয় না, এবং এখান হইতে ওখানে উঠিয়া বসিতে হইলেও একজন সঙ্গী বাবুর পৃষ্ঠবল না হইলে হইয়া উঠে না। শারীরিক সামর্থ্যের অভাব যারপরনাই দুঃখজনক হইলেও নিতান্ত নিন্দাজনক না হইতে পারে; কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে যদি আনন্দ ও আত্মশ্লাঘা হয়, তবে তাহা হইতে লজ্জাকর ও ঘৃণাকর কথা, তাহা হইতে গভীরতর কলঙ্ক কল্পনা করা ও মনুষ্যের অসাধ্য।

আরও দেখ। পূর্ব্বে এদেশে পুরুষের রূপের প্রশংসা করিতে হইলে, লোকে পুরুষোচিত রূপেরই প্রশংসা করিত। শারীরিক সামর্থ্যের অভাববশতঃ এইক্ষণ রুচি এত পরিবর্ত্তিত ও এত অধোগত হইয়াছে যে, যখন কেহ বরের রূপের প্রশংসা করিতে থাকে তখন বোধ হয় যে বাছা ছেলে না হইয়া মেয়েটি হইলে বাসরঘরে কত শোভাই না বিকাশ করিত। রূপের কথা যদি অসহ্য হয়, বঙ্গীয় নবীন যুবক বৃন্দের নাম গুলি আরও অসহ্য। নামের শেষ অংশ পরিত্যাগ করিলে, এদেশের অধিকাংশ পুরুষের নামই স্ত্রীলোকের নাম। যথা— কামিনী, রমণী, বাই, কিশোরী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, যামিনী, ভামিনী, নলিনী, ইত্যাদি। ইহার পরও কি ধিক্কার আবার আছে? মাতঃ বঙ্গভূমি! তুমি কেন এত কুসন্তানের ভার বহন কর, বুঝিতে পারি না! তোমার মলিন মুখ পানে কেহই কি ফিরিয়া চাহিবে না?

বহুদর্শী কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" এই শ্লোকার্দ্ধ বঙ্গের গৃহে গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। বঙ্গে এইক্ষণ আর কোন প্রকার উন্নতির তেমন আবশ্যকতা নাই। শারীরিক উন্নতি সংসাধিত হইলেই বাঙ্গালির সকল উন্নতি সংসা-

ষিত হইবে। বাঙ্গালির প্রাণে সাহসের অভাব নাই; কোন্ জাতির অন্তরে এত আগুণ তাহা জানি না। কিন্তু সে সাহস ফোটে না; যদি ফোটে তাহাও অধরে। ইন্ধনবিরহে অগ্নি কোথায় প্রজ্বলিত হয়, বল। বাঙ্গালির উদ্যম, উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অল্প নহে। মনের বেগে বাঙ্গালি উন্নতির ঊর্দ্ধতম গগনেও উড্ডীন হইতে ইচ্ছা করে; এবং মনের বেগ উচ্চদরের প্রশংসার বিষয়। কারণ, মনে বেগ না জন্মিলে কখনও, বাহিরে কার্য্যকারিতা জন্মে না। কিন্তু, যেমন যন্ত্রের অভাবে যন্ত্রী, তেমন শরীররূপ সাধনের অভাবে এই মানসিক বেগ, সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকর, অথবা অনিষ্টকর। যে শক্তি পরত্র, প্রযুক্ত না হয়, তাহা আপনি আপনার অপকার করে।

বাঙ্গালির সামাজিক একতা এবং স্বজাতিবৎসলতা বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধে কিছু লিখিলাম না। এবিষয়ে অবসর ক্রমে পৃথক্‌রূপে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই স্থলে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে জাতি শারীরিক সামর্থ্যে হীন হয়, সামাজিক একতা তাহাদের সেই অভাব মোচন করে; এবং যাহারা আর কোন বিষয়ে সামাজিকবন্ধনে বদ্ধ হইতে না পারে, স্বজাতিবৎসলতা বন্ধনীরজ্জু হইয়া তাহাদিগের মধ্যে একপ্রাণতা জন্মাইয়া দেয়। বাঙ্গালির ভাগ্যে এটি ও দৃষ্ট হয় না, ওটিও দৃষ্ট হয়না। সুতরাং যত দিন স্বজাতিবাৎসল্য জন্মিবে না, ততদিন বাঙ্গালি কখনও একদেহ ও একপ্রাণ হইবে না; এবং যত দিন এই চিরপ্রার্থিত সামাজিক একতা কল্পনা ছাড়িয়া কার্য্যে পরিণত হইবে না, তত দিন এদেশের কোন কলঙ্কই একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে না। বিষবৃক্ষ বিনাশ করিতে হইলে, মূলেই আঘাত করা আবশ্যক। তরু সতেজ থাকিলে, শাখা পল্লব ছেদনে কোন ফলই ফলে না।

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাতশতী ব্রাহ্মণ।

আমাদিগের কোন কোন সহৃদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, সাতশতীরা বৈদিকব্রাহ্মণগণ মধ্যে অধিকাংশ অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন কিনা তাহা সন্দেহ

স্থল। তাহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জন ও অন্যান্য পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ-জন্য সাতশতীর সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে ইহাঁরাও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় নৃপতিবর্গের নিকট নিজ নিজ বাসস্থলে জন্য আপন আপন আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক গ্রাম পাইয়াছিলেন। প্রমাণ—

সাগাঁই, সুগাঁই, নালসী, জগাঁই (যবগ্রামী) হাটুরী কাটুরী, ধাঁই, কান্দরে, কাটানী, কন্যাগিভুড়ী, বাথাড়ী, পিথাড়ী, সাঁই। উল্লুক, ধর্ ধর্ মুল্লুক ফরফর, বিশেষে শুনহ গাঁই। ইত্যাদি।

বৈদিকদিগের মধ্যে ৪২টি গোত্র প্রচলিত আছে। তদনুসারে ইহাঁরা দ্বিচত্বারিংশৎ পৃথক বংশে বিভক্ত। সাতশতীরাও ৪০টি পৃথক (গ্রামীণ) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকের গোত্র পৃথক, অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক পৃথক গোত্র সম্ভূত। বৈদিকদিগের বিয়াল্লিশটি গোত্র। যথা—

১ শাণ্ডিল্য	৫ সাবর্ণ
২ কাশ্যপ	৬ কাণ্ব
৩ ভরদ্বাজ	৭ কাঞ্চন
৪ বাৎস্য	৮ আত্রেয়
৯ অত্রি	২৬ অনারকাথ্য
১০ কৃষ্ণাত্রেয়	২৭ ঘৃতকৌশিক ৫ প্রবর
১১ কাত্যায়ন	২৮ ঘৃতকৌশিক ৩ ঐ
১২ পরাশর	২৯ মৌদ্গল্য
১৩ বশিষ্ঠ	৩০ সৌপায়ন
১৪ সাকৃতি	৩১ জমদগ্নি
১৫ বৈয়াঘ্র	৩২ কৌশিক
১৬ বৈয়াঘ্রপদ্য	৩৩ বৃদ্ধি
১৭ শক্তি	৩৪ বিষ্ণু
১৮ শুনক	৩৫ কুশিক
১৯ বিশ্বামিত্র	৩৬ কৌণ্ডিন্য
২০ অগস্ত্য	৩৭ গর্গ
২১ কাম্বায়ন	৩৮ অব্য
২২ সৌকালীন	৩৯ জৈমিনি
২৩ গৌতম	৪০ আলম্যান
২৪ গৌতম	৪১ বাসুকি
২৫ আঙ্গিরস	৪২ রোহিত।

এই বিয়াল্লিশটির মধ্যে দুইটি ঘৃতকৌশিক এবং জামদগ্ন্য ও জামদগ্নি নামে পৃথগ্বিধ অপর দুইটি গোত্র আছে। সাতসতীগণমধ্যে দুই ঘৃতকৌশিক, জামদগ্ন্য প্রচলিত ছিল না। এক ঘৃতকৌশিক ও জমদগ্নি প্রচলিত থাকে। বৈদিকেরা, যখন বঙ্গে আসিয়া নিবাস গ্রহণ করিলেন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের নিকট সম্মানাস্পদ হইতে পারিলেন, সেই সময়ে, সুযোগ বুঝিয়া, সাতশতীগণ আপনাদিগের গাই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত নির্গাঁই রূপে

আপনাদিগকে বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিকাংশ সাতশতী, বৈদিককুলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টবেদপারগ, তাঁহারা কেন দলে বলে ব্রহ্মপুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিলেন?

লোকের কৌতূহল চরিতার্থজন্য কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল; পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন।

১।	২।	৩।	৪।	৫।	৬।
নাগড়ি	দহড়ি	হামুরাপি	কাশ্যপকাঞ্জিকা।	বাপাড়ি	গুসিকা
৭	৮।	৯।	১০।	১১।	
কেযুর্গাইচ	সুখদাসিকঃ॥	থিভাড়ি	বাগুড়িশ্চৈব	ভাচুড়িঃ	
১২। ১৩।	১৪।	১৫।	১৬।	১৭।	
পিচুকুনকৌ।	সাড়াকুলী	কৌয়াড়িশ্চ	মুলুকজুড়ীশ্চ	হাজড়ীঃ	
১৮।	১৯।	২০।	২১।	২২।	২৩।
কাটানিঃ	কামদেবাশ্চ	বেড়গ্রামীচ	মালসী।	সাগাই	পুংসিকো।
২৪।	২৫।	২৬। ২৭।			২৮।
ভট্টশালী	করকরছত্রিকা॥	আদিত্যোজ্জলগাইতু			সরাহ
২৯।	৩০।	৩১।	৩২।	৩৩।	
দীঘলস্তথা।	ববগ্রামী	কড়ারিচ	কোশিলো	বৈজুড়ী তথা॥	
৩৪।	৩৫।	৩৬।	৩৭।	৩৮।	৩৯। ৪০।
কুড়ালো	হেমলী	ধায়ী	বাতাড়ী	বেলাড়ীপিচ।	কাঞ্জারাড়ি

রিত্যেব চত্বারিংশৎস্মৃতা দ্বিজাঃ। তৈরূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ— সপ্ত সপ্ত শতা-

ত্মজাঃ। তদ্বৈব্য বশতা জাতা তাস্তু সপ্ত সুতা বরাঃ। বরন্দরং গতাঃ পঞ্চ

কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ।

কেহ কেহ বলেন, কোমণী বা কল্যানী এবং করলা নামে আরও দুইটি গাঁই ছিল। এই দুইটি গাঁই ধরিলে ৫২টি গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাঁই সংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়।

এখন দেখ কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা অতদ্ভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখা যায়, উত্তর কালে ঐ চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্ব বিষয়ে সদ্গুণ সম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে ইহারা আপনাদিগের দলে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাতজন মাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্রবংশের মধ্যে অন্তর্ভাব হন। দুইজন রাঢ়ীদিগের সঙ্গে মিলিত হন। দুই চারিটি কুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিককুলে মিশিয়া গিয়াছেন, যথা। (২৩০ পৃষ্ঠা।)

পূর্ব্বকালে মুলুকজুড়ী, পিপ্পরী, কাশ্যপ কাঞ্জারী ও সুরাই কন্যা গ্রহণ করিয়া রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীনগণ দোষাশ্রিত হন। তদবধি যে সকল ব্যক্তি বা ঐ সকল গ্রামীণের সন্তানেরা সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে তদ্ভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া দূষিত করা হয়। তদনুসারে, রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণমধ্যে কয়েকটি থাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। একাণও কাটানী কৌণ্ডিন্য, বরগ্রামী শুদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই শ্রেণীর কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা জ্ঞান করেন।

কোন্ বংশ কোথা আছেন এবং কোন্ গোত্র কে কি কুল করিয়াছেন, তাহা ২৩১ পৃষ্ঠায় দেখ। (ক্রমশঃ)

রাঢ়ী শ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বারেন্দ্র-শ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বৈদিক শ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	যাহারা আপনাদিগকে মধ্যে২ খাঁটী সাতশতী বলিয়া জানেন, অথচ রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ইহারই একতর বলিয়া পরিচয় দিতে অগ্রসর।
পুংসিক। ২৩ দীঘল গাঁই। ২৯ উভয়েই কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।	ভাদাড়ী ১১ ভট্টশালী ২৪ করঞ্জ ৩৯ আদিত্য ২৬ কামদেবতা ১৬ ভাদাড়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাদুড়ী হইয়াছে। ভাদুড়ী কুলীন বলিয়া খ্যাত। অবশিষ্ট চারি গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।	কোঁয়াড়ী ১৫ পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে যে দুই সম্প্রদায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম জোয়াড়ী অপরেরনাম কোঁয়াড়ী; অধিবাংশ সাতশতী গণের আদি বাস স্থান পূর্ব্ব বাঙ্গালা। কোয়াড়ী সমাজ পূর্ব্বব্রহ্মপুত্রের ধারে।	কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী ৩ কাটানী ১৮ পিতাড়ী বা পিথুরী ৯ মুলুকজুড়ী ১৬ সুরাই ২৮ যবগ্রামী ৩০ কৌণ্ডিন্য ৩২

বং	আধুনিক বাসস্থান।	গোত্র।	কে কিরূপ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।
কাটানী গাঁই বা বংশ।	বুড়োল পরগণা	কাশ্যপ	চতুঃসংগরী (অর্থাৎ ফুলে, খরদা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে।
কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী রায় গোষ্ঠি।	শ্রীরামপুর	একণে কাশ্যপ	ঐ
যবগ্রামী গোস্বামী	শিওের কোন	গৌতম	ফুলে মেলে রমণ ঠাকুরেরস স্তান,উনার নিবাস।
কৌলিন্য	শান্তিপুর।	কৌণ্ডিন্য	সর্ব্বানন্দী মেলে।
মালসী	লাড়ু গ্রাম (বর্দ্ধমান জেলা)	বশিষ্ঠ	ফুলিয়া মেলে মুখোপাধ্যায়।
কড়ারী (করাল)	সা নগর (মুরশীদাবাদ)	সাণ্ডিল্য	বেগের গাঙ্গুলির কোন সন্তানে, ও অবসতি গাঙ্গনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কোন সন্তানে ফুলিয়া মেলের মুখোপাধ্যায়ের কোন সন্তানে।
ঐ	বিক্রমপুর (ঢাকা)	ঐ	

রোম সেনানী জর্ম্মেনিকসের মৃত্যুকালীন খেদ।

(১)

"কে তুমি আঁধারে ঢাকি আপন শরীর,
হানিলে অলর্ক-দন্ত-বিষ-লিপ্ত বাণ?
বাহিরিতে চায়, কিন্তু না হয় বাহির
ছট্ ফট্ করে সদা আমার পরাণ।

(২)

"করেছি কি স্বপনেও অপকার, বল,
প্রতিশোধ তরে যার প্রয়াস এমন?
কারণ অভাবে কোথা বৃথায় কেবল
প্রতিহিংসাপর আশী-বিষের দংশন।

(৩)

"অথবা তোমার আমি বৃথা দেই দোষ
ক্ষমাকরি; অন্তে যেন ক্ষমেন ঈশ্বর—
রাজার, যাঁহার মাত্র সাধিতে সন্তোষ
অকালে ত্যজিতে হল মম কলেবর।

(৪)

"হা অদৃষ্ট! পরাক্রান্ত অসভ্য বর্ব্বরে
শাসন অধীন করি এত পরিশ্রম—
যাঁর জন্য, তিনি মোরে পর জ্ঞান ক'রে
পাঠালেন হেথা প্রায় নির্ব্বাসিত সম!

(৫)

"যে দিন জর্ম্মণি দেশে মম অনীকিনী
স্থাপিতে, মস্তকে এই, মুকুট রাজার
উদ্যত; ভ্রাতার রাজ্য ভ্রাতৃস্নেহ গনি
শমিনু সকলে প্রিয় বচনে আমার।

(৬)

"পারিতাম হতে আমি রোমের সম্রাট্
একক বিপুল এই বিশ্বঅধিপতি।
এত বড় লোভ ত্যজি, ত্যজি রাজ পাট
যাঁর জন্য এত, হায় তিনি মম প্রতি—

(৭)

"প্রতি কূল আচরণে রত অবিরত
হায় এ মনের দুঃখ কহিব কাহায়;
সুখের পথেতে তাঁর কন্টকের মত
জ্ঞান করি বিনাশিতে যতন আমায়!

(৮)

"ক্ষতি নাই; আঘাতিয়া সুতীক্ষ্ণ কুঠার
মম বক্ষে, রোমের মঙ্গল যদি হয়,
লভে যদি ইথে সুখ মানস ভ্রাতার
মরণেও মম মনে হবে সুখোদয়।

(৯)

"কিন্তু এক পরিতাপ! বিশ্বাস ঘাতক
ছলেতে সাধিল বৈর, ভীরুর মতন!
'ভীরুজন এই বীর-জীবন অন্তক'
এদুঃখ অনলে সদা দহে মম মন।

(১০)

"এই বাহু, এই অস্ত্র নিরখি অন্তরে
রোমের বিপক্ষ যাহে ভয়ে অভিভূত
হায়রে! এখন সেই অস্ত্র একধারে,
বাহু অবসন্ন; আঁখি কুয়াসা আবৃত!

(১১)

"নারিনু মরিতে আমি বীরের মতন
অসি চর্ম্মে সুসজ্জিত বদ্ধপরিকর।
অরি আসিয়ায়! যুদ্ধ করি প্রাণপণ
দেশ হেতু নারিনু ত্যজিতে কলেবর!

(১২)

"হা অম্ব! হা রোমরাণি! আর কি দেখিব,
তোমায় নয়ন ভরি জীবন থাকিতে?
প্রিয়জন প্রীতি হায়! আর কি লভিব
একবার জন্মশোধ বিদায় লইতে?

১৩

—"আশা নাই; এক দুঃখ যাহারা সকল,
আমার যশের সেতু তনয় মতন
রোমের গৌরব, বীর্য্য, রোম-বাহুবল,
না দেখিনু তাহাদেক থাকিতে জীবন!

১৪

"কোথা সেই দিন মম সুখের সময়?
জয়ে ত্রাস কোথা আজি জর্ম্মণ উপর?
সেই আমি, সেই হস্ত সেই সমুদয়,
তবে কেন অবসন্ন শরীর অন্তর?

১৫

"সেই আমি; প্রাণসম সন্তান সকল,
স্নেহের পুত্তলি, বেষ্টি চৌদিকে আমায়;
তবে কেন মনঃপ্রাণ হইল বিকল?
শরীর-শোণিত যেন শুকাইয়া যায়!

১৬

"বুঝিলাম শেষ দিন; স্নেহ, ভালবাসা
বীরত্ব,—মানবলীলা, রহিল হেথায়
ফুরাইল অতৃপ্ত এ জীবনের আশা,
জীবপবিত্রতা ভিন্ন সকল বৃথায়!

১৭

"'ভালবাসা'! মধুময়ী, জীবন-তোষিণী
হৃদয়ের কোমলতা ইহ লোকতরে?
কভু নয়; নাশে সর্ব্ব সকলনাশিনী
কাল-লীলা; ভালবাসা আত্মার অন্তরে!

১৮

"বাছাগণ! রাজকুলে জনম লভিয়া,
পাছে বা ভিখারী হলে! হায়রে বিধাতঃ!
কহিতে না পারি আর, হৃদি বিদরিয়া
যায় মোর, ভাবিতেই প্রাণ ওষ্ঠগত!

১৯

"প্রেমময়ি! ধর্ম্মময়ি! হৃদয়ের ধন—
রহিল সন্তানগণ; লইনু বিদায়
প্রতিহিংসা তরে কভু করোনা যতন;
মিলন হইবে অন্তে দোঁহে পুনরায়।

২০

"সাম্রান্য আমার এই জীবন কারণ
দেখিও, না ভাসে যেন রোমের শরীর
শোণিতের স্রোতে জ্ঞাতিনাশে অগণন।
এ কি? বীরজায়ানেত্রে কেন বহে নীর?"

২১

এতবলি প্রেয়সীর বদন কমলে
কালের কুয়াসাবৃত রখিল নয়ন,
থাকিল তন্ময়হস্ত পিতৃপদতলে
দেহ হ'তে বাহিরিল অমূল্য জীবন।

২২

হৃদয় বিদারি উচ্চে উঠে হাহাকার,
কাঁদে সতী পঞ্চজন সন্তান সহিত,
কাঁদিল আসিয়া, আত্মীয় যত সবা-
কার,
উজ্জ্বল সুবর্ণ কালমেঘে আবরিত!

২৩

যে বাহু রোমের বল রোমের সম্বল,
যে দেহ পবিত্র বীরধর্ম্মের আশ্রয়,
হেন জন দেহ ভস্ম লইয়া কেবল
যখন রোমেতে সতী হইলা উদয়—,

২৪

—অশনিআহত প্রায় রোমবাসিগণ
শোকেতে অস্থির, সবে আকুল হৃদয়
পিতৃহীনে, পতিহীনে হৃদয় বেদন
কেবা জানে? দুঃখ কার না হয় উদয়?

২৫

ধিক্ কুৎসাপরায়ণ ধিক্ দুষ্টমতি।
সামান্য জনের নীচ আচরণে তায়!
হেন জনে ভগ্নচিত্ত এইরূপ দুর্গতি,
অবশেষে ধরাহতে করিল বিদায়!!!

শ্রী—

মুখরা ভার্য্যা।

অথবা গৃহিণীরোগ।

(প্রাপ্ত পত্র)

প্রিয় বান্ধব!

আপনার আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, নামটি বড় মধুর। আমি ঐ নামটি শুনিয়াই আপনাকে একজন সহৃদয় লোক বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি, এবং মন খুলিয়া মনের একটি নিগূঢ় বেদনা আপনার নিকট অদ্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। যদি আপনার হৃদয় সত্য সত্যই আপনার নামের অনুরূপ হয়, তবে দয়া করিয়া উপদেশস্থলে আমায় দুটি কথা বলিয়া বাধিত করিবেন। আপনার চক্ষু পরের দুঃখে কখনও আর্দ্র হয় কি?

আবদেরে ছেলে কাহাকে বলে, তাহা জানেন ত? আমি শৈশবে যোড়শোপচারে বাপ মার আবদেরে ছেলে ছিলাম। যখন একটু বড় হইয়া স্কুলে গেলাম, তখন তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই পঞ্চমুখে আমার প্রশংসা করিতেন। আমি বড় সুবোধ, আমি বড় সুশীল আমি বড় আজ্ঞাবহ, ও আমি বড় বিনীত এই বই আর তাঁহাদিগের মুখে কথা ছিল না। শিক্ষকদিগের অনুকরণে [illegible] আমার প্রশংসায় নানা কথা কহিতেন।

এই আনন্দে পিতা অধীর হইলেন এবং মাতাও একবারে গলিয়া পড়িলেন, এবং কএক বৎসর অতীত হওয়ার পরই আমার লেখা পড়ার কথা ভুলিয়া গিয়া, কিসে শীঘ্র শীঘ্র আমায় বিবাহ করাইবেন, সর্ব্বদা ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া নিষেধ করিত তাহার প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইতেন, এবং এমন পুত্রকে পুত্রবধূর সহিত একত্র না করিয়া উভয়ের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ না করিলে জীবনে আর প্রয়োজন কি, এই বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন।

পিতা আমার বিবাহের নাম করিতে না করিতেই ঘটক ও কুলাচার্য্যগণ চতুর্দ্দিগ হইতে পঙ্গপালের ন্যায় বাকিয়া পড়িল। বঙ্গদেশে মেয়ের বাজার আজ কাল কিরূপ সস্তা, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে। এদেশের ইদানীন্তন পুরুষেরা প্রায়ই দৈবদোষে স্ত্রীলোকের মত অলস, অকর্ম্মণ্য ভীরুস্বভাব, বিলাসরত ও বিদ্যাবিমুখ। বোধ হয় ইহা দেখিয়াই বিধাতা বঙ্গে পুরুষের সংখ্যা কমাইয়া ঘরে ঘরে কন্যাসন্তানের সংখ্যা দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ করিয়া বাড়াইতেছেন। কেন না, পুরুষের দ্বারা যখন কিছু হইল না, তখন হয় ত স্ত্রীলোকেরাই পুরুষাচারপ্রিয় ও পৌরুষগুণসম্পন্ন হইয়া, একদিন না একদিন দেশের দুঃখভার মোচন করিতে পারে। সে যাহা হউক, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিবাহযোগ্য বরের সংখ্যা হইতে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর সংখ্যা যে অনেক অধিক, তাহাতে আর কিছুই সন্দেহ নাই। আমার বিবাহ উপলক্ষেও ইহাই দেখা গেল। আমি মাত্র একজন; কিন্তু অন্যূন পঁচিশটি পাত্রীর প্রসঙ্গ লইয়া ঘটকেরা আমাদের বাড়ী দিন রাত যাতায়াত করিতে লাগিল।

পিতা স্বভাবতঃই একটু অভিমানী ছিলেন। পুত্রের মহার্ঘতা দর্শনে তাঁহার অভিমান আরও বাড়িয়া উঠিল এবং অভিমানের সঙ্গে ফরমায়েষও ক্রমে ক্রমে নিতান্ত উচ্চ হইতে চলিল। দশজনের ঘরে সচরাচর যেরূপ মেয়ে দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার মন অপ্রসন্ন হইল না। তাঁহার পুত্রবধূ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হইবে, স্ত্রীজনসুলভ সুকুমার বিদ্যাচয়ে দীক্ষিতা থাকিবে, এবং বুদ্ধি প্রভৃতি নানা গুণে দেশের সকল মেয়েকে পরাজয় করিবে, তাহা হইলেই মনঃপূত, নচেৎ অগ্রাহ্য। এখন এরূপ সাগরসেঁচা অমূল্য মাণিক্য কয়জনের ঘরে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা না জানেন এমন নহে। ঘটকেরা শুনিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল, এবং বিবাহ ও কাজে কাজেই

কিছু দিনের জন্য কথায় রহিল। আমি নিজে কোন দিনও তেমন একটা সুন্দর ছিলাম না। কিন্তু যখন বিবাহের বররূপে, আজ ইহার কাছে, কাল উহার কাছে, শ্রীবারজুভূত লীলাগর্কটের ন্যায় প্রদর্শিত হইতে লাগিলাম, তখন পিতার প্রসাদ এবং প্রিয়ংবদ প্রতিবেশিগণের মুখের গুণে আমিও ভয়ানক (!) সৌন্দর্য্যশালী হইয়া পড়িলাম। আমার লাবণ্যবর্জ্জিত অর্দ্ধদগ্ধ শ্যামবর্ণ সকলকে নবদুর্ব্বাদল শ্যামের কথা স্মরণ করাইল, আমার কোটরস্থিত কুঞ্চিত চক্ষু সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক হইল, শরীরে রোমবাহুল্য সৌভাগ্যচিহ্নের নাম ধারণ করিল এবং সংক্ষেপে আমি একজন দিব্যাঙ্গ সম্পন্ন গার্ব্ব পুরুষ হইয়া সকলের নয়ন বিনোদনে প্রবৃত্ত হইলাম।

কথা আছে যে বিবাহের ফুল না ফুটিলে এবং লক্ষ কথা পূর্ণ না হইলে কখনও কাহারও বিবাহ কার্য্য সিদ্ধ হয় না। গতিকে, কথোপকথনে এবং পাত্রী অন্বেষণে ১০। ১২ মাস ঐরূপ দেখা দেখতেই অতিবাহিত হইয়া গেলে, শেষে সত্য সত্যই একদিন আমার বিবাহের ফুল ফুটিয়া উঠিল। আমাদের গ্রামের অনতিদূরে একজন ধনাঢ্য লোক বাস করিতেন। তাঁহার সবে একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাপক্ষীয়েরা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া আমাকেই সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত সুপাত্র বলিয়া স্থির করিলেন, এবং আমার পিতা মহাশয়ও পাত্রীর উচ্ছ্বলিত রূপ লাবণ্য এবং অশেষ গুণপনা দর্শনে একবারে মোহিত হইলেন। উভয় পক্ষেই আগ্রহ জন্মিল, এবং ঐ আগ্রহহেতু ব্রাহ্মণের অদ্য শ্রাদ্ধের ন্যায়, অদূরদর্শী অনভিজ্ঞদিগের মিত্রতার ন্যায়, অথবা কৃতসংকল্প বিচারকের বিচার কার্য্যের ন্যায়, মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতেই আমার এবং পিতা মহাশয়ের অত সাধের পুত্রবধূর 'শুভবিবাহ' সম্পন্ন হইয়া গেল। এস্থলে কেবল এই মাত্র আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, এই 'শুভবিবাহে' পিতা আমার সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। বড় লোকের সহিত সমানে সমান চলিতে গিয়া, তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই অল্প সময় মধ্যে দায়ে ঠেকিয়া বিক্রয় করিলেন, এবং আমারও লেখা পড়া ও বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য ঐ পর্য্যন্তই শেষ হইল।

আপনি এইক্ষণ মনে করিতে পারেন যে, কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে এইরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, ইহার উপর সৌভাগ্য কি?—হউক কেনে দারিদ্র্য দুঃখ, অমন রূপের ডালি সতত সম্মুখে থাকিলে, তাহার পর আবার শুভাদৃষ্ট কি? যদি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন,

তবে আমার সৌভাগ্য ও শুভাদৃষ্টের কথা মনোযোগ দিয়া ধীরে ধীরে শ্রবণ করুন। বিবাহের সময়, আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর; আর আমার চিত্তহারিণী তখন, একাদশীর চন্দ্রলেখার ন্যায়, অনতিপরিস্ফুটরূপা অথচ শোভাময়ী। আমার সপ্তমপুরুষের মধ্যেও কেহ কোন দিন কবি হয় নাই; অন্ততঃ কেহই কাব্য লেখে নাই। কিন্তু প্রেয়সীর সেই প্রণয়োৎফুল্ল পবিত্র সৌন্দর্য্যরাশি আমাকে অচিরেই কবির কনিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আমার মনে সংসারে বিরাগ জন্মিল; কার্য্য কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হইল, এবং উৎসাহ, উদ্যম যাহা কিছু ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরাইতে লাগিল। আমি আমহারা হইয়া একবারে উন্মত্ত হইলাম, এবং ভক্তের ন্যায় নয়নে নয়ন মিশাইয়া ঐ মুখ নিরখিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

জীবনের স্রোত চিরদিন যদি এই ভাবে প্রবাহিত হয় তবে সে এক মন্দ কথা নহে। কিন্তু তাহা হয় না। স্রোতে জোয়ারও আছে, ভাটাও আছে। আমার স্রোতেও যদি ভাটা না লাগিত, তাহা হইলে আমি কখনই লজ্জার মাথা খাইয়া ঘরের কথা লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতাম না। সুখ কাহাকে বলে, তাহা যদিও জানিতে পাই নাই, তথাপি বলিতে পারি যে, আমি পরিণয়ের পর কএক বৎসর কাল বিশেষ কোন দুঃখে দগ্ধ হই নাই। পিতা সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া আমাদের অন্নবস্ত্র আহরণ করিতেন; আমি ঘরে বসিয়া মৃদুমারুত-সঞ্চালিত সরোবরজলে মৃণালবদ্ধ কমলের ন্যায়, একবার ঈষৎ ডুবিয়া, একবার ঈষৎ ভাসিয়া, কখনও সুখের কান্না কাঁদিয়া, কখনও দুঃখের হাসি হাসিয়া, সেই একভাবে দিনযামিনী যাপন করিতাম। অবশেষে পিতা লোকলীলা সংবরণ করিলেন; মাতা সংসারের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া কাশীবাসিনী হইলেন; আমি রাশীকৃত জ্বালযন্ত্রণা এবং আমার সেই রূপের ডালি লইয়া সেই পুরাতন জীর্ণগৃহে পড়িয়া রহিলাম। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সংসার সহস্রজিহ্বা প্রসারণ করিয়া আমার রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং সুখপ্রিয়তের মত আমার নিকট তখন সকলই আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল।

আগে ভাবিতাম কাব্যই প্রকৃত স্পর্শমণি। উহা অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য সকলই আনিয়া দেয় এবং সকল অভাবই যথা সময়ে মোচন করে। এখন দেখিতে লাগিলাম যে, উহা এক কথার কথা। উন্মত্তের কল্পনা, অথবা আকাশের

ফুল। উহার সহিত পৃথিবীর কোন প্রয়োজনের কোন রূপ সম্বন্ধ নাই এবং কোন অভিষ্টই উহার সাধনায় সিদ্ধ হয় না। আগে জানিতাম, যে প্রেমিক, সেই পূজ্য; সেই দেবতা, সেই মানব জাতির মাথার মুকুট। সকলের উচিত যে, প্রতিদিন ভক্তির সহিত তাহার পদধূলি লয় এবং তাহাকে আলস্যের শয্যায় শয়ান রাখিয়া তাহার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা আর এক বিষম ভ্রম। এ আশা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়;—মনোহারিণী অথচ চিরবঞ্চনাকারিণী। পৃথিবীর লোকেরা সকলেই প্রয়োজনের দাস সকলেই আপনার লইয়া আপনি ব্যস্ত। কোন্ প্রেমিক কোথায় বসিয়া পূর্ব্ব রাগ, প্রণয়, পরিণয়, মান ও বিরহ প্রভৃতি কোন্ পালা কি রাগিণীতে গাইতেছেন, কেহই তাহার সংবাদ লেয় না। আগে ইহাও মনে করিতাম যে, পৃথিবীর সার প্রাণিবর্গ; প্রাণি জগতের সার মনুষ্যজাতি; মনুষ্যের সার রমণী; রমণীর সার রূপ। রূপই স্বর্গ, রূপই সম্পদ, রূপই সকল সুখের প্রস্রবণ। যেমন যেখানে চন্দ্র, সেই খানেই জোৎস্না এবং সেই খানেই অমৃত; তেমন যেখানে রূপের হিল্লোল, সেখানেই গুণের গরিমা, সে খানেই হৃদয়ের বিলাসলীলা এবং সে খানেই প্রীতি, প্রফুল্লতা, ও নিত্য আনন্দ। আমার এই বিশ্বাসও একদিনে দুদিনে একটু একটু করিয়া টুটিতে লাগিল। কেন টুটিল, তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই?

আমার কুসুমে এত দিনের পর কীট প্রবেশ করিল। আমারও ফুল ফুটিল এবং প্রেয়সীর কুসুমকোমল-মোহন অধরেও এত দিনে ক্রমে ক্রমে কঙ্করের ন্যায় কঠোর কথা সকল ফুটিতে প্রবৃত্ত হইল। ধন্য মনুষ্যের প্রকৃতি! ধন্য অবলার প্রেম! যিনি রঙ্গভূমিতে, একবার জানকীর সাজ সাজিয়া, সুধামাখা কথা কহিয়া, সকলকে মোহিত করিয়া যান; তিনিই যদি আবার দুরক্ষভাষিণী কৈকেয়ী কি দুর্দ্ধর্ষগর্ব্বিতা শূর্পণখার সাজে অবতীর্ণ হন তাহা কেমন দেখায়, জানেন? অবস্থাপরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বল্লভার এই আকস্মিক বেশপরিবর্ত্তও আমার নিকট ঠিক তেমন বোধ হইল। যিনি পূর্ব্বে ফুলটি, ফলটি, লতাটি, পাতাটি পাইয়াই আহ্লাদে ডগমগ হইতেন, তিনি এইক্ষণ রজতকাঞ্চনাদি পাপবস্তু চয়ের জন্য প্রমত্ত হইলেন। যাঁহার অভিমানের ক্রোধ, অতিমাত্রায় উপচিত হইলেও, পূর্ব্বে ত্রিতন্ত্রীর ঝঙ্কারের ন্যায়, প্রাণ মন কাড়িয়া লইত, তাঁহার

কণ্ঠরবে এইক্ষণ কাংস করতাল এবং ঢক্কারবও নীচে পড়িল। লজ্জা সৈকত ভূমিতে ভাটার জলের মত দেখিতে দেখিতেই অপসারিত হইল; সম্ভ্রমের ভাব দূরে পলায়ন করিল এবং পৃথিবীর যত কিছু অপর সমস্ত আসিয়া, যেন মন্ত্রনা করিয়া, আমার সেই দীননিবাসে প্রবিষ্ট হইল।

মনুষ্যের মনে কেন এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটে তাহার অনুসন্ধান করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি একে পণ্ডিত নহি, তাহাতে আবার ভাবুকতা নাই। ঐ সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণের ভার আপনাদের মত লোকের উপর। আমি আমার বর্ত্তমান গার্হস্থ্য জীবনের সামান্য এক খানি ছবি আঁকিয়া তুলিতে পারিলেই আপনাকে আপনি কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আপনি কৌতুকের কথা চান, না করুণরস চান? আমার এই কাহিনীতে দুই ই পাইবেন এবং তাহার উপর বীর রসের ও ছিটা টা, ফোটা ট দর্শন করিবেন।

আমাদের গৃহে এইক্ষণ এক এক দিন এক এক নাটকের অভিনয় হয়; দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা বই প্রায় আর কেহ দর্শক থাকেন না। কোন দিন গৃহিণী পাঠশালার গুরু মহাশয়, আমি পলাতক ছাত্র। কোন দিন তিনি জজ গজ গোছের একটি মফঃস্বলী হাকিম, আমি দস্তুরের আসামী। কোন দিন আবার আমি অসাবধানে নিশিপূজার ছাগ, আর তিনি আলুলায়িতকেশা, বিকটবেশা, আরক্তলোচনা চণ্ডী! এই রঙ্গলীলায় আমি এক দিনও বেশ বিনিময় করিতে পারি না। কারণ অপরাধের ভাগ সমস্তই আমার। আমি বামন হইয়া চাঁদে হাত দিয়াছি, চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিয়াছি, কুক্কুর হইয়া যজ্ঞের ঘৃত খাইয়াছি। অতএব কোন শাস্তিই আমার উচিত শাস্তি নহে।

শৈশবে আমার চরিত্র কিরূপ প্রশংসনীয় ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমার সেই চরিত্রের আদি, অন্ত, মধ্য, সমুদায়ই এইক্ষণ তাঁহার চক্ষে নিন্দনীয়! আমি সভায় গিয়া ভেকরাগিণীতে বক্তৃতা করিতে পারি না; অতএব আমি অধার্ম্মিক। আমি নবীন কি হেমচন্দ্র প্রভৃতির মত মাচমিচ্ছন্দ কবিতা লিখিতে পারি না; অতএব আমি অরসিক। আমি নিরীহ প্রতিবেশীদিগের সহিত অনর্থক গলাবাজাইয়া কোন্দল করিতে পারি না, অথবা কাহারও উৎপীড়নে যাই না; অতএব আমি অপদার্থ ভেড়ো বাঙ্গালি এবং অকর্ম্মণ্য কাপুরুষ। আজ আকাশে মেঘ নাই সে আমার দোষ। আজ বৃষ্টির জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া যায় না,

সেও আমার দোষ। আমি মধ্যাহ্ন-রৌদ্রতপ্ত একজন অভুক্ত দরিদ্রকে একটি পয়সা তুলিয়া দিলে, তাহা অপরিণামদর্শিতা এবং অপব্যয়। আর তিনি, আজ ঘরে খাবার নাই ইহা জানিয়াও, পায়ে আলতা পরিবার জন্য কিংবা একখানি সামান্য আভরণের অনুরোধে, মূল্যবান্ একটি বস্তু অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলে, তাহা ভদ্রাচার এবং সভ্যতা। যদি আমার আস্থানে ঘরে ছোট একটি বালকও আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে লোকের জ্বালায় সেখানে টেকা যায়না। এবং যদি তাঁহার অনুরোধে পাড়ার নবীনা ও প্রবীনা সমুদয় জ্বালাতনকারিণীরাও ঐ সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া জড় হন, তথাপি পোড়া ঘরে আগুন দিয়া লোকের সহিত আলাপ করিবার সাধ নিবৃত্ত হয় না।

মহাশয়! আর বলিব কি? প্রভাতপূর্য্যালোক্তা সমীর এবং নৈশ গগণ সকলেই আমার যন্ত্রনার সাক্ষী। ভব যন্ত্রনা কাহাকে বলে, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম না, এইক্ষণ অক্ষর অক্ষরে বুঝিতে পাইতেছি। রেলের গাড়ি যেমন ঘড় ঘড় নাদে অবিরামগতি চলিয়া যায়; আমার সকল উদ্বেগের আকররূপিণী ঐ মধুমাখা জিহ্বাখানিও ঘটিকায় ঘটিকায়, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, ঐরূপ অবিরাম চলিতে থাকে। দিনে, নিশীথে, কখনও এই অত্যাচারের বিশ্রাম নাই। রোগে শোকে, দুঃখ ক্লেশে কোন অবস্থাতেই ইহার নিবৃত্তি নাই।

বর্ষাবিপ্লুত নভোমণ্ডলে ঘনঘটা কখনও থাকে, কখনও থাকে না। আমার রূপাভিমানিনীর মুখমণ্ডল এইক্ষণ সকল সময়েই নিবিড় মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন। এই শ্বাস প্রশ্বাসে কি প্রঞ্জন তাড়নে ঝাড় বহিতেছে; এই অশ্রু বারি ধারায় নিপতিত হইতেছে। এই নয়নপ্রান্তে ক্ষণপ্রভা ক্ষণিক খেলা দেখাইয়া লুকায়িত হইতেছে, এই আবার রসনারূপ অমোঘ অশনির ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ আমার হৃদয়কে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছে। আমার অনুপ্রাসচ্ছটা দেখিয়া আপনি বিরক্ত হইবেন না। দুঃখের কথাতেও অনেকের অনুপ্রাস বাহির হইয়া পড়ে। যদি বিশ্বাস না করেন, তবে দাশরথি, গোবিন্দ অধিকারী মধুকান এবং ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি কবিদিগের কবিতা কি গীতমালা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। অতএব পরিহাসরসিকতা পরিত্যাগ করিয়া, আমি এই নিরুপায় অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই পায় পায় আপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।

আমার বুদ্ধি মধ্যে যাহা কিছু যুক্তি ছিল, সমস্তই করিয়া দেখিয়াছি; অভাগার ভাগ্যে কোন ফলই ফলে নাই। একজনে বলিয়াছিলেন, বসন্ত-পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা না করিয়া, যন্ত্ররূপিণী ঢক্কাদেবীর পূজা করিলে গৃহিণীর ঢক্কানুকারিণী মুখরতা নিবৃত্ত হয়। আমি তাহা করিয়া আরও বিপন্ন হইয়াছি। আগে শুধু মূর্খ ছিলাম, এইক্ষণ মূর্খের উপর ক্রূরকর্ম্মা পৌত্তলিক বলিয়া অবিরত ধিক্কৃত হইতেছি। আর একজন কুচক্রী আমায় বোকা পাইয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, দাল উথলিয়া উঠিলে একটুকু স্নিগ্ধ বস্তুর প্রক্ষেপেই সেই উদ্ধলতা যেমন প্রশমিত হয়; তদ্রূপ মুখরা ভার্য্যার ক্রোধাবেগও যখন নিতান্ত উছলিয়া উঠে তখন ঐরূপ কোন প্রক্রিয়াই তন্নিবারণের প্রধান উপায়রূপে কার্য্যকর হইতে পারে। আমি বুদ্ধিদোষে একদিন এই কুপরামর্শ অনুসারে চলিয়া, এইক্ষণ অশেষ বিড়ম্বনা ভুগিতেছি এবং অহোরাত্র কথার জ্বালায় পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আমার পরিত্রাণের জন্য কোন পন্থাই কি আর নাই?

প্রত্যুত্তর।

আমরা এই পত্রখানি পড়িয়া দুঃখে বিগলিত হই নাই। কারণ ইহাতে দুঃখের কথা যত না আছে, রসিকতা আর বাগাড়ম্বর তাহা অপেক্ষা অধিক। পত্রলেখক গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্যের কেহ হইবেন, না কোন প্রগল্ভ স্বভাব সুচতুর যুবা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইতক বেশ বুঝা যায় যে, তিনি স্বগৃহচরিত্র চিত্রিত করেন নাই। পরের ঘরে উঁকি মারিয়া একটু আধটু যাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই কল্পনার তুলিতে নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা তথাপি উঁহার এই অতিচিত্রিত বর্ণনাই স্বীকার করিয়া নিয়া, প্রতীকারের জন্য সাধ্যানুরূপ ব্যবস্থা করিব।

বর্ণিত অবস্থা, আমাদিগের বিবেচনায়, গার্হস্থ্যজীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ইহার নাম গৃহিণীরোগ, এবং গৃহলক্ষ্মীর অপ্রাকৃত মুখরতাই ইহার প্রধান উপসর্গ। আমরা যে অপ্রাকৃত শব্দটি ব্যবহার করিলাম, তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। মুখ থাকিলেই মুখরতা জন্মে; সুতরাং তাহাকে আমরা দোষ বলিতে পারি না। কিন্তু মুখরতা যখন প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাহাকে দোষ বলি, এবং সেই দোষ গাঢ়তর হইলে রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। মানিনী মুখরা; সে বসন্তবিলাসিনী কোকিলা কি এপ্রকারের মত। প্রণয়বিহ্বলাও কখনও মুখরা; সে কল

কলবাহিনী স্রোতস্বিনীর মত। কিন্তু কোন কোন নারীর মুখস্রুতা যথার্থই চড়কাদি ভাঙ্গা ঢাকের বিকট শব্দের ন্যায়, এবং উহা এক ভয়ানক রোগ। ঐরূপ রুগ্ন স্ত্রীলোকের স্বামীকে পণ্ডিতেরা বিলাতে কুক্কুটা রত এবং এদেশে গৃহিণী গ্রস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

"এই রোগের প্রকৃত নিদান নিরূপিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার লক্ষণাদি [illegible]। ইহার প্রথমাবস্থায় সময়ে চক্ষু ঈষৎ লোহিতবর্ণ হয়, ক্রমে অল্প অল্প অঙ্কুরিত হইয়া আসে নাসা স্ফীত হইতে থাকে, এবং অধর ও ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অবস্থা আর একটুকু আশঙ্কাজনক হয় এবং অপস্মার রোগের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, তখন চক্ষু, শুধু আরক্ত না থাকিয়া চক্রের মত আবর্ত্তিত হয়, হস্তপদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, মুখ ফেনিল হইয়া উঠে, এবং রোগী ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির মত অনর্গল প্রলাপ বলে।

যাহা হউক, এ ব্যাধি অচিকিৎসনীয় নহে। হোমিওপাথিমতে সদৃশ চিকিৎসা অবলম্বন করিলে, দৈবের বুদ্ধি বলে কোন কোন স্থলে নাকি এ রোগ প্রশমন হইতে পারে। কিন্তু রোগী অনাহারাদি ক্লেশে বাতাহত লতার ন্যায় ঢুলিয়া পড়ে এবং রোগও একবারে নির্মূল হয় কি না সন্দেহ। এক আশ্চর্য্য এই, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকের দুইটি প্রধান লোক এই প্রণালীর পক্ষপাতী। শেক্সপীয়রকৃত বক্সশার বশীকরণ নামক চিকিৎসা গ্রন্থ অনেকেই হয়ত পাঠ করিয়াছেন। আমাদিগের কালিদাসও এ বিষয় ঠিক ঐরূপই আর এক ব্যবস্থা অল্প কথায় গ্রথিত সূত্রের মত নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা না জানেন তাঁহারা "বিষস্য বিষমৌষধং" এই চিকিৎসা সূত্রের টীকা ও টিপ্পনী পাঠ করিবেন; এবং ইচ্ছা হইলে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ সাবধানতার সহিত মৃদুভাবে প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন।

এলোপেথির বিরুদ্ধ চিকিৎসা বহুকাল কলনীয় ও চিকিৎসাকর পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইলেও, রোগীর অধিক মনঃপ্রিয় এবং বোধ হয় রোগের নির্মূল [illegible] অধিকতর অনুকূল। সক্রেটিসের গৃহিণী এই রোগে অভিভূত ছিলেন, এবং [illegible] প্রেয়সীও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয়েই এই প্রণালীর চিকিৎসায় রোগমুক্ত হন। কিন্তু বিরুদ্ধ চিকিৎসা অবলম্বন করা, যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে।

ইহার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। চিকিৎসকের পক্ষে একটু কাব্য জানা চাই, একটু দর্শন ও বিজ্ঞান জানা চাই এবং যোগ তত্ত্ব প্রভৃতি অপ্রচলিত তন্ত্রাদিতেও ভালরূপ দীক্ষিত হওয়া চাই। তাহা হইলেই সিদ্ধ, নচেৎ সাধনার পথেই বিষম বিপদ।

আমাদিগের পরাৎপরক যেরূপ মৃদুলস্বভাব, মধুরভাষী, এবং সুরসিক লোক, যদি সেইরূপ বুদ্ধৈ ভবসম্পন্ন ও লোকপ্রকৃতিজ্ঞ হন, তবে তাঁহার পক্ষে উপরোক্ত দুই প্রণালীর মধ্যে শেষোক্ত প্রণালীই আমাদিগের বিবেচনায় প্রশস্ত বোধ হয়। তাঁহার গৃহিণী আবার যখন হুঙ্কার ঝঙ্কার দিয়া কর্ণের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠেন, তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, ভাবমুগ্ধ ভক্ত কিংবা সুকবির ন্যায় তাহার স্তুতিবন্দনায় রত হওয়াই তাঁহার একমাত্র পথ। যদি বুকে এতটুকু সাহসও রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে নিহিলাপথ অর্থাৎ হরির নাম সার করিবেন। শেষে, ফলাফল অদৃষ্টের হস্তে।

দুর্গাবতী।

মান বড়, না প্রাণ বড়? যদি এ কথার উত্তর চাও, রাণী দুর্গাবতীকে জিজ্ঞাসা কর। শারীরিক শক্তিসামর্থ্য যে সাহস ও শৌর্য্যের অদ্বিতীয় সহায়, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। কেননা, মনুষ্য বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হইলে প্রায়ই সাহসী হইয়া থাকে, এবং সম্মুখস্থিত কিছুই গণ্য করে না। অমনি শুধু গায়ের গরিমায়, অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকও লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়। আর, দুর্বল ও দীনসত্ত্ব হইলে, প্রকৃতবিপদের কথা দূরে থাকুক, তীরে মৃদু মৃদু তরঙ্গভঙ্গি দেখিয়াই তরী ডুবাইয়া দেয়, অথবা ঘরের বাটীতেই ঝটিকার শঙ্কা করিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ে। তবে পৃথিবীতে কোথাও কখনও এ নিয়মের অন্যথাভাব দৃষ্ট হয় না, এমন নহে। অনেক লোক এইরূপ আছে যে তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রস্তরকেও পদাঘাতে চূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের সে ইচ্ছা জন্মে না। সাহসবিরহে তাহাদিগের মুখের আস্ফালন মনেই বিলীন হয় এবং কার্য্যকালে বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। অনেকের অবস্থা আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় যে, উঁহারা একটি অঙ্গুলির আঘাতও সহিতে

পারিবে না। কিন্তু আপদ যখন বর্ষামুখ মেঘমালার ন্যায় চতুর্দ্দিগ হইতে তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করে, আকাশ যখন গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, এবং আশার শেষ আলোকটিও যখন নিভিয়া যায়, তখন তাঁহাদিগের সেই শীর্ণদেহের অভ্যন্তর হইতেই এমন এক ভয়ঙ্কর সাহসের তেজ উদ্গীর্ণ হয় যে, সকলের চক্ষেই ক্ষণকালের জন্য ধাঁধাঁ লাগে এবং নিরাশহৃদয়েও আশা অকস্মাৎ ফিরিয়া আসে। এই সাহস শরীরের নহে; ইহা মনের। সংসারে সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয় না। ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, সকলই মানের জন্য। যাঁহারা মানের তুলনায় সাম্রাজ্যসম্পদকেও তৃণ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই ইহার মূল্য ও মর্ম্ম বুঝিতে পান। আমরা যে রমণীরত্নের নাম শীর্ষস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তিনি এইরূপ মানমূলক অভিমানমুখ সাহসের একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত স্থল। ভারতের নরনারী সকলেই তাঁহার নামে গর্ব্বিত ও স্ফীত হইতে পারে।

মোগলসম্রাটদিগের শাসন সময়ে, এলাহাবাদ হইতে অনুমান এক শত ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ছিল। পরিব্রাজকেরা এখনও গড়মণ্ডলের পুরাতন মঠ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দর্শনের জন্য পর্য্যটন ক্লেশ স্বীকার করেন। গড়মণ্ডল আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। উহার সীমা মধ্যে কতকগুলি সুন্দর এবং সুরক্ষিত গ্রাম ও নগর ছিল। এখন যেখানে জব্বলপুর, তাহার অতি নিকটে নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে একটি মনোহর শৈলমালা বিদ্যমান আছে। গড়মণ্ডলের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ গড়-নগর ঐ শৈলমালাবেষ্টিত থাকিয়া, চতুর্দ্দিগের সকল শত্রুকে উপহাস করিত। ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ঐ নগরকে গরা এবং উহার অদূরবর্ত্তী আর একটি নগরকে মণ্ডলা বলিয়া, সমগ্র রাজ্যটিকে গরামণ্ডলা কি গারামণ্ডলা নামে নির্দ্দেশ করেন। আমাদিগের বিবেচনায় গড়মণ্ডল নামই নানাকারণে অধিকতর সংগত।

গড়মণ্ডলের রাজারা পুরুষানুক্রমেই নিতান্ত প্রতাপশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা কখনও শান্তি ও সুনিদ্রার লোভে স্বাধীনতার কণ্টকাকীর্ণ সম্ভ্রমকে উপেক্ষা করিতেন না, এবং নিজের বাহুবলে অবহেলা করিয়া কোন মতেই পরকীয় পাদলেহনে সম্মত হইতেন না। যবনবিপ্লবের উদ্বেল তরঙ্গমালা একে একে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমুদয় হিন্দু রাজ্যকে গ্রাস করল। কিন্তু সেই ঢেউ গড়মণ্ডলে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত

হইল। বস্তুতঃ এই সমস্ত হেতুতে উক্ত রাজ্য বহুকাল যাবৎ মুসলমানদিগের চক্ষুঃশূল ছিল। যিনি দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইতেন, তিনিই একবার উহার প্রতি আরক্তলোচনে দৃষ্টিপাত করিতেন। কিন্তু সকলেই কেবল চক্ষু রাঙ্গাইতেন, আর দন্ত কড়্মড়ি করিতেন; কার্য্যতঃ কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

যখন অমিতপরাক্রম আকবর সাহ দিল্লীর সম্রাট্ হন, তখন পতিহীনা দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের অধীশ্বরী। কথিত আছে, তৎকালে ভারতে তাঁহার মত অসাধারণরূপলাবণ্যবতী ও তেজস্বিনী নারী আর একটিও ছিল কি না, সন্দেহ। তাঁহার মানসিকক্ষমতাও সর্ব্বথা রূপের অনুরূপ ছিল। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন; রাজ্যের কোথায় কি অবিচার ঘটিতেছে, কোথায় কি অভাব রহিয়াছে, তৎপ্রতি সতত স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন; এবং মন্ত্রিবর্গ, কোষাধ্যক্ষ, এবং সেনানায়কদিগকে কর্ত্তব্যবিষয়ে স্বয়ং উপদেশ দিতেন। যে সময়ের প্রসঙ্গ হইতেছে, তৎকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ বীরবল্লভ অনূ্যন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই জননীর শাসনে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে অস্ত্রধারী হইয়া উপস্থিত থাকিতেন না। সুতরাং রাণীর বয়ঃক্রম তখন অবশ্যই পঞ্চত্রিংশতের অধিক ছিল।

রাণী দুর্গাবতী পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, না পরলোকগত পতির রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন; ইতিহাসে তাহার নির্দ্দেশ নাই। তাঁহার পিতা এবং পতির নামটি পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহার দিগন্তবিস্তারিত অকলঙ্কযশোরাশি তৎসম্পর্কিত আর আর সকলের বর্ণ ও নামকে একেবারে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহারই কীর্ত্তিকলাপের আলোচনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিকেরা তাঁহারই বিবরণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং কবি ও ভট্টেরাও, তাঁহারই গুণ গান করিয়া বেড়াইয়াছেন; গড়মণ্ডলে আর কে কি করিয়াছেন, তৎপ্রতি কেহই ফিরিয়া চান নাই।

যদি গড়মণ্ডলের ন্যায় তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজ্যগুলিও যবনসম্পর্কশূন্য হইত, তাহা হইলে দুর্গাবতী তাঁহার জীবনে কত কি কল্যাণকর ও যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভারতলক্ষ্মীর অশুভ নিবন্ধন তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আকবর সাহ তাঁহার সকল আশার অন্তরায় হইলেন।

আকবর, সময়ে সময়ে চক্ষু মুদিয়া এবং দরিদ্রদিগকে কদাচিৎ কিছু কিছু দান করিয়া, যত কেন ধার্ম্মিক ভান করিয়া না থাকুন, তিনি লোভনির্ম্মুক্ত ছিলেন না। গড়মণ্ডলের রাজভাণ্ডারে অনেক বিপুল সঞ্চিত ধন রক্ষিত ছিল। এই সংবাদ তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার দুর্গাবতীর প্রতাপ ও স্পর্দ্ধার কথাও তাঁহার অভিমানকে ঘাত দিল। তাঁহার উদয়োন্মুখী প্রভুত্ব-শক্তির নিকট ভারতবর্ষের সমুদয় বড় বড় মাথা অবনত হইল, অথচ একটি অনাথা অবলা তাঁহাকে গ্রাহ্যও করিল না, তিনি ইহা সহিতে পারিলেন না।

এদিকে, আসফ খাঁ নামে মুসলমান সম্রাটের একজন নিতান্ত উদ্ধতস্বভাব ও খলপ্রকৃতি সেনাপতি ছিলেন। কড়া এবং মাণিকপুর প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। গড়মণ্ডল বিলুণ্ঠনের লোভ তাঁহার জিহ্বাকেও লালায়িত করিল। তিনি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে নর্ম্মদা পার হইয়া দুর্গাবতীর অধিকারে এখানে সেখানে উৎপাত জন্মাইতেন, এবং বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া ভগ্নদন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ফিরিয়া আসিতেন। এইক্ষণ রাজার ইঙ্গিত পাইয়া তিনি যার পর নাই সাহসী হইলেন এবং একবারে ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতি সেনা লইয়া গড়মণ্ডলের অভিমুখে ভয়ানক আড়ম্বর সহকারে যাত্রা করিলেন।

এই আকস্মিক অভিযানবার্ত্তা যেই গড়নগরে প্রবেশ করিল, অমনি রাজ্যের বালক বৃদ্ধ যুবা, এবং প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রীগণ আতঙ্কে অস্থির হইল; চতুর্দ্দিকে এক বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল, এবং কে কোথায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে, ইহাই সকলে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয় একটুকুও কম্পিত হইল না। তাঁহার সাহস ও পরাক্রম, বিপদের ঘ্রাণ পাইয়া, বায়ুসঞ্চালিত বহ্নির ন্যায়, আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি ক্ষণমুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, সহস্র এক রণমাতঙ্গ, অযুতসংখ্যক অশ্বারোহী এবং কতকগুলি পদাতিককে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন; আর, পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাহারও সাহস টুটে অথবা কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে এই নিমিত্ত আপনিও রণরঙ্গিনীর বেশে, এক হস্তে শাণিত ভল্ল এবং আর এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া মাথায় উজ্জ্বল রাজমুকুট পরিয়া, গজারূঢ় হইয়া বহির্গত হইলেন।

গড়মণ্ডলের সৈনিকেরা প্রথমে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া থাকিলেও রাণীর

তদানীন্তন তেজঃপূর্ণ এবং জলদগম্ভীরা আশ্বাসময়ী কণ্ঠধ্বনি তাহাদিগের সকল ভয় দূর করিল। তখন তাহারা নূতন বলে বলীয়ান হইয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জিতে লাগিল, এবং কে আগে প্রধাবিত হইয়া স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার্থ শত্রুর সম্মুখীন হইবে, এই ভাবনায় উতলা হইল। অশ্বগজের গর্জ্জন তরবারির ঝনৎকার এবং শোণিত লোলুপ সৈনিকবৃন্দের যুদ্ধকালীন ভীষণনাদ শ্রবণ করিলে বীরেরও বুদ্ধি অনেক সময় স্তম্ভিত হইয়া যায়। কিন্তু এই কুসুমকোমলা অবলার তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। তিনি যোদ্ধবর্গের প্রমত্ত ভাব দর্শন মধুপান ব্যক্তির মত আহ্লাদে উন্মত্ত না হইয়া পংক্তিকার নিয়ত্ত সকলকে পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে শাসন করিতে লাগিলেন, এবং কেহই যেন রাজহস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধের অনুমতিসূচক পতাকা উড্ডীন দেখিবার পূর্ব্বে অসি নিষ্কাসন না করে এই বিষয়ে দৃঢ় আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

বাহাদুর খাঁর সেনারা যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিল, আসিয়া তাহা দেখিতে পাইল না। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্গাবতী শত হইলেও একটি স্ত্রীলোকমাত্র; তিনি তাহাদিগের ভ্রূকুটিভঙ্গিদর্শনেই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পড়িবেন। বস্তুতঃ তাহারাই শেষে দুর্গাবতীর সেই অসুরনাশিনী ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। তাহারা কোথাও সম্মুখে পরাভব মানে নাই। এখানে দেখিতে দেখিতেই তাহাদিগের দলবলে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিল, এবং অনুমান ছয়শত অশ্বারোহী কিছুকালের যুদ্ধেই ভূতলশায়ী হইবায় অবশিষ্ট সকলে ত্রাহিরবে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। দুর্গাবতী এই বিজয়লাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া সমস্ত দিন অক্লিষ্ট দেহে অশ্রান্তমনে পলায়নপর শত্রুদিগকে পশ্চাৎ হইতে তাড়াইয়া চলিলেন, এবং শেষে সূর্য্যের অস্তগমন দেখিয়া সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যও যে চিরদিনের জন্য ঐ অস্তমিত হইল, ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন না।

(অবশিষ্ট আগামীতে প্রকাশ্য।)

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত।—একালের অর্থ স্পষ্ট। একাল বলিলে, আমরা এখন যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, এবং

নিত্য যে সকল নূতন পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইতেছি, তাহা বই আর কিছু বুঝায় না। সেকালের অর্থ এইরূপ স্পষ্ট নহে। বিশবৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও সেকাল; এবং বিংশতিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যে সকল অবস্থা সময়ের স্রোতে ভাসমান হইয়া শেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাও সেকাল। রাজনারায়ণ বাবুর সেকাল আর একাল উভয়ই পরীক্ষিত কালের বৃত্তান্ত এবং এই নিমিত্ত উভয়চিত্রই সমান মনোহর এবং স্বভাবসুন্দর। যাঁহারা যৌবনমদে মত্ত, তাঁহারা যে পরিমাণে নূতনে অনুরক্ত; যাঁহারা বার্দ্ধক্য জড় সড়, তাঁহারা আবার সেই পরিমাণে পুরাতনের ভক্ত। বর্ত্তমান গ্রন্থকার যথার্থ মধ্যস্থ। তিনি কোন দিগেই গড়াইয়া পড়েন নাই। তাঁহার লেখায় স্মৃতি উপদেশ দিতেছে; আশাও মোহনবেশ ধারণ করিয়া আশ্বাস দান করিতেছে। যদি কেহ কিছু কাল বসিয়া অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় প্রীত প্রমোদিত, ও উপকৃত হইবেন।

২। বালাবোধিনী—গ্রন্থকারের নাম নাই; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, কল্পনা শক্তি ও রচনাকৌশল, সমস্তই অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত। গ্রন্থের কলেবর মুখপত্রাদি সর্ব্বসমেত ১৬ পেজি এক ফরমা, তথাপি গ্রন্থকারের নৈপুণ্যগুণে, ইহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং কলিকাতা, বর্দ্ধমান শান্তিপুর ও সোণার গাঁ প্রভৃতি কত দেশের কত কি কথা পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুর্খপাঠকবর্গ একবার পাঠ করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না।

৩। জমিদারী মহাজনী হিসাব ও পাটীগণিত। শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত।—এখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। যত দূর দেখিলাম, তাহা ছাত্রশিক্ষার অতি উপযুক্ত সহায় বোধ হইল।

৪। কুসুম কলিকা। শ্রীহরিকৃষ্ণ মজুমদার প্রণীত।—এই গ্রন্থখানির প্রথম অংশে কোকিল, মান, মুদিতপদ্ম, বিদ্যুৎ, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি নানাবিধ প্রসঙ্গে কতকগুলি কবিতা এবং শেষ অংশে সরলা ইত্যভিধেয় সামান্য একটি উপন্যাস বিনিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি আগা গোড়া সমান না হউক, অনেক স্থলেই সুললিত। দুই এক স্থলে সত্য সত্যই উন্মেষোন্মুখপ্রতিভার চমকদেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। উপন্যাসটি কিছুই নহে।

REGISTERED NO. 32.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বহুসংখ্যক গ্রাহকের অনুরোধক্রমে বিগত অগ্রহায়ণ হইতে বান্ধবের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল ছাড়া ১।০ অবধারণ করা হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা ১২৮১ সনের সমস্ত পত্রিকা ১ টাকাতেই পাইবেন। তবে, তাঁহাদিগের সহিত জৈষ্ঠ মাসে হিসাব শেষ না করিয়া চৈত্রমাসে হিসাব শেষ করা হইবে।

যাঁহারা অদ্য পর্য্যন্ত বান্ধবের মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগৌণে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

বান্ধব কার্য্যালয়।
বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

NOTICE.

"A FREE ENQUIRY AFTER TRUTH."

To be had of the Author Kisari Lál Roy at Bogra and at the New Sanskrit Press Calcutta. The work has been favourably noticed by many editors. Price with postage 1 Re. 2 Annas.

বিজ্ঞাপন।

বান্ধবের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা বহুদিন হইল নিঃশেষ হইয়াছে। শীঘ্রই পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইয়াছেন, কি ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা কিছুকাল পরে ঐ তিনসংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] প্রণীত '[illegible]' [illegible] পুস্তক [illegible] প্রস্তুত আছে। মূল্য ।৵ আনা মাত্র।

[illegible] কে, চাটুর্য্যা এণ্ড কোং—